পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 257 Monday, 18 August, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৫৭ সংখ্যা ❋ ১ ভাদ্র, ১৪৩২ সোমবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বাংলায় কবে হবে এসআইআর? অবস্থান স্পষ্ট করল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃ বিহারের পর বাংলাতেও হবে এসআইআর? তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। এই টানাপোড়েনের মাঝে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, বাংলায় এসআইআর কবে হবে তা পরে জানানো হবে। ৩ নির্বাচন কমিশনার আলোচনা করে সঠিক সময়ে জানানো হবে। বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে ' ইনটেনসিভ রিভিশন'। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ২০০৩ সালে বিহারে শেষবার এসআইআর হয়েছিল। বাংলায় শেষবার ২০০২ সালে এসআইআর হয়েছিল। অনুপ্রবেশকারী-সহ অযোগ্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কমিশন। তারা বলেছে, যাতে শুধুমাত্র যোগ্য ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটদানের অধিকার পান সেটা নিশ্চিত করতে এই সংশোধনী। বিহারের পরে এক এক করে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হবে। নজরুল মঞ্চে নদিয়া, দুই ২৪ পরগণা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার মিলিয়ে শতাধিক ব্লকের বিএলও-দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। আগামী দিনে পর্যায়ক্রমে অন্য বিএলও-দেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এটাকে ভোটার তালিকার নিবি। সংশোধনীর প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবেই দেখছে ওয়াকিবহাল মহল। আর তারপর থেকেই বাংলাতেও এসআইআর হবে বলে জল্পনা মাথাচাড়া দিয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক নেতা-মন্ত্রী দাবি করেছেন, এসআইআর আসলে এনআরসি, সিএএ-র নামান্তরমাত্র। এভাবে ভোটার তালিকা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেই অভিযোগ। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন বিজেপি সরকারের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে বলেও অভিযোগ। যদিও সে অভিযোগ রবিবার উড়িয়ে দেয় কমিশন। তাদের সাফাই, কমিশনের ঘাড়ে বন্দুক রেখে এসআইআর নিয়ে ভুল বোঝানোর চেষ্টা চলছে।

কলকাতায় মেট্রো রুটের উদ্বোধনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী, আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ আগামী সপ্তাহে কলকাতা শহরে (গণর্ঠ্জ্বতজ্ব) আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২২ শে আগস্ট দমদমে রয়েছে তাঁর প্রশাসনিক কর্মসূচি। সেখান থেকে ৩ টি মেট্রো রুটের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথা মেনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃ দ্যাপাধ্যায়।

আমন্ত্রণপত্রে চমক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কী কী রেল প্রকল্প হচ্ছে, রেলমন্ত্রক কত টাকা অনুমোদন করেছে, আমন্ত্রণপত্রে সে সমস্ত হিসেব দিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সেই সমস্ত হিসেব সহ পাঠানো হয়েছে আমন্ত্রণপত্র।

জানা গিয়েছে, অতীতের মতো বিতর্ক এড়াতে এবারে আগে থেকেই ২২ আগস্টের অনুষ্ঠানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। উল্লেখ্য, পূর্বে অভিযোগ ওঠে যে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়নি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। পরে মেট্রো কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে তৃণমূলের তরফ থেকে জানানো হয় যে অনেক দেরি করে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এবং পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি থাকার কারণে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। তাই এবার সময় থাকতে আগে থেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এনডিএ এবং ইউপিএ জমানায় রেলমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেক সমস্যার সম্মুখিন হয়ে মেট্রোর বিভিন্ন প্রকল্প আনেন এবং অর্থ বরাদ্দ করেন। রেলের তরফ থেকে এই অনুষ্ঠানের কিছুদিন আগে থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ পাঠানো শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের তরফে আমন্ত্রণ পাওয়ার পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানান কেনন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

এসএসসি মিছিল থেকে পেট্রল বোমা ছোঁড়ার পরিকল্পনা! বিস্ফোরক দাবি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ সোমবার এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে চাকরিহারা শিক্ষকরা। সেই অভিযানের সময় পুলিশের উপর হামলার ছক করা হয়েছে বলে চাঞ্চল্যকর দাবি বিধাননগর পুলিশের। পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা হামলার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া আগুন লাগানোর পরিকল্পনার কথাও দাবি করা হয়েছে। এই মর্মে ফোনালাপের একটি অডিয়ো প্রকাশ করে দাবি করেছেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। চাকরিহারা শিক্ষকদের সংগঠন ' যোগ্য শিক্ষক মঞ্চ' ডাক দিয়েছে সোমবার এসএসসি ভবন অভিযানের। ডিসি বিধাননগর অনীশ সরকার রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন যে এই অভিযান চলাকালীন পুলিশের উপর হামলার ছক কষা হয়েছে। তিনি জানান যে সংগঠনের সদস্য সুমন বিশ্বাস অভিযানের জন্য পুলিশি অনুমতি চেয়ে মেল পাঠালেও তা মেলেনি। পুলিশ ওই কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি। তিনি জানান যে একটি ফোনে কথোপকথনের রেকর্ডিং এসেছে যা থেকে বিক্ষোভকারীদের হামলার পরিকল্পনার কথা জানা যায়। তিনি জানান, ' কিছু হিংসাত্মক পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছি। একটা ছ'মিনিটের অডিয়ো হাতে এসেছে। তাতে হিংসাত্মক কিছু করার কথা বলা হচ্ছে।'' ওই অডিয়োর কিছু অংশ শোনান ডিসি বিধাননগর। তিনি জানান যে এই মর্মে একটি মামলা রুজু হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই তদন্ত এগোচ্ছে।

এছাড়াও তিনি জানান, এই কথোপকথনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় উঠে এসেছে মিছিলে পাথর, পেট্রল নিয়ে যাওয়ার কথা। শোনা গিয়েছে পুলিশ ও সরকারি কর্মীদের উপর বোম মারার কথাও। কিছুদিন বাদে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা রয়েছে, সেই পরীক্ষা কেন্দ্র সকেট বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার মতো হিংসাত্মক কথাও বলা হয়েছে।

যে অডিয়ো প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দুজন ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন শোনা যাচ্ছে। পুলিশকর্তা জানিয়েছেন যে সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। তিনি জানান, ' সকলকে অনুরোধ, যাঁরা হিংসাত্মক কিছু করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের চক্রান্তে পা দেবেন না।'' সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয় যে পুলিশের বাড়তি নজরদারি থাকছে সোমবারের মিছিলে। তবে কমিশন সূত্রে খবর যে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্দোলনের জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে কোনও আন্দোলনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। সংগঠনের তরফে মিছিলের অনুমতি চেয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেতকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল অর্থা ১৮ আগস্ট করুণাময়ী থেকে এসএসসি আচার্য সদন পর্যন্ত হবে এই মিছিল। বিকেল ৩টের সময় এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা।

সুশাসনই বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বৈশিষ্ট্যঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃ সুশাসনই বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বৈশিষ্ট্য। এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সুশাসনই হল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বৈশিষ্ট্য। আমাদের কাছে জনগণের কল্যাণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমরা যা কিছু করি তার কেন্দ্রবিন্দুতে জনগণই থাকে। আমরা প্রতিটি ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা করি, একটি প্রতিশ্রুতি যা আমাদের নীতি এবং সিদ্ধান্তগুলিতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারতকে আরও শক্তিশালী করতে হলে, আমাদের চক্রধারী মোহন (শ্রীকৃষ্ণ) থেকে অনুপ্রেরণা নিতে হবে। ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করতে হলে, আমাদের চরকাধারী মোহন (মহাত্মা গান্ধী)-এর পথ অনুসরণ করতে হবে। আমাদের জীবনের মন্ত্র ভোকাল ফর লোকাল তৈরি করতে হবে, এবং এটি অর্জন করা আমাদের পক্ষে কঠিন নয়। দিল্লিকে উন্নত শহরে উন্নীত করার যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, তা অব্যাহত রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, দিল্লিকে একটি মহান শহর হিসেবে গড়ে তোলার যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছি তা অব্যাহত রয়েছে। দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে হোক অথবা আরবান এক্সটেনশন রোড, এই দু'টি রাস্তাই চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়েছে। পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ের পর এখন আরবান এক্সটেনশন রোড দিল্লিকে অনেক সাহায্য করতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার নতুন দিল্লিতে ১১ হাজার কোটি টাকা মূল্যের দু'টি জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ের দিল্লি অংশ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের নগর সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্প। এই দু'টি জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের উদ্বোধনের ফলে যানজট থেকে মুক্তি পাবে রাজধানী দিল্লি। এদিন দিল্লির রোহিণীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমরা দিল্লিকে এমন একটি উন্নয়নের মডেলে রূপান্তরিত করতে চাই যা বিশ্বের কাছে ইতিবাচক ছাপ ফেলে, দ্রুত অগ্রসরমান ভারতের রাজধানী হিসেবে এটিকে তুলে ধরে। গত ১১ বছরে, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এই লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, বিশেষ করে দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে। আধুনিক এবং প্রশস্ত এক্সপ্রেসওয়ে এখন এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত, পরিবহন অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নতি করছে। উপরন্তু, দিল্লি-এনসিআর মেট্রো নেটওয়ার্ক বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে উন্নত নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে একটি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

রাহুলের অভিযোগের স্পষ্ট জবাব দেয়নি কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃ 'ভোটচুরি'র মতো আপত্তিকর শব্দ করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগে নাম না করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে সমালোচনা নির্বাচন কমিশনের। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাহুলকে নিশানা করে বললেন, কমিশনের ঘাড়ে বন্দুক রেখে জনগণকে নিশানা করে রাজনীতি চলছে। সাধারণ ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এভাবে মিথ্যাকে সত্যি করা যাবে না। কারও মিথ্যা অভিযোগে নির্বাচন কমিশন ভয় পায় না। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সাফ কথা, ' আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করে দেশকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এটা সংবিধানের অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরনের এত নিখুঁত প্রক্রিয়ার পরও এত ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য কী বোঝাই যাচ্ছে। জ্ঞানেশ কুমারের দাবি, নির্বাচন কমিশনের চোখে সবাই সমান। কোনও দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না কমিশন। জ্ঞানেশ কুমারের দাবি, রাহুল গান্ধী যে সব অভিযোগ করছেন সেগুলির কোনও প্রমাণ তিনি পেশ করেননি। সাংবিধানিক শপথের মাধ্যমেও নিজের বক্তব্য তিনি জানাননি। রাহুল ভোটার তালিকার ত্রুটি নিয়ে যে অভিযোগগুলি তুলেছিলেন সেটার পালটা নির্বাচন কমিশনারের জবাব, ভোটার তালিকা তৈরির প্রক্রিয়ার শুরুতেই বুথস্তরে সব রাজনৈতিক দলকে খসড়া দেওয়া হয়। সেই তালিকায় সংশোধন, সংযোজন এবং বিয়োজন সংক্রান্ত অভিযোগ করার সুযোগ দেওয়া হয় সব রাজনৈতিক দলকে। তাঁদের সব অভিযোগ শোনার পর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেই তালিকা প্রকাশের পরও অভিযোগ করার সুযোগ থাকে সব রাজনৈতিক দলের কাছে। তারপর সেই ভোটার লিস্ট অনুযায়ী ভোট হয়। ভোটের ফলপ্রকাশের পরও ৪৫ দিন পর্যন্ত সেই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ থাকে। ভোটের পর ৪৫ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। এতদিন সুযোগ ছিল নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ করার। জ্ঞানেশ কুমারের বক্তব্য, এখন বলা হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনে ভোটচুরি হয়েছে। এতদিন কেন কেউ অভিযোগ করেনি? তাঁর সাফ কথা, এখন রাজনীতির স্বার্থে ভিত্তিহীন অভিযোগ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, রাহুল গান্ধী সাংবাদিক বৈঠকে যে সব ভোটারদের ছবি দেখিয়েছেন, ভিডিও দেখিয়েছেন, সেটাও আপত্তিকর বলে দাবি করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, অনুমতি ব্যাতীত কোনও ভোটারের ছবি বা ভিডিও ব্যবহার করা গোপনীয়তার অধিকার খর্ব করার শামিল। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়েই সেটা বলা আছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, রাহুল যে যে অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগগুলির একটিরও স্পষ্ট জবাব এদিন নির্বাচন কমিশন দেয়নি।

নতুন উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ঠিক করতে বিজেপির বৈঠকে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃ দেশের নতুন উপরাষ্ট্রপতি কে হবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে। এমতাবস্থায় উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করতে রবিবার বৈঠকে বসল বিজেপি সংসদীয় বোর্ড। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, জে পি নাড্ডা-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। রবিবার সন্ধ্যায় বিজেপি সংসদীয় বোর্ডের বৈঠক শুরু হয়। উল্লেখ্য, জাতীয় নির্বাচন কমিশন গত ৭ আগস্ট নতুন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দাখিলের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত এবং নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এটি হবে ১৭-তম উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। লোকসভা এবং রাজ্যসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি ইলেক্টোরাল কলেজ দ্বারা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন সভার কাজ করার পর জগদীপ ধনখড়ের আশ্চর্যজনক পদত্যাগের পর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

এসআইআর বিতর্কের মাঝে ভোটার তালিকা নিয়ে বিরোধীদের তোপ কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃ ঝড়ের গতিতে কমিশনকে আক্রমণ শানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এবার তাঁর অভিযোগের জবাব হিসেবে পরোক্ষে কটাক্ষই করল কমিশন। শনিবার রাজনৈতিক দলগুলির সমালোচনা করে কমিশনের দাবি, আগের নির্বাচনের ভোটার তালিকার ভুল নিয়ে এখন অভিযোগ করা হচ্ছে। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্যই আপত্তি জানানোর নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়। রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে ভোটার তালিকা তৈরি হয়। কমিশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগ জানানো হলে, আধিকারিকরা তা খতিয়ে দেখতেন। অভিযোগ সত্যি হলে ভোটের আগেই সংশোধন করা যেত। বল রাজনৈতিক দলগুলির কোর্টে ঠেলে কমিশনের দাবি, রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা প্রতিটি ধাপে থাকে। অনেক দল ও বুথ স্তরের এজেন্ট সময়মতো খসড়া তালিকা পর্যালোচনা করেননি। আপত্তি জানানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপত্তি তোলেননি। রাহুলের দিকে আঙ্গুল তুলে কমিশন প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছে, ' কিছু রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি ভোটার তালিকায় ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এর মধ্যে আগের তালিকাগুলিও রয়েছে।' কমিশনের বক্তব্য এই তালিকা দলগুলিকে জানানো হয়, যাতে সঠিক সময়ে সংশোধনের জন্য আবেদন জানানো যায়। খসড়া ভোটার তালিকা কমিশনের ওয়েবসাইটে থাকে যাতে সকলে সেটা দেখতে পারেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা, ইআরও বা নির্বাচনী আধিকারিকরা ভোটার তালিকা প্রস্তুত করেন এবং চূড়ান্ত করেন। তারা এসডিএম স্তরের আধিকারিক। বুথ স্তরের অফিসার বা বিএলও-রা এই কাজে তাদের সাহায্য করেন। তালিকা সঠিক করার দায়িত্ব তাদেরই। কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকের আগের রাতে এই বিবৃতি এসেছে। রবিবার দিল্লির ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিক বৈঠক হবে। সেখানে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

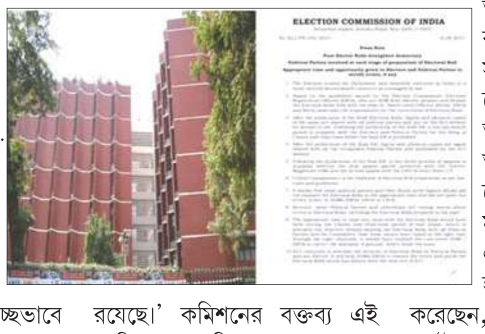

কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী সম্প্রতি কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে ভোট চুরির অভিযোগ করেছেন। তার অভিযোগ, ২০২৪ লোকসভা ভোটে বড় মাপের কারচুপি হয়েছে। এতে বিজেপির লাভ হয়েছে। তাঁর দাবি করেছেন, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও কর্ণাটকের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে ভোটার তালিকায় ' ভোটার যোগ করা হয়েছে। কর্ণাটকের মহাদেবপুরা বিধানসভা আসনে এক লক্ষেরও বেশি জাল ভোট পড়েছে। এটি বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা আসনের অংশ। ২০২৪-এ এই আসন বিজেপি ৩২,৭০৭ ভোটে জেতে। রাহুল বলেছেন, প্রায় ৭০ আসনে কংগ্রেস হেরেছে পঞ্চাশ হাজারের কম ব্যবধানে। সেখানে ভোট জালিয়াতির ভূমিকা থাকতে পারে।

বিহারে রাহুলের নেতৃত্বে শুরু 'ভোটার অধিকার যাত্রা'

পাটনা, ১৭ আগস্ট ঃ বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনে বাদ পড়ছে ৬৫ লক্ষ ভোটার। 'বোটচুরি'র অভিযোগে নীতীশ কুমারের রাজ্যের সাসারাম থেকে রবিবার দীর্ঘ ১৩০০ কিলোমিটার 'ভোটার অধিকার যাত্রা' শুরু করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বিরোধী শিবির ইন্ডিয়া জোটের এই কর্মসূচির প্রথম দিন অংশ নিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। ছিলেন লালুপুত্র তেজস্বী যাদবও। পদযাত্রা শুরুর আগে রাহুল হুঙ্কার দেন, ' ভোট চুরি করতে দেব না'।তাৎপর্যপূর্ণভাবে একই দিনে নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেখানে রাহুল গান্ধীর 'ভোটচুরির মন্তব্য নিয়ে তীব্র আপত্তি করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। ১৬ দিন ব্যাপী 'ভোটার অধিকার যাত্রা' শেষ হবে ১ সেপ্টেম্বর পাটনায়। ১৩০০ কিলোমিটার পথে বিহারের মানুষের কাছে এসআইআর নিয়ে বার্তা দেওয়াই উদ্দেশ্য এই কর্মসূচির। কার্যত এই পদযাত্রায় এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল নিয়েছে বিরোধী শিবির। একদিকে যেমন নির্বাচন কমিশনের নিবিড় সংশোধন নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হবে, আবার এই কর্মসূচির সূত্রেই বিহারের মানুষের কাছে পৌঁছনের সুযোগ থাকছে। বিহারে এসআইআর-এর বিরোধিতা করে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রবিবার বিহারের সাসারামে 'ভোটার অধিকার যাত্রা' অনুষ্ঠানে লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলছেন, আমি আপনাদের এই মঞ্চ থেকে বলছি, সারা দেশে বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচন চুরি হচ্ছে। তাদের সর্বশেষ ষড়যন্ত্র হল বিহারে এসআইআর পরিচালনা করা এবং বিহারের নির্বাচনও চুরি করা। আমরা সকলেই এই মঞ্চে এসেছি আপনাদের বলতে যে আমরা তাদের এই নির্বাচন চুরি করতে দেব না।রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, আমি জানি যে, প্রধানমন্ত্রী মোদী সত্যিকারের জাতিগত জনগণনা করাবেন না। কিন্তু ইন্ডি জোট দেশে সত্যিকারের জাতিগত জনগণনা নিশ্চিত করবে। আমরা ভোট চুরি বন্ধ করব এবং এসআইআর-এর সত্য প্রকাশ করব। লালুজি, হৃদয়ের অন্ত ঃস্থল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ, ডাক্তার আপনাকে না আসার পরামর্শ দেওয়ার পরেও এখানে আসার জন্য।

ফের ভারত-পাক যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব দাবি ট্রাম্পের!

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে গিয়ে 'ব্যর্থ' হয়েছেন। তারপরে 'সান্ত্বনা' খুঁজতে ফের ভারত-পাক যুদ্ধবিরতির প্রসঙ্গ টেনে আনলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর কথায়, মানুষের জীবন রক্ষা করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই কথা মাথায় রেখেই তিনি সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করেন। এবং বরাবরের মতো আবারও ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির কৃতিত্ব দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর মার্কিন প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনকে জানায়, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট শর্তসাপেক্ষে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ইউক্রেন যদি পূর্ব দোনেস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল থেকে ইউক্রেন সেনা প্রত্যাহার করে তবেই রাশিয়া অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রস্তুত। শুক্রবার আলাস্কার বৈঠকে পুতিন জানান, যদি ইউক্রেন ডনবাস অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে যায়, তাহলে রাশিয়া খেরসন এবং জাপোরিঝিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে যুদ্ধ থামাবে। সেইসঙ্গে এটাও জানান, প্রস্তাব না মানলে যুদ্ধবিরতি হতে পারে না। অর্থাৎ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আপাতত থামছে না। যে ট্রাম্প একাধিক যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন, সেই কাজটা এবার আর করতে পারছেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু যুদ্ধ থামানো নিয়ে বারবার কথা বলা বন্ধ করছেন না তিনি। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, মানুষের প্রাণ বাঁচানোই একমাত্র উদ্দেশ্য। কম্বোডিয়ায় কী হতে পারত সকলেই জানে। তবে এই যুদ্ধ থামানোর ক্ষেত্রে নিজেকে খুব বেশি কৃতিত্ব দেননি ট্রাম্প। তবে ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়ে ট্রাম্প আবার বলেন, ভারত-পাকিস্তানের কথাই যদি ধরেন, ওরা একে অপরের যুদ্ধবিমান গুলি করে নামাচ্ছিল। তারপর পরমাণু যুদ্ধও বাঁধিয়ে ফেলত। তবে আমি সেই যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছি। উল্লেখ্য, সংঘর্ষবিরতির পর থেকেই বহুবার ট্রাম্প দাবি করেছেন তাঁর হস্তক্ষেপেই শান্ত হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। যদিও ভারত সরকারের একাধিক প্রতিনিধি, এমনকী খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধবিরতির কথাই বলেন। এদিকে গাফিলতির জেরে প্রকাশ্যে চলে আসা সেই নথি থেকে সামনে এসেছে এই বৈঠক সংক্রান্ত বহু গোপন তথ্য। যেখানে জানা গিয়েছে, আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের এই সাক্ষাতে ভ্লাদিমির পুতিনকে বিশেষ উপহার দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু কীভাবে এই নথি ফাঁস হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার আলাস্কার ওই ফোর স্টার হোটেলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সংঘর্ষবিরতির লক্ষ্যে ৩ ঘণ্টার বৈঠক করেছিলেন ট্রাম্প ও পুতিন। তার আগে হোটেলের প্রিন্টারে এই কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র প্রিন্ট করানো হয়। গাফিলতির জেরে কোনওভাবে তার কিছু অংশ সেখানেই ফেলে যান আধিকারিকরা। ফাঁস হয়ে যাওয়া সেই নথিতে দেখা গিয়েছে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যাহ্নভোজের মেন্যু। যেখানে দেখা যাচ্ছে, দুপুরের খাবারে দুই রাষ্ট্রনেতা খাবেন পাউরুটির সঙ্গে মাংস, পিপারকর্ন সস ও স্যালাড, এছাড়া আলুর একটি বিশেষ পদ ও ভাজা অ্যাসপারাগাস। এর পাশাপাশি রাশিয়ার আর্কটিক সাগরের একটি বিশেষ মাছের পদও ছিল খাদ্যতালিকায়। যদিও আলোচনার পর দুই রাষ্ট্রনেতাই নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে রওনা দেন কেউই দুপুরের খাবার খাননি। ওই নথিতে খাবারের টেবিল কী থাকবে তাও উল্লেখ করা রয়েছে। যেখানে অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে খাওয়ার কথা ছিল তাঁদের।

বেনজির! মহাকাশজয়ী শুভাংশুকে নিয়ে বিশেষ আলোচনা সংসদে

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃ প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী হিসাবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন-এর ১৮ দিনের মিশন শেষ করে রবিবারই দেশের মাটিতে পা রেখেছেন শুভাংশু শুক্লা। আর দেশের মাটিতে পা রেখেই বিরল সম্মান পাচ্ছেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন। সংসদেও তাঁকে নিয়ে আলোচনার জন্য আনা হচ্ছে বিশেষ প্রস্তাব। রবিবার সকালে রাজকীয় অভ্যর্থনায় দেশে ফিরেছেন শুভাংশু। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবঃদরে উপস্থিত ছিলেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রীর জিতেন্দ্র সিং এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর রেখা গুপ্ত এবং ইসরোর কর্মকর্তারা। সোমবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করবেন। গগনযানের জন্যও প্রস্তুতি নেবেন দ্রুত সেই বিষয়ে মোদির সঙ্গে কথা হবে তাঁর। সূত্রের খবর, সোমবারই লোকসভায় শুভাংশু এবং ভারতের মহাকাশ গবেষণা নিয়ে আলোচনা হবে। লোকসভার তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে সাংসদদের জানানো হয়েছে, সোমবার অধিবেশনের শুরুতেই ' ভারতীয় মহাকাশচারী হিসাবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন যাত্রা এবং বিকশিত ভারতের জন্য মহাকাশ গবেষণায় অনস্বীকার্য অবদান শীর্ষক প্রস্তাবে আলোচনা হবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে SIR, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কবাণের মতো একাধিক ইস্যুতে চলতি অধিবেশনে সেভাবে কাজই হয়নি। তবে শুভাংশুকে নিয়ে আলোচনার সময় দেশের গর্বের কথা ভেবে শাসক-বিরোধী একজোট হয়ে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন।গত এক বছরে লখনউয়ের ছেলে শুভাংশু নাসা, অ্যাক্সিওম এবং স্পেসএক্স-এর বিভিন্ন কেন্দ্রে কঠোর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অ্যাক্সিওম-৪ মিশনের অংশ হিসেবে তাঁর এই মহাকাশযাত্রা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বড় সাফল্য নয়, ভারতের সাফল্য এমনই মনে করছেন তিনি। আগামী দিনে গগনযান মিশনেও শুভাংশুর অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চায় ভারত সরকার।

দিল্লিতে দু'টি জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন, শ্রমিদকের সঙ্গে মতবিনিময় প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার নতুন দিল্লিতে ১১ হাজার কোটি টাকা মূল্যের দু'টি জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ের দিল্লি অংশ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের নগর সা।ক সম্প্রসারণ প্রকল্প। এই দু'টি জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের উদ্বোধনের ফলে যানজট থেকে মুক্তিঃ পাবে রাজধানী দিল্লি।উদ্বোধনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ের দিল্লি অংশ এবং নগর সম্প্রসারণ সড়ক-টু-এর নির্মাণ শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি।

সিনার ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য আতমানের স্বপ্নের দৌড় শেষ করলেন

টরন্টো, ১৭ আগস্ট ঃ শীর্ষ বাছাই এবং বর্তমান চ্যাম্পিয়ন জ্যানিক সিনার, তাঁর ২৪তম জন্মদিন শনিবার ৭-৬(৪), ৬-২ গেমে জিতে সিনসিনাটি ওপেনে ফরাসি বাছাইপর্বের খেলোয়াড় টেরেন্স আতমানের স্বপ্নের দৌড়ে শেষ করে দিলেন এবং ইউএস ওপেন টিউন-আপ ইভেন্টের ফাইনালে পৌঁছে যান।খুব, খুব কঠিন চ্যালেঞ্জ, জনতা শুভ জন্মদিন গানটি গেয়ে কোর্টে সিনার বলেন।অন্য সেমিফাইনালে, কার্লোস আলকারাজ জার্মান তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জাভেরেভকে ৬-৪, ৬-৩ গেমে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেলেন, যিনি ম্যাচ চলাকালীন শারীরিকভাবে লড়াই করেছিলেন, এবং এই বছরের ফ্রেঞ্চ ওপেন এবং উইম্বলডন ফাইনালের পুনঃম্যাচ তৈরি করেন।ফাইনালের ওঠার জন্য খুশি কিন্তু জাভেরেভের জন্য খারাপ লাগছে। তোমার জন্য থাকছে শুভকামনা, জয়ের পর ক্যামেরার লেন্সে আলকারাজ বলেছেন।

ভোটার অধিকার যাত্রার সূচনা, ১৬ দিনে ২০টি জেলায় যাবেন রাহুল গান্ধী

সাসারাম, ১৭ আগস্ট ঃ বিহারের সাসারাম থেকে ভোটার অধিকার যাত্রার সূচনা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। ১৭ আগস্ট, রবিবার থেকে শুরু হওয়া এই ভোটার অধিকার যাত্রায় আগামী ১৬-দিনে ২০টি জেলায় যাবেন রাহুল গান্ধী। প্রায় ১,৩০০ কিলোমিটার যাত্রা করার পর ১ সেপ্টেম্বর এই যাত্রার সমাপ্তি হবে পাটনায়।রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতা তেজস্বী প্রসাদ যাদব-সহ ইন্ডি জোটের নেতারাও এই যাত্রায় অংশ নেবেন। এই পদযাত্রার সময়, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ক্ষেত্রে অনিয়মগুলি তুলে ধরা হবে। মূলত, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতাতেই এই ভোটাধিকার যাত্রার সূচনা করেছেন রাহুল গান্ধী।রবিবার ভোটার অধিকার যাত্রার সূচনায় রাহুল গান্ধী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব, দলের নেতা তেজস্বী যাদব প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র আর টিকে নেই ঃডঃ সুকান্ত মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করার তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কথায়, এটাই পশ্চিমবঙ্গের আসল পরিস্থিতি, যেখানে গণতন্ত্র টিকে নেই। স্থানীয় প্রশাসন চলচ্চিত্র নির্মাতার কণ্ঠস্বর

দিল্লি ফিরলেন শুভাংশু শুক্লা, অভ্যর্থনায় অভিভূত ভারতীয় মহাকাশচারী

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ঃ স্বদেশে ফিরলেন মহাকাশে পাড়ি দেওয়া দ্বিতীয় ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন পরিদর্শনকারী প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা। রবিবার ভোরবেলা দিল্লিতে এসে পৌঁছন শুভাংশু ও তাঁর স্ত্রী কামনা শুক্লা। তাঁদের বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিল পরিবার। এছাড়াও কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাও তাঁদের স্বাগত জানান। এ ছাড়াও জাতীয় পতাকা নিয়ে হাজির ছিলেন প্রচুর সাধারণ মানুষ। এহেন অভ্যর্থনা পেয়ে অভিভূত শুক্লা।ভারতে ফেরার জন্য বিমানে ওঠার সময় ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন পোস্ট করেন শুভাংশু। মহাকাশে ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেরা মহাকাশচারী লিখেছেন, ' দেশে ফিরে আসার জন্য যখন আমি বিমানে বসে আছি, তখন আমার মনে এক মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। এই অভিযানের প্রস্তুতিতে গত এক বছর এখানে কাটিয়েছি। এরা অনেকে আমার বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মতো হয়ে গিয়েছে। তাঁদের মতো অসাধারণ একদল মানুষকে বিদায় জানাতে কষ্ট হচ্ছে। আবার অন্যদিকে, অভিযানের পর প্রথম বার দেশ ফিরছি। আমার সমস্ত বন্ধু, পরিবার এবং দেশের সকলের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি দারুণ খুশি। আমার মনে হয় জীবন এমনই - সবকিছু একসঙ্গে উপহার পেলাম।' কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং টুইট করেছেন, ভারতের জন্য গর্বের মুহূর্ত! ইসরোর জন্য গৌরবের মুহূর্ত! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই ব্যবস্থাকে সহজতর করার জন্য কৃতজ্ঞতার মুহূর্ত। ভারতের মহাকাশ গৌরব ভারতের মাটি স্পর্শ করেছে। উল্লেখ্য, ভারত বর্তমানে গগনযান মিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ২০২৭ সালে ইসরো নিজে মহাকাশে মানুষ পাঠাতে চায়। সেই মিশনের অংশ হিসেবেই অ্যাক্সিওম-৪ মিশনে মহাকাশে গিয়েছিলেন বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু।

রাজৌরিতে পাহাড়ি বিপর্যয়ে সেনার মানবিক সহায়তা, ভরসার হাত বাড়াল ভারতীয় সেনা

রাজৌরিঃজম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় প্রকৃতির রুদ্ররূপে বিপর্যস্ত মানুষ আবারও দেখলেন সেনার মানবিক দিক। পাহাড়ি রাজৌরির দুর্গম গ্রাম কোটরাঙ্কায় টানা বর্ষণে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিধসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা। ভেঙে পড়েছে বহু ঘরবাড়ি, ভাঙন ধরেছে আরও বহু আবাসে। আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়া মানুষজনের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় সেনার রোমিও ফোর্স। সামরিক বাহিনীর এই বিশেষ ইউনিট শুধু সুরক্ষার দায়িত্বেই নয়, দুর্যোগের ক্ষণে মানুষের বাঁচনদাতা হিসেবেও এগিয়ে এসেছে। পাহাড়ি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের উদ্ধারে, নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিসা সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজে কার্যত একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছেন সেনা জওয়ানরা।বিপর্যয়ের শুরুরাজৌরির পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার পাঞ্জনাদা গ্রাম গত কয়েকদিন ধরে টানা ভারী বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত। এই বৃষ্টির জেরে পাহা। ধসে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়। পাহাড়ি পাথর ও মাটি গড়িয়ে পা।তে শুরু করে গ্রামগুলির উপর, মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায় বহু ঘরবাড়ি। প্রায় ২০টিরও বেশি বাড়িতে বড়সড় ফাটল ধরেছে। একাধিক পরিবারকে গৃহহীন হতে হয়েছে রাতারাতি। আতঙ্ক ছড়িয়ে পা।ছে গোটা এলাকায়। যেকোনও মুহূর্তে নতুন করে পাহাড় ধস নেমে আসতে পারে-এই শঙ্কায় মানুষরা আর বাড়িতে ফিরতে পারছেন না।এসডিআরএফ টিমের নেতৃত্বে থাকা এম. এন. কামলাক জানালেন, তাঁরা টানা কয়েকদিন ধরে ওই গ্রামে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন। তাঁর কথায়, আমরা ৩-৪ দিন ধরে এই এলাকায় রয়েছি। গতকাল থেকে নিরন্তর তল্লাশি চালাচ্ছি। দেখেছি, এখানে বেশিরভাগ অংশ ধসে পা।ছে। অন্তত ৪-৫টি ঘর পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। বাকি প্রায় সব ক'টি ঘরেই ব। ফাটল দেখা দিয়েছে। ফলে বাসিন্দাদের আর সেখানে রাখা নিরাপদ নয়। আমরা তাঁদের সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে এনেছি।সেনার মানবিক সহায়তাএই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনার রোমিও ফোর্স গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সেনার মানবিক ভূমিকা ইতিমধ্যেই বহুবার প্রশংসিত হয়েছে কাশ্মীরে। সন্ত্রাস দমনের পাশাপাশি বিপর্যয়ের সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁ।নো তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব হয়ে উঠেছে। পাঞ্জনাদা গ্রামেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেনারা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল, চিকিসা সহায়তা ও অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। পাহাড়ি দুর্গম গ্রামগুলিতে যেখানে সাধারণত সরকারি ত্রাণ পৌঁছাতে সময় লাগে, সেখানে সেনার তপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই জরুরি সহায়তা পৌঁছে গেছে।গ্রামবাসীদের বক্তব্য, সেনার উপস্থিতি তাঁদের ভরসা জুগিয়েছে। আতঙ্কের মধ্যে সেনাদের পাশে পেয়ে তাঁরা অন্তত কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন। অনেকের ঘর ভেঙে যাওয়ায় তাঁরা এখন মাঠে বা স্কুল ভবনে আশ্রয় নিয়েছেন। সেনারা সেখানে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।গ্রামীণ জীবনে ভয় ও অনিশ্চয়তাপাহাড়ি রাজৌরির গ্রামগুলির মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই করেছেন। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ি ঢাল দুর্বল হয়ে পড়ায় একের পর এক ভূমিধস হচ্ছে। গ্রামবাসীদের অনেকেই আশঙ্কা করছেন, সামনে আরও ভয়ঙ্কর ক্ষতি হতে পারে। যাঁদের বাড়ি অক্ষত রয়েছে, তাঁরাও ফাটলের কারণে সেখানে ফিরতে সাহস পাচ্ছেন না। অস্থায়ী আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছেন শত শত মানুষ।শিশুরা আতঙ্কে কাঁদছে, প্রবীণরা বারবার স্মৃতিচারণা করছেন-এমন দুর্যোগ তাঁরা আগে খুব কমই দেখেছেন। পরিবারগুলি ভিটেমাটি হারানোর দুঃখে দিশেহারা। কৃষিজমিরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। যেহেতু এই অঞ্চলের মানুষ চাষের উপর নির্ভরশীল, তাই ফসল ও জমি নষ্ট হয়ে যাওয়া ভবিষ্যতে তাঁদের জীবনে ব। প্রভাব ফেলবে।প্রশাসনের উদ্যোগ ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জস্থানীয় প্রশাসন ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সেনার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। তবে দুর্গম অঞ্চলের কারণে উদ্ধারকাজে নানা অসুবিধা তৈরি হচ্ছে। এখন পর্যন্ত যাঁদের নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে, তাঁদের জন্য ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তাঁদের পুনর্বাসনের বিষয়টি একটি ব। চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।রাজৌরির এই দুর্যোগ আবারও সামনে আনল পাহাড়ি অঞ্চলের ভঙ্গুর ভৌগোলিক বাস্তবতাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অতিবৃষ্টির মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় এই ধরনের ভূমিধস এখন নিয়মিত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে পাহাড়ি রাজৌরিতে এ ধরনের দুর্যোগ রোধ বা ক্ষতি কমাতে প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া জরুরি।সেনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকৃতির সামনে মানুষ অসহায়। কিন্তু এই অসহায় অবস্থায় বারবার সেনাই হয়ে উঠছে ভরসার প্রতীক। রাজৌরির পাঞ্জনাদা গ্রামের বাসিন্দারা তাই সেনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁদের কথায়, আমরা সব হারিয়েছি। ঘরবাড়ি নেই, চাষের জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেনারা আমাদের জীবনের ভরসা হয়ে উঠেছে। আজ তাঁরা না থাকলে আমরা কোথায় যেতাম জানি না।এই কৃতজ্ঞতা শুধুই কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেনাদের সহায়তায় সাধারণ মানুষ আবারও বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, যে তাঁরা একা নন। সন্ত্রাস কবলিত জম্মু-কাশ্মীরের পাহাড়ি গ্রামে যেখানে মানুষের নিরাপত্তা বরাবরই প্রশ্নের মুখে, সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষণে সেনার এই মানবিক উদ্যোগ সাধারণ মানুষকে আরও বেশি কাছে টেনে নিচ্ছে।উপসংহার-রাজৌরির এই ভয়াবহ ভূমিধস শুধু প্রকৃতির প্রলয়ই নয়, মানুষের স্থিতিশীল জীবনযাত্রার উপরও এক গভীর আঘাত। অগণিত পরিবার রাতারাতি গৃহহীন হয়ে পড়েছে। তবুও এই বিপর্যয়ের আঁধারে একটুখানি আলো দেখিয়েছেন ভারতীয় সেনারা। তাঁদের মানবিক সহায়তা ও অটল নিষ্ঠাই আপাতত ভরসা জুগিয়েছে দুর্গতদের। তবে দীর্ঘমেয়াদে এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য আরও পরিকল্পিত পদক্ষেপ জরুরি। পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করা মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে পুনর্বাসন, পাহাড়ি ঢালের সংরক্ষণ, আবহাওয়া পরিস্থিতি অনুযায়ী সতর্কতা ব্যবস্থা-এসবই এখন সময়ের দাবি।কিন্তু তার মধ্যেই মানবিকতার পাঠ শিখিয়ে গেল সেনার এই উদ্যোগ। রাজৌরির মানুষ হয়তো বহুদিন মনে রাখবেন, কীভাবে দুর্যোগের মুহূর্তে তাঁদের বাঁচার আশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেনার রোমিও ফোর্স।

মুখ্যমন্ত্রী ডা. যাদব হঠাৎ রাতেই রতলামে, বদলালো কর্মসূচি

রতলাম, ১৭ আগস্ট ঃ শনিবার গভীর রাতে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব নির্ধারিত কর্মসূচির আগেই সড়কপথে রতলামে পৌঁছন। রাত প্রায় ১টা ৫৩ মিনিটে তিনি কনভয়ের সঙ্গে সার্কিট হাউসে আসেন। হঠা কর্মসূচি পরিবর্তনের জেরে প্রশাসনকে রাতেই প্রস্তুতি নিতে হয়।সার্কিট হাউসে তাঁকে স্বাগত জানান মন্ত্রী চৈতন্য কাশ্যপ, বিজেপি জেলা সভাপতি প্রদীপ উপাধ্যায়, আইজি উমেশ জোগা, জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা-সহ অন্যরা। মন্ত্রী চৈতন্য কাশ্যপ ফুলের তোড়া দিলে মুখ্যমন্ত্রী মজার ছলে তাঁকে ময়ূরপঙ্খী উপহার দিয়ে বলেন, আমরাও আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।রবিবার মুখ্যমন্ত্রী কোটেশ্বর মহাদেব মন্দিরে ২৪৭ কোটি টাকার প্রকল্পের ভূমিপুজো ও উদ্বোধন করবেন এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। দুপুরে স্থানীয় অনুষ্ঠান শেষে তিনি দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন বলে জানেন

রাজস্থানে সপ্তম আন্তর্জাতিক হাফ ম্যারাথনে ভ্রাতৃত্বের বার্তা, ৩৫০০ জনের অংশগ্রহণ

রাজস্থানঃরাজস্থানের পাহাড়ি সৌন্দর্যের বুকে, মাউংট আবুর পথে ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই শুরু হল দৌড়ের মহোৎসব। রবিবার সকালে আবুরোড শহর জেগে উঠেছিল এক ভিন্ন আবহে। সপ্তম ' প্রকাশমণি আবু ইন্টারন্যাশনাল হাফ ম্যারাথন' যেন একসঙ্গে বেঁধে দিল দেশ-বিদেশের মানুষকে। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বার্তা ছায়িয়ে দিতে আয়োজিত এই দৌড়ে অংশ নিলেন প্রায় ৩৫০০ প্রতিযোগী।ভোরবেলার আবুরোডে উৎসবের আমেজ ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা আবুরোড থেকে মাউন্ট আবু পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ ছিল। পথজুড়ে শুধু প্রতিযোগীদের দৌড়ে ভরপুর এক রঙিন দৃশ্য। দর্শকেরা দু'পাশে দাঁড়িয়ে উসাহ জুগিয়েছেন। সবার চোখে এক অদম্য উচ্ছ্বাস-খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে একাত্মতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার।ম্যারাথনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সাংসদ লুম্বারাম চৌধুরী, স্থানীয় বিধায়ক এবং ব্রহ্মাকুমারী সংগঠনের শীর্ষ স্তরের সদস্যরা। প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরেই শিস বাজিয়ে শুরু হয় দৌড়।বয়স, দেশ ও ভাষার সীমা ছাড়িয়েএই হাফ ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারীদের বয়স ছিল ১৮ থেকে ৭২-এর মধ্যে। শুধু রাজস্থান বা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রিটেন, কেনিয়া, দুবাই ও ইথিওপিয়া থেকেও বহু প্রতিযোগী এসেছিলেন। আন্তর্জাতিক স্তরের খ্যাতনামা দৌড়বিদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দৌড়ে সামিল হন। যেন খেলাধুলা হয়ে উঠল এক মিলনক্ষেত্র। প্রতিযোগিতার উত্তেজনা ও বিজয়ীর আনন্দপ্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে জয় ছিনিয়ে নেন যোধপুরের দৌড়বিদ দেবারাম কুমার। তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন। গুজরাটের অনিল কোমিনি দ্বিতীয় স্থান পান এবং তৃতীয় হন যোধপুরের মুকেশ কুমার। বিজয়ীদের হাতে যথাক্রমে ৭১ হাজার, ৬১ হাজার ও ৫১ হাজার টাকার চেক তুলে দেন আয়োজকেরা।শুধু বিজয়ীরাই নন, নির্দিষ্ট সময়ে দৌড় শেষ করা প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে পদক ও প্রশংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই স্বীকৃতি তাঁদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।দৌড়ের বাইরেও এক অনন্য বার্তাএই ম্যারাথন ছিল শুধু ক্রীড়ার উৎসব নয়, বরং মানসিক দৃঢ়তা, সুস্থতা এবং একতার প্রতীক। ব্রহ্মাকুমারীদের উদ্যোগে আয়োজিত হওয়ায়, অনুষ্ঠান জুড়ে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। একাধিক দেশ থেকে অংশগ্রহণই প্রমাণ করে, খেলাধুলা যে সীমানা মানে না, বরং একে অপরকে কাছে নিয়ে আসে।আবুরোড থেকে মাউন্ট আবুর পাহাড়ি পথ ধরে এই হাফ ম্যারাথন স্থানীয় মানুষদেরও আকৃষ্ট করেছে। তাঁরা জানালেন, এমন আয়োজন শুধু খেলোয়া।দের নয়, সমগ্র সমাজকেই উসাহিত করে।উপসংহার-রাজস্থানের এই হাফ ম্যারাথন খেলাধুলার সঙ্গে মানবিকতারও এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠল। ৩৫০০ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ, দেশ-বিদেশের একত্র সমাগম, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বার্তা-সব মিলিয়ে এটি শুধু একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, বরং এক সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিজয়ীরা পুরস্কার পেলেও, প্রকৃত অর্থে জয় হল ঐক্যের, ভ্রাতৃত্বের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধনের।আপনি চাইলে আমি এই প্রতিবেদনটিকে প্রায় ৩০০০ শব্দে বিশদভাবে প্রসারিত করে প্রতিযোগীদের প্রস্তুতি, দর্শকদের অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক দৌড়বিদদের মন্তব্য এবং আয়োজকদের বক্তব্যসহ ফিচার আকারে রূপান্তর করতে পারি। চাইবেন কি আমি সেটি করে দিই?

প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ গোকুলানন্দ দাসের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর

ভুবনেশ্বর, ১৭ আগস্ট ঃ ওড়িশার উকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ অধ্যাপক গোকুলানন্দ দাসের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে তিনি বলেন, অধ্যাপনা ও গবেষণায় গভীর অনুরাগী গোকুলানন্দ দাস ছিলেন এক অনন্য শিক্ষক। জগন্নাথদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত এই শিক্ষাবিদ আধ্যাত্মিকতা ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান নিয়েও লিখতেন। শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরেও দিশা দেখাতেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, তাঁর প্রয়াণ শিক্ষাজগতের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। প্রয়াত অধ্যাপকের পরিবার ও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে জগন্নাথদেবের চরণে প্রার্থনা করেছেন তিনি।

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প, আহত ২৯

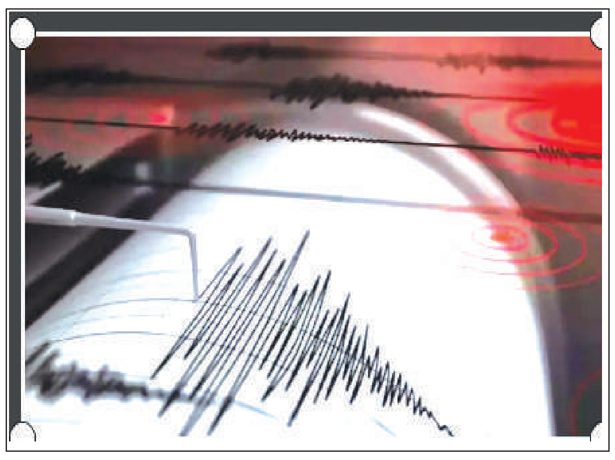

জাকার্তা, ১৭ আগস্ট ঃ রবিবার ভোরে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এদিন সেদেশের মধ্য সুলাওয়েসির এলাকায় রিখটার স্কেলে ৬ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ঘটনায় ২৯ জন আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।জানা গেছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। প্রসঙ্গত, অবস্থানগত ভাবে ইন্দোনেশিয়া দেশটি 'প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ার'-এর মধ্যে পড়ে। যে এলাকায় প্রায়ই ভূমিকম্প অনুভূত হয়ে থাকে।

অবিরাম বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জম্মু ও কাশ্মীর, উধমপুর-পাঠানকোট রেল পরিষেবা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত

জম্মু ও কাশ্মীর,১৭আগষ্টঃজম্মু ও কাশ্মীরে বর্ষার প্রকোপে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কার্যত অচল হয়ে প।ছে। টানা ভারী বৃষ্টিতে একদিকে যেমন বন্যার আশঙ্কা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে, তেমনই নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। রবিবার সকাল থেকে উধমপুর ও পাঠানকোটের মধ্যে ট্রেন পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কবে ফের চালু হবে এই রেল যোগাযোগ, তা এখনও অনিশ্চিত। ফলে যাত্রীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম ভোগান্তি ও অনিশ্চয়তা।ভ্ডটানা ১০ ঘণ্টার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রেল যোগাযোগভ্ডআবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে গত ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভারী বৃষ্টি চলছে। পাহা।ি নদীগুলি ফুলে ফেঁপে উঠেছে, নদীখাত উপচে পড়ছে। একাধিক স্থানে ভূমিধসের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই উধমপুর ও পাঠানকোটের মধ্যে রেললাইনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীদের প্রাণের সুরক্ষা সর্বাগ্রে গুরুত্ব পেয়েছে। তাই পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।যাত্রীদের দুর্ভোগরেল পরিষেবা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় অসংখ্য যাত্রী আটকে প।ছেন। যাঁরা রবিবার ট্রেনে যাত্রা করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁরা স্টেশনেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন কোনও নিশ্চিত খবরের আশায়। কেউ কেউ বাস বা গাড়িতে বিকল্প পথ খুঁজছেন, কিন্তু পাহা।ি রাস্তায় বৃষ্টির কারণে সেটিও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। বিশেষত প্রবীণ যাত্রী ও ছোট বাচ্চাদের নিয়ে যাত্রাকারীদের অসুবিধা আরও বেড়েছে।প্রশাসনের সতর্কবার্তাজম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করেছে। নদী ও নালার ধারে বসবাসকারী মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে বলা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উদ্ধার ও ত্রাণের জন্য এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ দলগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।ভ্ডঅর্থনীতিতে প্রভাবউধমপুর-পাঠানকোট রেলপথ জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ যাত্রী ছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যবাহী ট্রেন এই পথে চলাচল করে। ট্রেন চলাচল স্থগিত হয়ে যাওয়ায় শুধু যাত্রী নয়, ব্যবসায়ীদের উপরও প্রভাব প।তে শুরু করেছে। পণ্য পরিবহনে বিলম্বের কারণে ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।ভবিষ্যতের শঙ্কাআবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টাতেও রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। রেল যোগাযোগ কবে আবার স্বাভাবিক হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করছে আবহাওয়ার উপর।উপসংহারপ্রকৃতির কাছে মানুষ যে কতটা অসহায়, জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি তারই স্পষ্ট প্রমাণ। টানা ভারী বৃষ্টিতে জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়েছে। রেল পরিষেবা স্থগিত হওয়ার ফলে হাজারো মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে। তবে সুরক্ষার কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। এখন কেবলই প্রার্থনা, বৃষ্টি থেমে যাক এবং দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসুক জম্মু ও কাশ্মীরের জীবন।

মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার বুলা চৌধুরীর পদ্মশ্রী-সহ অন্যান্য পদক, ধৃত চোরউদ্ধার পদক সহ নানা সামগ্রী

চুঁচুড়া, ১৭ আগস্ট ঃ অভিযোগ পাওয়ার পরে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই চুরির ঘটনার কিনারা করলো পুলিশ। প্রাক্তন সাঁতারু বুলা চৌধুরীর উত্তরপাড়ার বাড়ি থেকে পদক চুরির ঘটনার কিনারা করে ফেলল পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে পদ্মশ্রী এবং অন্যান্য পদকগুলি। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের বাড়ি রিষ।ায়। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই সাফল্যের কথা জানান শ্রীরামপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি অর্ণব বিশ্বাস। তিনি জানিয়েছেন, ধৃতের বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় ২৯৫টি পদক উদ্ধার হয়েছে। সেগুলি প্রাক্তন সাঁতারুর হাতে তুলে দেওয়া হবে।গত বৃহস্পতিবার রাতে বুলাদেবীর দেবাইপুকুরের বাড়িতে চুরি হয়। পদ্মশ্রী ব্রোচ, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদক সবই নিয়ে যায় দুস্কৃতীরা। এমনকি বাথরুমের কলের মুখও খুলে নিয়ে যায় তারা। প্রাথমিকভাবে চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পাশাপাশি সিআইডিও তদন্তে নেমে পড়ে। বিভিন্ন সূত্র ধরে একাধিক সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছিল। তাদের জেরা করে ধৃতের নাগাল পান তদন্তকারীরা। রিষড়ার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া পদকগুলি।

রাশিফল

মেষঃবাড়ির সকলে মিলে ভ্রমণে যাওয়ার আলোচনা এখন বন্ধ রাখাই ভাল হবে। সম্মানহানির আশঙ্কা রয়েছে।কোনও কাজে সময় নষ্ট হতে পারে। চাকরির শুভ যোগাযোগ পাওয়ায় আনন্দ। পিতার সঙ্গে তর্ক হওয়ায় মনখারাপ। সারা দিন প্রিয়জনের সঙ্গলাভে আনন্দ।
বৃষঃখলাধুলার ক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তন। পেটের সমস্যা হতে পরে। বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদের জন্য মনঃকষ্ট। পড়াশোনার ক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তন। ব্যবসায় চাপ বা।তে পারে। বাড়িতে অতিথি আসতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মিথুনঃআপনার অভদ্র আচরণ আপনার স্ত্রীর মেজাজ নষ্ট করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে তাকে অসম্মান করা এবং তারসঙ্গে যেমন খুশি ব্যবহার করার ফলে আপনি আপনার সম্পর্ককে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করছেন।।
কর্কটঃআপনি শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন এবং আজ অসাধারণ কিছু করতে পারেন। অপ্রত্যাশিত রসিদগুলি আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে তুলবে। পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিন। তাঁদের আনন্দ এবং দুঃখ ভাগ করে নিতে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন যে আপনি তাঁদের জন্য পরোয়া ।
সিংহঃব্যস্ত সময়সূচি সামলাতে গিয়ে, আপনি কিছু মানসিক চাপে ভুগতে পারেন। আপনাকে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হবে। শুভ দিন হতে পারে আজ।
কন্যাঃ আজ আর একঘেঁয়ে দৈনন্দিন কাজ করতে ইচ্ছে করবে না। তবে তিলকে তাল করে ফেলবেন না। তবে কোনকিছুই আপনার কাজের উৎসাহকে কমাতে পারবে না। সংসারে শান্তি হবে।
তুলাঃআপনি আপনার প্রকৃতির বিপরীত আচরণ করবেন এবং জীবনকে আরো গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। এটি আপনার মতো নয়, তবে আপনার গাম্ভীর্যতা আপনাকে আরও দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দেবে,
বৃশ্চিকঃরক্তের সম্পর্কের মূল্য সবকিছুর থেকে বেশি এবং আজকে আপনি তা সত্যি সত্যি অভিজ্ঞতা করবেন। আজকের দিনটি আপনার বন্ধু এবং পরিবারকে উৎসর্গ করুন, উপভোগ করুন এবং আনন্দ করুন।
ধনুঃআজ মেজাজ খুবই খারাপ থাকবে। রাগের ওপরে লাগাম পরান ও নিয়ন্ত্রণে রাখুন। যাই হোক, এটি কোথাও না কোথাও গিয়ে থামবে।
মকরঃ আপনি রসিক এবং বুদ্ধিমান। আপনার অসাধারণ দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, আপনি অনেককেই তাদের পেশার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন
কুম্ভঃ এমন একটি দিন যেখানে বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে- যেহেতু আপনি সাম্প্রতিককালে প্রচুর মানসিক চাপের মুখোমুখি হয়েছেন- বিনোদন এবং আমোদপ্রমোদ আপনাকে আয়েস করতে সাহায্য করবে। অর্থ যে কোনও সময় প্রয়োজন হতে পারে, তাই আপনার আর্থিক পরিকল্পনা করুন এবং এখনই যতটা সম্ভব সঞ্চয় করা শুরু করুন। ডাকে আসা কোন চিঠি পুরো পরিবারের জন্য খুশির খবর বয়ে আনবে। ভালোবাসার আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন।
মীনঃকোন শারীরিক যন্ত্রণায় ভোগা আজ প্রবলভাবে সম্ভাব্য। কোন শারীরিক বলপ্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন যা আপনার শরীরের

আবহাওয়া

ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং নদিয়া জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার বাকি জেলাগুলিতেও বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার বৃষ্টি হতে পারে শুধু হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ায়।রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপর যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হয়েছিল, তা পশ্চিম দিকে সরেছে। পশ্চিমবঙ্গের উপর সরাসরি কোনও প্রভাব আর পড়ছে না। আবার মৌসুমি অক্ষরেখা এখনও সক্রিয়। ফলে বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। তাই বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলেলিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৭২সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ আজ সকাল থেকে ৫টা ০২মিনিটে হবে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে।

নামখানা ব্লকের দ্বারীকনগর প্রাথমিক হাসপাতালে ফল বিতরণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা ঃ স্বাধীনতার দিন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের দ্বারীকনগর প্রাথমিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অসুস্থ মানুষদের হাতে ফল তুলে দেওয়া হলো। নামখানা ব্লকের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মানব দরদী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা এই ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার দিন প্রতিবছর দ্বারীকনগর প্রাথমিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অসুস্থ মানুষ থেকে শুরু করে প্রসূতি মায়েদের হাতে ফল তুলে দেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে তিনি এই ভাবে মুমূর্ষ রোগীদের নিজ হাতে ফল দান করে আসছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালে চিকিৎসারত এক মুমূর্ষ রোগী বলেন, আমি আগে এনার কথা অনেক শুনেছি গরিব দুঃখী থেকে শুরু করে যারা অসহায় সেইসব মানুষদের পাশে থাকেন এই সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, আজ নিজের চোখে দেখ লাম যে উনি নিজেই আমাকে কিছু ফল আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি সৌভাগ্য যে এত বড় দিনে এত বড় মাপের মানুষের কাছ থেকে আমি কিছু পেয়েছি। এই দিন প্রায় পঞ্চাশজন মুমূর্ষ রোগীদের হাতে ফল দেওয়া হয়।

স্বাধীনতা দিবসে কাশীতে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কাশী ঃ ১৫ আগস্ট ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে তরুণ কবি ও গবেষক সুদীপ চন্দ্র হালদার-এর উদ্যোগে আজ পবিত্র কাশী নগরীর সামনে ঘাট সংলগ্ন বস্তি এলাকায়, রবিদাস পার্ক সংলগ্ন বস্তি এলাকা সহ চারটি স্থানে বসবাসরত দুই শতাধিকের অধিক দরিদ্র, বন্যা আক্রান্ত মানুষদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়। এই মহতী কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। কর্মসূচি চলাকালীন সুদীপ চন্দ্র হালদার বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না, ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ধর্মের বাণী শোনানো অবমাননাকর; যতদিন একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততদিন আমার মুক্তি নেই। এই বাণী হৃদয়ে ধারণ করেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।' তিনি আরও বলেন, 'পবিত্র কাশী নগরীতে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। দেশের যুব সমাজকে এই ধরনের মানবিক কাজে এগিয়ে আসতে হবে, কারণ যুবশক্তিই ভারতের উন্নয়নের মূল কারিগর।' অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বারানসী শাখার সন্ন্যাসী স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজকুমার ডায়মন্ড, অবিনাশ কুমার সিং, মিঠুন চক্রবর্তী, অনিমেষ রায়, বিবেক কুমার, অনুপ বর্নাওল, শিবরাম কুমার, রাহুল কুমার, সুশান্ত কুমার, আয়ুশ ঝা, অনিক দেবনাথ, ঋষি শাহ, পিঞ্জয় দাস, চয়ন মন্ডল, স্বপন রায়, চিত্রদীপ দাস প্রমুখ। এই ধরনের সমাজসেবা মূলক উদ্যোগ যে কেবল মানবিকতা জাগিয়ে তোলে তা নয়, বরং স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্যকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধির সুযোগ করে দেয়।

বৃষ্টির জলকে উপেক্ষা করে চলছে অঙ্গনারী কেন্দ্র

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিষহর সাপ তার ওপর মাথার উপরে ফুটো চালের বৃষ্টির জলকে উপেক্ষা করে চলছে অঙ্গনারী কেন্দ্র। কালনা ১ ব্লকের ধাত্রীগ্রাম এ রকমই অঙ্গনারী কেন্দ্র চিত্র উঠে এলো ভিডিও থেকে পঞ্চায়েতে সকলকেই জানানো হয়েছে তবু তার সুরাহা কিছু হয়নি। ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির জলকে মাথায় নেই চলছে অঙ্গনারী কেন্দ্রের বাচ্চাদের জন্য রান্না এই অঙ্গনারী কেন্দ্রের বৃষ্টি হলে বাচ্চারা বসতে পারে না ঘরের কোণে বাচ্চাদের রেখে দেওয়া হয়। যাতে না তাদের মাথায় জল পড়ে। দীর্ঘদিনের সমস্যা পঞ্চায়েত থেকে বিডিও সকলকে জানিয়েও কোন সুরাহা মেলেনি। নিরুপায় করুণ অবস্থায় এভাবেই রান্না করে চলেছে, বাচ্চা ও গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টির জন্য অঙ্গনারী কর্মীরা। প্রশাসনকে জানানো হলেও তারা নিশ্চুপ নির্বিকার তবে এই সুরাহা মিলবে কিছুই জানে না।

সোনার হার চুরি করেও তা ফেরৎ দিলেন চোর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এমন ঘটনা খুবই ব্যতিক্রম। সোনার হার চুরি করে সেই হারের লকেটের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছে চোর। চুরি করে ৯ দিন পর ফের সেই সোনার হার ফেরত দিয়ে গেল চোর। সঙ্গে আবার সরি লেখা চিঠি। ভুল স্বীকার করে সেই চিঠিতে ক্ষমা চাইল চোর। কেরলের এক বৃদ্ধার সোনার হার ও লকেট চুরি করে সেটি বাড়ির বারান্দায় ফেরত দিয়ে গেল চোর। সেই চিঠিতে লেখা ছিল কেন এই হারটি সে ফিরিয়ে দিল। সোনার হারটির আনুমানিক মূল্য ৩.৬৫ লক্ষ টাকা। মেলাপারাম্বু থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা। পুলিশ সেই হার খুঁজে বের করার কাজ শুরু করে। বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে হারের বিবরণ দেওয়া হয়। হঠাৎ বাড়ির বারান্দায় ঘটনার ৯ দিন পর সোনার হারটি পড়ে থাকতে দেখেন বৃদ্ধ দম্পতি। সঙ্গে ছিল হাতে লেখা একটি চিরকুটও। চিঠিতে লেখা ছিল, 'ন'দিন হয়ে গেল আমার কাছে এই হারটি রয়েছে। যখন আমি প্রথম এটি পেয়েছিলাম, তখন আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম। তবে, যখনই আমি এটি হাতে নিয়ে দেখতাম, তখনই আমি নেতিবাচক অনুভূতি অনুভব করতাম, এমনকি আমার হাতও কাঁপত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমি ভাবতাম, আমি এটি দিয়ে কী করব।' চিঠিতে আরও লেখা, 'তার পর, আমি সোনার হারটি সম্পর্কে একটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাই। তাতে লেখা ছিল এই অলঙ্কারটি বিবাহের চিহ্ন। সেই মুহূর্তে, আমি সিদ্ধান্ত নিই হারটি যাঁর, তাঁকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। আমি এটি ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

৩২ তম বর্ষে আগমনী থিম সঙের মধ্যেই পুজোমুখী জয়নগর জয়চণ্ডীতলা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ আর কিছু দিন পরে বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজো। মা আসবেন চলছে তারই প্রস্তুতি। আর এরই মাঝে জয়নগর তথা দক্ষিন ২৪ পরগনায় এই প্রথম কোনো পুজো কমিটি তাদের পুজোর থিম সঙের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। শনিবার জন্মাষ্টমীর রাতে জয়নগর জয় চন্ডীতলা সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির উদ্যোগে জয়চন্ডীতলায় ৩২ তম বর্ষের থিম সঙের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। এদিন এর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, নাট্যকার কিশলয় বসু, পুজো কমিটির সম্পাদক চন্দন চ্যাটার্জী, আগমনী থিম সঙের লেখিকা কেতকী বসু, গায়িকা অনুশ্রী ঘোষ, সুকল্যান চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। এদিন এব্যাপারে পুজো কমিটির সম্পাদক চন্দন চ্যাটার্জী বলেন, প্রতিবছর আমরা নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করি। এবছর আমাদের থিম রাঢ বাংলার থেকে উঠে আসা রুপ পরিব্রজ্যা।আমরা এবছর থিম সঙ রেখেছি। এদিন তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। এই থিম সঙ শুধু জয়নগর নয় সারা জেলার মধ্যে আমরাই প্রথম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলাম। আর ও কিছু চমক থাকছে এবারের পুজোয়। আমরা চাই আপনারা আসুন। নতুন কিছু দেখুন এই পুজো মন্ডপে।

বিজেপিতে বড় ভাঙন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্যের প্রধান দুই দল নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছে। নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছে রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরাও। তাই এই সময় দল পরিবর্তনের একটা হিড়িক পড়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে বড় ভাঙন বিজেপিতে। শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি সংগীতা আদক মাইতি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তাঁর এই দলবদলের ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ২৫টি ব্লকের মধ্যে চারটি ব্লক বিজেপির দখলে চলে গিয়েছিল। এর মধ্যে শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতি ছিল অন্যতম, যেখানে ৩০টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১৬টি, তৃণমূল ১৩টি এবং সিপিআইএম একটি আসন দখল করেছিল। দুবছরের মধ্যেই সংগীতা আদক মাইতির তৃণমূলে যোগদানে জেলার রাজনৈতিক হলে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। তমলুকের তৃণমূল কংগ্রেসের তমলুক সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজিত রায়, সভাধিপতি উত্তম বারিক, তমলুকের বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র, মহিষাদলের বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী। দলবদল সম্পর্কে সংগীতা বলেন, 'বিজেপিতে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি ও আদর্শ মেনে তৃণমূল কংগ্রেসে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

পাড়ার ছেলেদের হাতে খুন

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর ঃ পাড়ার ছেলেদের হাতে খুন হলো অন্য এলাকার এক যুবক।গভীর রাতে এক যুবককে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এবার বারুইপুরে। মৃতের নাম শুভঙ্কর মণ্ডল,বয়স ২২ বছর।মৃতের বাড়ি সোনারপুর থানা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার মাদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযোগ শনিবার রাত ১২টা নাগাদ স্থানীয় টগরবেরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে তিন অপরিচিত যুবককে বাইক নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন পাড়ার মোড়ে বসে থাকা কয়েক জন স্থানীয় যুবক। অপরিচিত যুবকদের মধ্যেই ছিলেন শুভঙ্কর। অভিযোগ, শুভঙ্করের বাইকের চাবি কেড়ে নেন এলাকার তিন যুবক। এই নিয়ে শুরু হয় বচসা। মুহূর্তে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। সেখানে তাঁকে ছুরি দিয়ে কোপও মারা হয় বলে অভিযোগ। শুভঙ্করের দুই সঙ্গী তাঁকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পরে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু'জনকে আটক করে। তবে তিন অভিযুক্ত এখন ও পলাতক।তাদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। শুভঙ্করের পিসতুতো দিদি রুমা মণ্ডল রবিবার বলেন,ভাই বাড়িতেই ছিল। রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে একটা ফোন আসে। এর পরেই ও বেরিয়ে যায়। বারবার ফোন করলেও তার পর থেকে আর যোগাযোগ করতে পারিনি। এর পরেই রাত ৩টে নাগাদ মামার ফোনে একটা ফোন আসে। কাটাখাল এলাকায় ওকে খুন করা হয়েছে বলে জানতে পারি।শুভঙ্করের আত্মীয়দের দাবি, সে খুবই শান্ত ছেলে। কোনও ঝামেলায় থাকতো না। রাতের খাবার খেয়ে আড্ডা দিতে বেরিয়েছিলেন। এমন যে হতে পারে ভাবতেই পারছেন না তাঁরা। এ ব্যাপারে রবিবার মাদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রক্ষিত চন্দ্র নস্কর বলেন,তিন জন মদ্যপ অবস্থায় যাচ্ছিল।এখানেও কয়েক জন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। তারা ওদের আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার পরেই ওদের মধ্যে শুরু হয় বচসা। তা থেকে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। বারুইপুর থানার পুলিশ রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শিক্ষককে মারধর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাঙড়ঃ এবার ফুটবল খেলা নিয়ে বচসায় শিক্ষককে মারধরের ঘটনায় ভাঙড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। উত্তর কাশীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত শিক্ষক। খেলা হবে দিবসে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয় ভাঙড়ে। শিক্ষককে এলোপাথাড়ি কিল চড়-ঘুসির অভিযোগ। অভিযুক্ত বিধায়ক শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা খয়রুল ইসলাম। ভাঙড় ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ ও তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে উত্তর কাশীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ঐশিক্ষক।শনিবার কারবালা ফুটবল ময়দানে ভাঙড় ২ নং ব্লক এবং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে আন্তঃরাজ্য ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। এই খেলার সূচনায় উপস্থিত ছিলেন বিডিও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক শওকত মোল্লা-সহ স্থানীয় পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্তারা। এদিন ফাইনালে মুখোমুখি হয় ভগবান হাইস্কুল এবং হাতিশালা সরোজিনী হাইমাদ্রাসা। দুই স্কুল দলের খেলাকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা শুরু হয়। তারপর খেলা চলাকালীন মাঠের বাইরে শিক্ষককে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। শিক্ষক নাসিরউদ্দিন উত্তর কাশীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ,মাঠে খেলা চলাকালীন ভগবানপুর হাই স্কুলের সভাপতি খয়রুল ইসলামের নেতৃত্বে কিছু বহিরাগত আমাদের উপরে চড়াও হয়। প্রথমে মুখে ঘুসি মারে। এরপর ঘিরে ধরে মারধর করে আমাদের।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শুরু হচ্ছে 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের আওতায় সাইকেল বিতরণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, এই মাস থেকেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে সাইকেল তুলে দেওয়ার কাজ শুরু করতে চলেছে নবান্ন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য, পুজোর আগেই ১২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া। গত ১৪ আগস্ট কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা করেন। তার পরেই প্রশাসনিক স্তরে কাজ শুরু হয়েছে। ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হবে। এই ঘোষণার পরেই নবান্নের শীর্ষকর্তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, অগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই সাইকেল বিতরণের কাজ শুরু করতে চান তারা। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যজুড়ে শারদোৎসব শুরু হবে। তার আগেই যাতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর হাতে সাইকেল পৌঁছে যায়, সেই লক্ষ্যে কাজ চলছে। সবুজ সাথী প্রকল্পের আওতায় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত দফতর হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দফতর। আর সাইকেল কেনা ও বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হলো পশ্চিমবঙ্গ এসসি, এসটি এবং ওবিসি উন্নয়ন ও আর্থিক বিষয়ক পর্ষদ। এই সংস্থা নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হয়েছে। নতুন করে আরও ১২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী সাইকেল পেলে, মোট প্রায় দেড় কোটি ছাত্রছাত্রী সবুজ সাথী প্রকল্পের আওতায় সাইকেল পাবেন। নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা আগামী বিধানসভা নির্বাচনের সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের মতে, তৃণমূল সরকারের বড় ভোট ব্যাঙ্ক হচ্ছে সরকারি বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক প্রকল্পের উপভোক্তারা। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে। তার আগে সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সে কথা মাথায় রেখেই তিনি কন্যাশ্রী দিবসের দিন ১২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এই উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, সাইকেল পাওয়ার মাধ্যমে তাদের স্কুলে যাওয়া আরও সহজ হবে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার ছাত্রছাত্রীরা উদ্যোগের সুফল পাবেন বলে মনে করছেন। সবুজ সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাওয়ার সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব পরিবহণের প্রতি আগ্রহও বাড়বে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে আরও উন্নতি সাধন করতে চায়। রাজ্য সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও, বাস্তবায়ন পর্যায়ে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে। সাইকেল বিতরণের সময়সূচি, মান নিয়ন্ত্রণ ও ছাত্রছাত্রীদের সঠিক তালিকা প্রস্তুতকরণ বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। তবে, সরকারের সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক দক্ষতা থাকলে এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করা সম্ভব।

চন্দননগরে 'শুস্থ চন্দননগর' উদ্যোগের সূচনা, জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে নতুন দিগন্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগরে সম্প্রতি একটি নতুন স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। 'শুস্থ চন্দননগর' নামে এই উদ্যোগটি জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চালু করেছে নেফ্রো কেয়ার, একটি সুপরিচিত কিডনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে কিডনি রোগ ও অন্যান্য জীবনযাপনের সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেফ্রো কেয়ারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক ড. সঞ্জয় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা কিডনি রোগের মতো জটিল রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধ করতে পারব। 'শুস্থ চন্দননগর' প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা এই লক্ষ্য অর্জন করতে চাই।' এই উদ্যোগের আওতায় চন্দননগরের বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্য ক্যাম্প, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে। যেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা কিডনি রোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে তথ্য ও পরামর্শ পাবেন। এছাড়া, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রচার মূলক কার্যক্রমও পরিচালিত হবে। প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো স্থানীয় স্কুল ও কলেজগুলিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে, তারা পরবর্তী প্রজন্মকেও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস সম্পর্কে জানাতে পারবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও সচেতন সমাজ গঠনের লক্ষ্য রয়েছে। 'শুস্থ চন্দননগর' প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তারা বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবেন। এছাড়া, স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে সমন্বয় করে এই উদ্যোগের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে চন্দননগরের বাসিন্দারা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হবেন। ফলে, দীর্ঘমেয়াদে শহরের জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নেফ্রো কেয়ারের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও, বাস্তবায়ন পর্যায়ে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের মান নিয়ন্ত্রণ ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। তবে, সরকারের সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক দক্ষতা থাকলে এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করা সম্ভব।

বাসিরহাটে ব্যাংকে চাকরির নামে ৭ লাখ টাকা প্রতারণা, ছয়জন গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুচবিহারে ঃ তৃণমূল নেতার ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় দীর্ঘ আট দিন পর পুলিশের অভিযান সফলভাবে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনায় পুরো এলাকায় এক ধরনের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। পুলিশের তৎপরতা এবং তদন্তের ধারাবাহিকতার ফলে অভিযুক্তকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কুচবিহারের একটি তৃণমূল নেতা সম্প্রতি ব্যক্তিগত কারণে ছেলের মৃত্যু ঘটায়। মৃত ছেলের বয়স ছিল কেবল কিশোর বয়সী। মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার ও স্থানীয়রা শোকাহত হলেও, পরবর্তীতে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে যে, ছেলের মৃত্যুর সঙ্গে এক বা একাধিক অভিযুক্তের জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর পুলিশ প্রমাণ এবং তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সন্দেহভাজন ব্যক্তির ঠিকানা চিহ্নিত করে। স্থানীয় পুলিশ সুপার সাংবাদিকদের জানান, 'অভিযুক্তকে গ্রেফতারের মাধ্যমে আমরা তদন্তে নতুন দিক উন্মোচন করতে পারব। ঘটনার সমস্ত দিক স্পষ্ট করা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা আমাদের মূল লক্ষ্য।' গ্রেফতার অভিযুক্তের সঙ্গে ঘটনার প্রাথমিক সম্পর্ক এবং ঘটনা সংঘটনের পদ্ধতি নিয়ে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আশা করা হচ্ছে, জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আরও তথ্য উঠে আসবে, যা ঘটনার চূড়ান্ত সত্য উদঘাটনে সাহায্য করবে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং মামলার তদন্ত অব্যাহত থাকবে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই গ্রেফতারের খবর পেয়ে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। তারা মনে করছেন, দ্রুত তদন্ত এবং অভিযুক্তের গ্রেফতার সমাজে আইনের শাসন বজায় রাখার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তৃণমূল নেতৃত্বও পুলিশের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কুচবিহার জেলা পুলিশের তৎপরতা প্রশংসিত হয়েছে। জেলা পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে, এই ধরনের ঘটনা যাতে আর ঘটতে না পারে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়, তা নিয়মিত নজরদারি ও দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে সম্ভব হবে। এছাড়া, পুলিশের পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, কেউ আইন-শৃঙ্খলার বাইরে কাজ করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ একযোগে কাজ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পরিবার ও স্থানীয়রা আশা প্রকাশ করেছেন যে, ঘটনার সঠিক তদন্ত হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তৃণমূল নেতার পরিবারের পক্ষ থেকেও তাদের ক্ষতিপূরণ এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য পুলিশকে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

বাসিরহাটে ব্যাংকে চাকরির নামে ৭ লাখ টাকা প্রতারণা, ছয়জন গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়াঃ নদীয়া জেলার বাসিরহাটে ব্যাংকে চাকরির নামে বড় ধরনের প্রতারণা ধরা পড়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতারণার শিকার হিসেবে বেশ কিছু মানুষ প্রতারকদের কাছে বিভিন্ন সময়ে বড় অঙ্কের টাকা জমা করেছিলেন, যা মোট প্রায় ৭ লাখ টাকা ছাড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিরহাট পুলিশ সম্প্রতি এই প্রতারণার অভিযোগে অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে চাকরির সুযোগের প্রলোভন দেখি য়ে অর্থ হাতিয়েছিলেন। তদন্তে উঠে এসেছে, প্রতারকরা বিভিন্ন অনলাইন ও ফোন কলের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন এবং ব্যাংকে চাকরির নিশ্চয়তার নাম দেখিয়ে টাকা নিতে শুরু করেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতাররা মূলত নকল কাগজপত্র ও পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদেরকে প্রতারিত করতেন। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, তারা চাকরির জন্য আবেদন করার সময় কিছু অজানা ঠিকানায় টাকা পাঠিয়েছিলেন। প্রতারকরা প্রথমে কিছু ছোটখাটো সুবিধা বা চাকরির প্রাথমিক প্রক্রিয়ার কথা বলে ভুক্তভোগীদেরকে আত্মবিশ্বাসী করতেন। পরে তারা বড় অঙ্কের টাকা চেয়েছিলেন, যা ভুক্তভোগীরা প্রদান করতে বাধ্য হন। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রতারণার শিকার হওয়া মানুষদের দোষারোপ না করে পুলিশে অভিযোগ জানাতে হবে। এমন ধরনের প্রতারণা প্রতিরোধের জন্য পুলিশ নিয়মিত সচেতনতা কর্মসূচি চালাচ্ছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, গ্রেফতারদের কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করা হয়েছে, যা পরবর্তী তদন্তে কাজে লাগবে। এছাড়া, প্রতারণার শিকারদের একাংশ ইতিমধ্যেই ক্ষতিপূরণ ও ন্যায্য আইনগত ব্যবস্থার জন্য মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ আশা করছে, এই ঘটনা অন্যদের জন্য একটি সতর্কবার্তা হয়ে উঠবে। বাসিরহাটের পুলিশ সুপার সাংবাদিকদের জানান, 'আমরা এই ধরনের প্রতারণা আর কোনো ভাবেই সহ্য করব না। যারা মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ভুক্তভোগীদের একাংশ বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে তারা আমাদের সত্যিই চাকরি দেবে। কিন্তু আমরা জানি না কখনই এমন প্রতারণার শিকার হয়ে পড়ব। পুলিশ আমাদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করেছে এবং আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই।' স্থানীয় মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক এবং ক্ষোভ রয়েছে। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে, আরও অনেক মানুষ এখনও প্রতারণার শিকার হতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা অন্যান্য সম্ভাব্য প্রতারণার ঘটনা খতিয়ে দেখছে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই ঘটনায় আবারও গুরুত্বসহকারে উঠে এসেছে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা। বিশেষ করে অনলাইন মাধ্যমে চাকরির বিজ্ঞাপন ও প্রস্তাব নিয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। বাসিরহাট পুলিশ এখনও পুরো তদন্ত শেষ করেনি এবং আরও কয়েকজন সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা আশা করছেন, এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত অন্যরা ধীরে ধীরে পুলিশের জালে ধরা পড়বে। এই ঘটনার মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ সকলকে সতর্ক করেছে যে, চাকরি সংক্রান্ত প্রতারণার শিকার হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে প্রথমে যথাযথ যাচাই-বাছাই করা অত্যন্ত জরুরি।

মহা সমারোহে জন্মাষ্টমী উদযাপন মায়াপুরের ইসকনে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ মায়াপুর ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরসহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শাখায় ১৬ আগস্ট শনিবার মহাসমারোহে পালিত হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ৫২৫২তম আবির্ভাব তিথি তথা জন্মাষ্টমী উৎসব। এদিন লক্ষাধিক ভক্তের সমারোহে সরগরম হয়ে উঠেছিল মায়াপুরের ইসকন মন্দির চত্বর। মধ্যরাতে যথাযথ রীতি মেনে দুধ, মধু, ঘি, ফুল সহ বিভিন্ন সামগ্রী সহযোগে অবগাহন করানো হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাতব মুর্তিকে। দীর্ঘ সময় ধরে চলে এই আচার অনুষ্ঠান, যার সাক্ষী থাকলেন অগনিত ভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ। এই সমারোহকে কেন্দ্র করে ইসকন ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো। কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও এদিন উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত এ ব্যাপারে মায়াপুর ইসকনের মুখ্য জনসংযোগ অধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান - ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রাতের সাত প্রহরের পর অষ্টম প্রহরে এক সঙ্কটময় সময়ে মানব জাতিকে রক্ষা এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী রূপে মথুরার কংসের কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। সেই থেকেই শ্রীকৃষ্ণের এই আবির্ভাব তিথি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পালিত হয়ে আসছে। এর সাথে সাথে তিনি বলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ এই উৎসবে যোগ দেন। এই পরিবেশ তাদের পবিত্র ভাবধারায় উন্নীত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে তিনি হিন্দু ধর্মের ঐক্য ও জাগরণের কথাও উল্লেখ করেন। রাত পোহালেই ছিল ইসকন প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদের ১২৯ তম জন্মবার্ষিকী। তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বিবিধ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন ছিল পরেরদিন অর্থাৎ ১৭ আগস্ট রবিবার।

পুরুলিয়ার আড়ষায় আয়োজিত হয়েছিল ম্যারাথন প্রতিযোগিতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের একটি অন্যতম ক্রীড়ামূলক অনুষ্ঠান 'খেলা হবে।' প্রতি বছর ১৬ আগস্ট ধুমধাম করে পালিত হয় এই খেলা হবে দিবস। রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় এই দিনটি ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পুরুলিয়ার আড়ষায় এইদিন তৃনমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-এর পক্ষ থেকে খেলা দিবস উপলক্ষে বিরাট ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়। আহারা মোড় থেকে শুরু হয় এই ম্যারাথন, শেষ হয় আড়ষা স্টেডিয়ামে এসে। এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় প্রায় ৪০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। খুবই উৎসাহের সঙ্গে হয় এই প্রতিযোগিতা। ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার ছিল ১০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার সাত হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা। প্রথম হয়েছেন রমেশ বাউরি, দ্বিতীয় হয়েছেন রুদ্র কর্মকার ও তৃতীয় হয়েছেন উজ্জ্বল কুমার মাণ্ডি। এই বিষয়ে পুরুলিয়া জেলা আই. এন. টি. টি. ইউ. সি.'র সভাপতি উজ্জ্বল কুমার বলেন, এই ম্যারাথন থেকে খুব ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। প্রতিযোগীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। আগামী দিনে আরও বড় আকারে এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতার আয়োজন করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলে জানান।

সংঘমিত্রা চৌধুরী যোগ দিলেন তৃণমূলে - উদ্বিগ্ন বিজেপি নেতৃত্ব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বড় ভাঙন বিজেপিতে। নির্বাচনের আগে কলকাতায় বিজেপির এই ভাঙন যথেষ্ট চিন্তার কারণ তো বটেই। স্বাধীনতা দিবসের দিন তৃণমূলের পতাকা হাতে নিলেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সম্পাদক, মহিলা মোর্চার-সহ সভানেত্রী। তিনি দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপির সভানেত্রীও ছিলেন। সেই সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। হাজরা মোড়ে এই যোগদান অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও বিধায়ক দেবাশিস কুমার। দীর্ঘদিন বিজেপির নেতৃত্বে থাকার পর আক্ষেপ ছিল দলের কর্মীদের জন্য কিছু করতে পারছিলেন না। দলের সঙ্গে বেশ কিছু বিষয়ে তাঁর কিছু সমস্যাও হচ্ছিল। তৃণমূলে যোগ দিয়ে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমে সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী বলেন, তসব থেকে বড় কথা আমার ব্যক্তিগত সমস্যা হচ্ছিল। এটা নয় যে আমার পদ নেই, নতুন করে পদ পাব। আমি রাজনীতি করতে এসেছি মানুষের জন্য কাজ করতে। বিজেপিতে সেগুলো করতে পারিনি। অনেক চেষ্টা করেছি। অনেকের বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। কথা দিয়েও করতে পারিনি।দ তিনি আরো বলেন, তআমার ব্যক্তিগত বড় সমস্যা হয়েছিল। এই সময় তৃণমূলের কিছু লোক আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। বিজেপির থেকে আমি কোনও সাহায্য পাইনি। এই সব কারণেই দল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত। অনেকে বলছে দল খারাপ, কিছু ভাল তো আছে। সেই ভালটুকু নিয়েই থাকব।দ শুধু তাই নয়, ১৫ অগাস্ট সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরীর সঙ্গে জেলা ও মণ্ডল পর্যায়ের কয়েকজন নেতাও তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির ভাঙনে উচ্ছ্বাস ঘাসফুল শিবিরে। স্বাভাবিক কারণেই উদ্বিগ্ন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব।

কাকদ্বীপে নদীবাঁধ নিয়ে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ

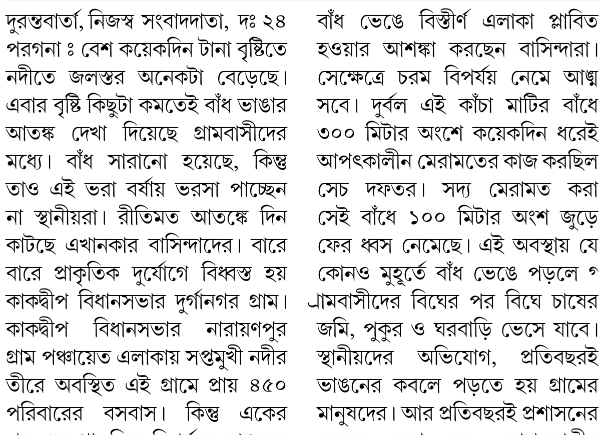

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দঃ ২৪ পরগনা ঃ বেশ কয়েকদিন টানা বৃষ্টিতে নদীতে জলস্তর অনেকটা বেড়েছে। এবার বৃষ্টি কিছুটা কমতেই বাঁধ ভাঙার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। বাঁধ সারানো হয়েছে, কিন্তু তাও এই ভরা বর্ষায় ভরসা পাচ্ছেন না স্থানীয়রা। রীতিমত আতঙ্কে দিন কাটছে এখানকার বাসিন্দাদের। বারে বারে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত হয় কাকদ্বীপ বিধানসভার দুর্গানগর গ্রাম। কাকদ্বীপ বিধানসভার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সপ্তমুখী নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামে প্রায় ৪৫০ পরিবারের বসবাস। কিন্তু একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভাঙনের মুখে পড়ে আজ কার্যত বিধ্বস্ত এই মানুষগুলো। নাগাড়ে ভারী বৃষ্টি এবং নদীতে জোয়ারের সময় ঢেউয়ের তোড়ে গ্রামেরই সপ্তমুখী নদী বাঁধের প্রায় ১০০ মিটার অংশ ধ্বসে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। সেক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় নেমে আসবে। দুর্বল এই কাঁচা মাটির বাঁধে ৩০০ মিটার অংশে কয়েকদিন ধরেই আপৎকালীন মেরামতের কাজ করছিল সেচ দফতর। সদ্য মেরামত করা সেই বাঁধে ১০০ মিটার অংশ জুড়ে ফের ধ্বস নেমেছে। এই অবস্থায় যে কোনও মুহূর্তে বাঁধ ভেঙে পড়লে গ্রামবাসীদের বিঘের পর বিঘে চাষের জমি, পুকুর ও ঘরবাড়ি ভেসে যাবে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিবছরই ভাঙনের কবলে পড়তে হয় গ্রামের মানুষদের। আর প্রতিবছরই প্রশাসনের তরফে করা হয় আপৎকালীন মেরামত। তবে বাঁধ মেরামতের সেই কাজও খুব নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে দায়সারাভাবে করা হয় বলে অভিযোগ। বাঁধের বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৫৭, সোমবার, ১ ভাদ্র ১৪৩২

মানবেন্দ্রের রবীন্দ্রসঙ্গীত

মানবেন্দ্রকে জর্জ বিশ্বাস বললেন, তথাপনি আর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবেন না। কেন এতদিন রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করেননি ভেবে তখন মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। কাকা রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। বাড়িতে ছোটো থেকেই গানের পরিবেশে বড়ো হয়েছেন মানবেন্দ্র। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চা বাদ থেকে গেছে। অথচ, ইন্টার কলেজিয়েট কম্পিটিশনে কীর্তন, ঠুমরি, টপ্পার পাশাপাশি নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতে হবে। এ তো ভারী বিপদ! উপায় বাতলে দিলেন কাকা রত্নেশ্বর। বললেন, জর্জ বিশ্বাসের কাছে যেতে। এ অবস্থায় একমাত্র তিনিই নাকি গাইড করতে পারবেন। জর্জ তথা দেবব্রত বিশ্বাস তখন থাকতেন সাদার্ন অ্যাভিনিউএর বাড়িতে। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে আর কতই বা দূর! হাতে সময়ও নেই। কম্পিটিশনের দিন ভোরবেলাতেই জর্জ বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দিলেন মানবেন্দ্র। মশারি টাঙানো ঘরে। দেখেই বোঝা যায় বাড়ির কর্তার সংসারে বিশেষ আসক্তি নেই। সব চাইতে বড়ো কথা জর্জ বিশ্বাস তখনও ঘুমোচ্ছেন। অচেনা একজন মানুষকে এভাবে ঘুম থেকে ডেকে তুলে গান শেখানোর আবদার করবেন! খানিক দোটানাতেই পড়ে গেলেন মানবেন্দ্র। কিন্তু উপায় নেই। অতএব, যা থাকে কপালে ভেবে মশারি তুলে জর্জ বিশ্বাসকে ঠেলাঠেলি শুরু করলেন মানবেন্দ্র। ঠেলায় কাজও হল। ধড়ফড় করে উঠে বসলেন জর্জ বিশ্বাস। একজন অচেনা মানুষ ভোরবেলা তাঁকে এভাবে ডেকে তুলেছে। কেমন অসভ্য লোক তো। রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। জর্জ বিশ্বাসের মেজাজ দেখে মানবেন্দ্র তখন কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে। রাগ অবশ্য কমল দ্রুতই। এবং অচেনা অতিথির দাবি শুনে ঘোরতর বিস্মিত হলেন জর্জ বিশ্বাস। মানবেন্দ্র তখন রীতিমতো কাতর স্বরে আবদার জুড়েছেন;ইন্টার কলেজ কম্পিটিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হবে। আপনার কাছে শিখব। বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে প্রশ্ন করেন জর্জ বিশ্বাস;কম্পিটিশন কবে? উত্তরে ফের ধাক্কা;আজই, বিকেলে। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় আমার কাকা। তিনি বললেন, একমাত্র আপনিই... এমন আজব দাবি এর আগে হয়তো কখনো শোনেননি জর্জ বিশ্বাস। তখন সময়টা খানিক অন্যরকম ছিল। মানুষগুলোও অন্যরকম ছিলেন। তাই, যুগপৎ এত ধাক্কার পরেও গান শেখাতে রাজি হয়ে গেলেন জর্জ বিশ্বাস। শুরু হল শেখানো। 'ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশেরও পাখি'। মানবেন্দ্র গান তুলছেন। কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছে না শিক্ষকের। এদিকে তাঁর অফিসের সময়ও এগিয়ে আসছে। অফিস যাওয়ার আগে বোনকে বলে গেলেন নজর রাখতে। গান যতক্ষণ না ঠিকঠাক তোলা হচ্ছে, ততক্ষণ নিস্তার নেই। গান তোলা হল একরকম। জর্জ বিশ্বাসের বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরলেন মানবেন্দ্র। তারপর বিকেলে কম্পিটিশন। সেখানে গিয়ে এবার অবাক হওয়ার পালা মানবেন্দ্রর। বিচারকদের আসনে অনাদি দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পাশে যে দেবব্রত বিশ্বাসও! মানবেন্দ্রকে দেখে তিনি যেন চিনতেই পারলেন না। গান শুরু হল। রবীন্দ্রসঙ্গীতও উতরে গেল কোনোমতে। চেনা মানুষের বিচার করবেন না এই মর্মে নম্বর দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন দেবব্রত বিশ্বাস। কিন্তু বাকি বিচারকদের বিচারে মানবেন্দ্রই প্রথম হলেন। এরপর ফের সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে ঢুঁ মারলেন মানবেন্দ্র। এবারে অবশ্য আর আবদার নয়, ধন্যবাদ দিতে আসা। জর্জ বিশ্বাস বললেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ছেড়ো না।

নবাবগঞ্জের জমিদার

ইছাপুর স্টেশন থেকে অটো বা টোটো করে নবাবগঞ্জ ফেরিঘাট নেমে সামনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই আপনার বাঁ হাতে চোখে পড়তে বাধ্য, এই বিশালকায় প্রাসাদোপম এই বাড়ীটি। জায়গাটির নাম নবাবগঞ্জ কেন হলো, চায়ের দোকানে কথাটা তুলতেই এক প্রবীন ব্যক্তি বললেন, কোনো এক সময়, বাংলার কোনো এক নবাব, নাম বলতে পারলেন না, এখানে বেশ কিছুদিন ঘাঁটি গেড়েছিলেন। তার জন্য এই জায়গার নাম নবাবগঞ্জ। দু তিনজন তাতে সায়ও দিলেন। সত্যি কিনা কে জানে! তবে হতেও পারে! জলপথে যেতে যেতে গঙ্গার একেবারে ধারে এই জায়গায় থেকেও যেতে পারেন। পুরো বাড়ীটি সাদা রঙের। শুধু দরজা ও জানালার ফ্রেম ও খড়খড়ি দেওয়া জানলার পাল্লাগুলো সবুজ রঙের। সাদা আর সবুজের নয়নমনোহর, দৃষ্টিসুখকর কম্বিনেশন, চোখে স্নিগ্ধতা এনে দেয়। মনে সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় বাড়ীটির দিকে। তারিফ করতে হয় নির্মাতার রুচি আর শিল্পীর দক্ষতা ও শিল্প নৈপুণ্যের। বাড়ীটি দেখলেই নির্মাতার বৈভবের ও প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়িটীর স্থাপত্যশৈলী দেখবার মতো। সামনে চারটি করিন্থিয়ান থাম মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। দোতলায় বিশাল ব্যালকনি। বাড়ীর মাথায়, ত্রিভুজাকৃতি গঠনে ফুল, লতাপাতার সুন্দর নকশা। এর ওপরে তিনটি পরী মূর্তি। দুটি মূর্তি দুদিকে বসে, মাঝখানের পরীটি দাঁড়িয়ে, যার এক হাত কোমরে, আর এক হাত শূন্যে তুলে, নাচের ভঙ্গীমায়। বাড়ীর শীর্ষে পরীমূর্তি থাকার জন্য, এই বাড়ীটি, পরীবাড়ী নামেও সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত। চারশো, সাড়ে চারশো বছর আগে এই মণ্ডল বাড়ীর পূর্বপুরুষ বাঞ্ছারাম মণ্ডল এখানে এসেছিলেন। তখন তাদের জীবিকা ছিলো চাষবাস। এবং সেই সময় এই অঞ্চলে কৃষি উপযোগী জমিও ছিলো বিস্তর। পরবর্তী কালে এই বংশের শ্রীধর মণ্ডল ও বংশীধর মণ্ডল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পরে নুন ও মশলার ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন ও প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন। তৎকালীন ব্রিটিশ সাহেবদের সাথেও ছিলো তাদের ওঠাবসা, ব্যবসায়িক সূত্রে। তাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্রী গোপীনাথ জিউর মন্দিরে, (বাড়ীর কাছেই অবস্থিত, যেখানে শতাধিক বছরের ওপর ধরে ঝুলন ও অন্যান্য রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রীক নানা উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এখন ঝুলন উৎসব চলছে। সেই উপলক্ষে মেলাও বসেছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

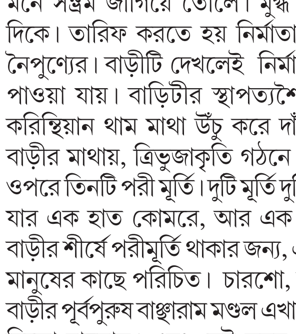

জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়সে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, মানব সেবায় ব্রতী হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি জীব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। জীব সেবাই হচ্ছে ভগবান সাধনার একটি অন্যতম পথ। বাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা উচিত। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি বললেন ভগিনী নিবেদিতা। সেই কারণে বেলুড় মঠের প্রতিটি সন্তানেরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে জীব সেবা করা। স্বামীজিকে সবাইকে জীব সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ জীব সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পেরেছেন। সেই শক্তি তাঁর ছিল। সেই জীব সেবার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভগিনী নিবেদিতা হচ্ছেন তাঁর পরম শিষ্যা। আজকে রামকৃষ্ণ মঠ ও বেলুড় মঠ বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত।

বারাণসীর গঙ্গাই শুধু হিন্দুদের আকর্ষণ করে না, সেখানকার স্নানঘাটও তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ

বিশেষ প্রতিবেদক

কাশী বা বারাণসীর ঘাট নিয়ে সারা বিশ্বের হিন্দুদের একটি উৎসাহ এবং আগ্রহ রয়েছে। তার কারণ তারা মনে করেন যে কাশীতে গিয়ে যদি কোনও ঘাট থেকে গঙ্গা স্নানসহ পুজা দেওয়া যায় তাহলে মনটা পবিত্র হয়ে যাবে। মনের মধ্যে সব গ্লানি দূর হয়ে যাবে। কাশী বা বাবারণসী শুরু থেকেই ধর্মীয় স্থান

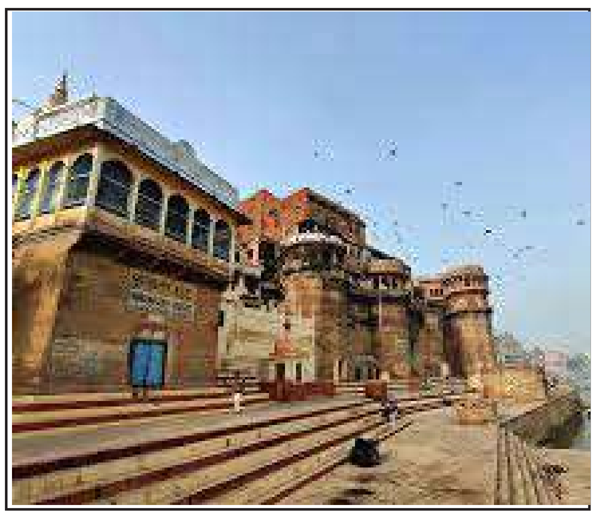

হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে শুরু করে। বিশ্বের বহু গবেষণ এসেছেন কাশীতে। তাঁরা কাশী নিয়ে গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ভারতীয় মহাকাব্য এবং পুরাণ কথার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ শাসকেরা কাশীর ওপরে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি। তার একটি মাত্র কারণ কাশী বা বারাণসী হচ্ছে ভারতীয় সনাতন ধর্মের তীর্থস্থান এর পাশাপাশি চর্চা কেন্দ্রও বটে। এই প্রবন্ধ লেখার আগে আর একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। সেখানে কাশীর গঙ্গার ঘাট নিয়ে লেখা হলেও তা সম্পূর্ণ করা যায়নি। কাশীর গঙ্গাঘাটের একটি ঐহিত্যবাহী ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসের সম্পর্কে জানতে না পারলে কাশীর ঘা সম্পর্কে বহু তথা অজানা থেকে যাবে। এর আগের প্রবন্ধে হরিশচন্দ্র ঘাট সম্পর্কে বলেছিলাম। তারপরে আর লেখা সম্ভব হয়ে উঠেনি কাজের চাপে। আবার শুরু করলাম কাশীর ঘাট নিয়ে আলোচনা। তবে এই আলোচনা করতে যে বইটি সাহায্য করেছে তা নাম হল 'ঈশ্বরভূমি বারাণসী' । লেখক চঞ্চল ঘোষ। যাইহোক এখন মূল আলোচনায় ফরে আসা যেতে পারে। লালী ঘাট ঃ মুসলিম রাজত্ব কালে বাল শাহ নামে একজন সেনাপতি গঙ্গার ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের নামে ঘাটের নাম রাখেন লালী ঘাট। কেদার ঘাট ঃ গঙ্গার ঘাট থেকে খাঁড়াইসিঁড়ি ধরে পৌঁছাতে হয় এই মন্দিরে। হিমালয়ে কেদারনাথ আছেন। সারা হিমালয় জুড়ে সর্বত্যাগী শিব বা কেদারনাথ বিরাজ করছেন। তিনি কোথাও বদ্রীনাথ, আবার কোথাও অমরনাথ, আবার তিনি কোথায় কৈলাশ। কেন কেদারনাথ সারা হিমালয় জুড়ে তাঁর প্রভার বিস্তার হতে শুরু করে দিল তা নিয়ে সবাউ উৎসুক্য রয়েছে। আর কোনও দেব দেবীকে তো হিমালয়ে প্রবেশ করতে দেখা যায় না। শুধু মাত্র ভূতনাথ সেখানে প্রভাব বিস্তার করছেন। তিনি গঙ্গাকে মাথায় বহন করে নিয়েছেন। গঙ্গার সঙ্গে হিমালয় যুক্ত হয়ে একটি মিথ তৈরি হয়েছে। আসলে মিথ না থাকলে কাহিনীগুলো ঠিক রোমাঞ্চকর হয় না। বা মনোরম হয় না। কাশীর ঘাটগুলিকে নিয়ে যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তা যে কোনও কাহিনাকে পরাস্ত করতে সক্ষম। অবাক হয়ে কান পেতে শুনতে হয় প্রতিটি কাশীর ঘাটের ইতিহাস। কেদার ঘাটের কথা লিখতে গিয়ে হিমালয়ে কেদারনাথের নাম উল্লেখ করতে হল। বাবা কেদারনাথের রাজত্ব ভারতের সর্বত্র। এমনকী কাশ্মীরে বাবা সেখানে উপস্থিত। কাশ্মীরের 'অমরনথ'-এ বাবা শিবকে নির্মাণ করে প্রকৃতি। প্রকৃতি সেই দাত্বি গ্রহণ করেছে। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে শিবের যোগ রয়েছে। নাহলে কোনও সময়ে এটা সম্ভব হতো না যে হিমালয়ের মতো স্থানে কারোর রাজ বিস্তার করা। একমাত্র শিব বহু নামে নিজেকে হিমালয়ের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিব স্বর্গে থাকেন না। তিনি সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসেন। সেই কারণে ভারতের সাধারণ জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই গাঢ়। সেই কারণে শ্রাবণ মাসে বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে বহু ভক্তরা তারকেশ্বর থেকে শুরু করে যেখানেই বিখ্যাত শিব মন্দির রয়েছে যান। কাশীতে অবস্থিত কেদারনাম লিঙ্গ সৃষ্টির হও.ার একটি কাহিনী রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কোন কোনও ভক্ত প্রতি বছর কেদারনাথ দর্শন করতেন।সেই ভক্তের বয়স বৃদ্ধি পায়। শরীরের শক্তি কমতে থাকে। তার পক্ষে আর হিমালয়ে গিং কেদারনাথের পুজো দেওয়া বা দর্শন করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি সেই সময়ে হেঁটে বেনারসের দক্ষিণ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপরে তিনি শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকায় সেখানেই অবস্থান করেন। বাবা তারকনাধের নাম স্মরণ করে নিজের হাতে রান্না করে খিচুড়ি কলাপাতায় করে ভোগ নিবেদন করতেন এবং বলতেন, প্রভু তোমার দেখা কী আর পাবো না। তোমাকে দেখতেই পথে বের হয়েছি। অল্প কিছুদিন পরে ভক্তের অন্তরের কথা শুনতে পান কেদারনাথ। তারপরে মহাদেব বলেছিলেন, তোমার করুণ প্রার্থনা আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার প্রসাদ গরেহণ করেছি। আমি কাশীতে বিরাজ করবো। য়ারা কেদারনাথ যেতে পারবেন না তারা কাশীতেই কেদারনাথের দর্শন লাভ করতে পারবেন। আমার একটি অনাদিলিঙ্গ কেদারনাথ নামে পরিচিত লাভ করবে কাশীতে। তোমার মতো ভক্তরা আমার দর্শন করতে পারবে। কাশীর কেদারনাথ দর্শ করলেই হিলামলয় কেদারনাথ দর্শন করা একই হবে। সেই সময় থকে অসন্তল লিঙ্গের আকারে এখানে বিরাজ করছেন কাশীর কেদারনাথ-মন্দিরের সমানে একটি কুণ্ড রয়েছে। ভারতীয় পুরাণ, মহাভারত এবং রামায়ণ মহাকব্যের সঙ্গে কাশী জড়িয়ে গিয়েছে। কাশীর অধিকাংশ মন্দির বাবা কেদারনাথের নামে। ক্ষেমেশ্বর ঘাট ঃ এখানে একটি ছোট মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরের শিবকে বলা হয়ে থাকে ক্ষেমেশ্বর শিব। কাশী বা বারাণসী হচ্ছে শৈব প্রধান তীর্থক্ষেত্র। এখানে শিবের মাহাত্ম্য বেশি। রাদার কৃষ্ণ বা বৈষ্ণবী মত এখানে বহু পরিচিত নয়। মানসসরোবর ঘাট ঃ এই ঘাটে শিবের নাম হচ্ছে মনেশ্বর ঘাট। বলায় হয়ে থাকে যে রাজা মান সিংহ এই ঘাট, এখানকার শিব মন্দির এবং একটি ছোট সরোবার নির্মাণ করেছিলেন। সেই সরোবর আজকে আর নেই। বাড়ি ঘচ তেরি হয়ে গিয়েছে। কাশীতে আধুনিকতা প্রবেশ করতে শুরু করেছে। রেহিকেজ ঘোষণা করে অবিলম্বে প্রাচীন নিদর্শনকে ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ততে রুখতে দিতে হবে। কাশীকে আধুনিক করতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু কাশীর যে অতীত চিত্র রয়েছে তাতে ছবির ফ্রেমে বন্দি করে রাখলে চলবে না। কাশীর অতীতের চিত্রের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস রয়েছে। কাশী কোনও দিন পুরানো হয় না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কাশী বা বেনারসের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির যোগ অবিচ্ছেদ্য। কাশী বা বেনারসকে জানতে পারলে ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রায় অধিকাংশকে জানা সম্ভব হবে। রাজা মানসিংহ কেন মানসসরোবর এই ঘাট নির্মাণ করেছিলেন। তিনি কি সত্যিই কৈলাশ মানসসরোবরের নাম ভারতের ধর্মীয় পুরাণ গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন? সম্ভব তিনি ভারতীয় শাস্ত্র সম্পর্কে পড়াশুনা করে থাকবেন। কৈলাশ মানসসরোবার যে ভারতের একটি অংশ এবং সেখানে যে মহাদেবাদিদেব মহেশ্বর আশ্রয় স্থান তা মানসিংহের কাছে অজনা ছিল না। সেই কারণে তিনি মানসসরোবারকে কাশীতে গঙ্গার ঘাটে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কৈলাশ মানসসরোবরে যাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। সবার পক্ষে যাওয়া সেখানে প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই কারণে মানসিংহ কাশী বা বারাণসীতে গঙ্গার ঘাটে মানসসরোবর ঘাট নির্মাণ করেছিলেন। তিববতে মানসসরোবরে সবার যাওয়া হয় না। পুণ্য অর্জন লাভ করা সম্ভব হয় না। সেই কারণে কাশীর গঙ্গার ঘাটে মানসসরোবর ঘাট নির্মাণ করে সবার পূণ্য অর্জন করার অধিকার দিয়েছিলেন। নারদ ঘাট ঃ নারদ ঘাট নামকরণ করা হয়েছে তার পুরাণ কথা রয়েছে। বলা হয়ে থাকে এখানে দেবর্ষি নারদ তপস্যা করেছিলেন। সেই কারণে এই ঘাটের নাম করা হয়েছে নারদ ঘাট। এখানে পরপর ঘাট। সিঁড়ির পর সিঁড়ি। এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে চলে যাওয়া সম্ভব। কথিত রয়েছে নারদ সবার সঙ্গে কথা বলতেন। কারোর সঙ্গে কোনও রকম মনোমালিণ্য করতেন না। তিনি ছিলেন সংবাদ বাহক। দেব দেবীর সংবাদ বহন করে তিনি সবার কাছে খবর পৌঁছে দিতেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের একমাত্র সাংবাদিক। সেই কারণে নারদ খুব দ্রুত গতিতে চলাফেরা করতেন। তাঁর চলার পথও খুব মসৃন ছিল। কত মানুষ এই ঘাটে উপস্থিত হয়ে অন্য ঘাটের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে থাকেন। রাজা ঘাট ঃ মহারাষ্ট্রের পেশোয়া অমৃতরাও এই ঘাটের প্রতিষ্ঠাতা। এই ঘাটের ওপরে রয়েছে পেশোয়া পরিবারের রাজপ্রাসাদ এবং তাদের নিজস্ব মন্দির। এই ঘাটকে অনেকে আবার বিনায়ক ঘাট বলে থাকেন। এরপরে রয়েছে পাঁড়া বা পাণ্ডা ঘাট। কাশীর পাণ্ডারাএই ঘাট নির্মাণ করে।

বিশ্ব মানবতার বড় শত্রুতে পরিণত হতে চলেছে যুদ্ধ

মৃত্যু শেষ নয় ঃ যুদ্ধ জীবিতদের জন্য আরও বাধা বাড়ায়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুদ্ধের উপস্থিতি যেন এক অবিরাম ছায়া। প্রাচীন রাজ্যগুলির লড়াই থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর যুদ্ধ; সময়ের সঙ্গে যুদ্ধের ধরন পাল্টেছে, কিন্তু এর মূল পরিণতি আজও একই রকম রয়ে গেছে। মৃত্যু হয়তো যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ ও প্রত্যক্ষ ফলাফল, কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য হলো, যুদ্ধ কখনো কেবল মৃতদের জন্য শেষ হয় না। মৃত্যুর সীমা রেখার পরেও যুদ্ধ বেঁচে থাকা মানুষের জন্য অগণিত বাধা ও বেদনাকে বহন করে আনে।

যুদ্ধের ময়দানে যারা প্রাণ হারায়, তাদের কষ্ট মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যারা বেঁচে থাকে, তাদের প্রতিদিনের জীবনে যুদ্ধের গভীর ক্ষত বহন করতে হয়। একজন শোকাহত মা তার সন্তান হারানোর বেদনা নিয়ে বাকি জীবন কাটান, একজন বিধবা তার জীবনের পথচলা নতুন করে সাজাতে বাধ্য হন, আর একটি শিশু পিতামাতাকে হারিয়ে চিরকালের জন্য নিরাপত্তা হীনতায় ভোগে। যুদ্ধের প্রকৃত শিকার তাই কেবল মৃত নয়, বরং অগণিত জীবিত, যাদের কাছে প্রতিটি দিন একটি নতুন সংগ্রাম হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে যুদ্ধ সমাজকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে শিল্প-কারখানা ধ্বংস হয়, কৃষিক্ষেত্র নষ্ট হয়ে যায়, বাজারব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ফলে সাধারণ মানুষ জীবিকার জন্য চরম অনিশ্চয়তায় পড়ে যায়। একদিকে কাজের সুযোগ কমে আসে, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় অবকাঠামোর ক্ষতি;রাস্তা, সেতু, হাসপাতাল, বিদ্যালয় ভেঙে পড়ে, যা পুনর্গঠন করতে বছরের পর বছর সময় লাগে। ফলে যুদ্ধ শেষ হওয়ার বহুদিন পরও জীবিতরা দারিদ্র্য ও বেকারত্বের ঘেরাটোপে আটকে থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্যও যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির শিকার হয়। যুদ্ধ থেকে ফেরা সৈন্যরা প্রায়ই পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হন। তারা দুঃস্বপ্ন, অপরাধবোধ এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে লড়াই করেন। সাধারণ নাগরিকরাও একই সমস্যায় ভোগেন;বোমাবর্ষণ, মৃত্যু ও ধ্বংসের দৃশ্য তাদের মনোজগতে গভীর ছাপ ফেলে যায়। বিশেষত শিশুদের মানসিক বিকাশে এর প্রভাব ভয়াবহ। তারা শৈশবেই সহিংসতা, আতঙ্ক ও শোকের অভিজ্ঞতা পায়, যা প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে নানা রকম মানসিক জটিলতা তৈরি করে।

যুদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ভেঙে দেয়। বিদ্যালয়গুলো হয় বোমায় ধ্বংস, নয়তো শরণার্থী শিবিরে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষকরা বাস্তুচ্যুত হন, শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়। একটি প্রজন্ম কার্যত শিক্ষার বাইরে থেকে যায়, যা ভবিষ্যতের সমাজকে আরও দুর্বল করে তোলে। একইসঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। হাসপাতাল ধ্বংস হয়, ওষুধের অভাব দেখা দেয়, চিকিৎসকরা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন। ফলে যুদ্ধোত্তর সময়ে সাধারণ রোগও মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে।

বাস্তুচ্যুতি যুদ্ধের আরেকটি বড় পরিণতি। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। নিজেদের বাড়ি, জমি, স্মৃতি সবকিছু হারিয়ে তারা হয়ে ওঠে অচেনা ভৌগোলিক পরিসরে উদ্বাস্তু। শরণার্থী জীবনে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ ও বৈষম্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জন্য মানবাধিকারের ন্যূনতম নিশ্চয়তাও থাকে না। ফলে যুদ্ধ শেষ হলেও, তাদের কাছে নতুন এক যুদ্ধ শুরু হয়;বেঁচে থাকার যুদ্ধ। যুদ্ধ সামাজিক কাঠামোকেও ভেঙে দেয়। পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়, সম্প্রদায়ের বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে। একসময় যারা প্রতিবেশী ছিল, যুদ্ধের প্রভাবে তারা শত্রুতে পরিণত হয়। ধর্ম, ভাষা বা জাতিগত বিভাজনকে যুদ্ধ আরও উসকে দেয়, যার ফলে সামাজিক ঐক্য চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আবার সেই ভাঙন জোড়া লাগানো অত্যন্ত কঠিন।

আন্তর্জাতিক পরিসরে যুদ্ধের ফলাফলও জীবিতদের জন্য বিপর্যয়কর। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং বৈদেশিক সাহায্যের অভাব একটি দেশের পুনর্গঠনকে আরও জটিল করে তোলে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সাধারণ মানুষ তখন দ্বিগুণ কষ্টে ভোগেন;একদিকে অভ্যন্তরীণ ধ্বংস, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক চাপে সীমিত সুযোগ।

তবে সব বাধার মাঝেও জীবিতরা লড়াই করে বেঁচে থাকে। পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ধীর হলেও, তারাই একসময় ভাঙা সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলে। যুদ্ধের পর যখন মৃতরা কেবল পরিসংখ্যান হয়ে যায়, তখন জীবিতরাই আসল বোঝা বহন করে। তারা ক্ষত নিয়ে এগোয়, বেদনাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সহজ নয়, আর কখনোই পূর্ণ হয় না।

এই বাস্তবতা আমাদের শিখিয়ে দেয় যে, যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের হিসাব শুধু সামরিক নয়, বরং মানবিক। একটি যুদ্ধ হয়তো রাজনৈতিকভাবে বিজয় আনে।

বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

ক্রিকেটে ভারতের প্রাধান্য ঃ পরিসংখ্যান ও প্রতিভার সমন্বয়ে এক শক্তিশালী দল। ভারতীয় ক্রিকেট আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে পরিসংখ্যান এবং প্রতিভা উভয়ই তাদের পক্ষে দৃঢ়ভাবে কাজ করছে। কয়েক দশক আগে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসেবেই ধরা হতো, কিন্তু এখন ভারতকে পরাজিত করা মানে বিশ্বের সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং, কৌশল গত দক্ষতা;সব ক্ষেত্রেই ভারতীয় দল আজ এক অনন্য উচ্চতায়। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কেন ভারত বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ক্রিকেট শক্তি।

টেস্ট ফরম্যাটে ভারত গত এক দশকে নিজেদের প্রভাবশালী করে তুলেছে। ঘরের মাঠে তারা প্রায় অজেয় হয়ে উঠেছে। স্পিন বিভাগের গভীরতা, ব্যাটসম্যানদের ধৈর্যশীলতা এবং ফাস্ট বোলারদের ধারাবাহিক সাফল্য টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়েছে। এক সময় টেস্টে ভারতের শক্তি কেবল স্পিনারদের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু এখন পেস আক্রমণও সমান ভরসাযোগ্য। বিদেশের মাটিতেও ভারত ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে। অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মতো জায়গায় টেস্ট সিরিজ জেতা প্রমাণ করে যে, ভারতীয় ক্রিকেট দল এখন আর কেবল ঘরের মাঠের বিশেষজ্ঞ নয়, বরং সর্বত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

ওয়ানডে ফরম্যাটেও ভারতের পরিসংখ্যান বিস্ময়কর। নিয়মিত ভাবে তারা শীর্ষ তিনে অবস্থান করছে এবং গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স বজায় রাখছে। দলের ব্যাটিং লাইন-আপ বিশ্বের অন্যতম ভয়ঙ্কর। ওপেনাররা শুরুতে দ্রুত রান তুলতে সক্ষম, আর মাঝের সারির ব্যাটসম্যানরা স্থিতিশীলতা এনে দেন। এছাড়া ফিনিশারদের দক্ষতা ভারতের ওয়ানডে পারফরম্যান্সকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। ভারতের রান তাড়া করার ক্ষমতা বিশ্বের মধ্যে সেরা, যা পরিসংখ্যানেও প্রতিফলিত।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতের আধিপত্য আরেকটু ভিন্ন রূপে দেখা যায়। এই ফরম্যাটে ভারতের শক্তি কেবল পরিসংখ্যানেই নয়, বরং প্রতিভার ধারাতেও স্পষ্ট। আইপিএলের মতো টুর্নামেন্ট ভারতীয় ক্রিকেটকে প্রতিভার ভাণ্ডারে পরিণত করেছে। নতুন খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রবেশ করার আগে থেকেই চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশে নিজেদের তৈরি করে নেয়। ফলে জাতীয় দলে আসার পর তারা আর নতুন নন, বরং অভিজ্ঞ যোদ্ধা। এর ফলে ভারতের টি-টোয়েন্টি দল সবসময়ই তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার এক ভারসাম্যপূর্ণ সমাহার হয়ে ওঠে।

ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রেও ভারতীয় দল বিপুল উন্নতি করেছে। এক সময় ফিল্ডিংকে ভারতের দুর্বলতা হিসেবে ধরা হতো, কিন্তু বর্তমানে ফিল্ডিং দলের অন্যতম শক্তি। ঝলমলে ক্যাচ, সঠিক সময়ে রান আউট, এবং অ্যাথলেটিক ডাইভ মাঠে ভারতের আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে। এই উন্নতি পরিসংখ্যানেও প্রতিফলিত;ক্যাচ কনভার্সন রেট, মিসফিল্ডের সংখ্যা এবং সরাসরি রান আউটের হারে ভারতের অগ্রগতি স্পষ্ট।

বোলিংয়ের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য চোখে পড়ার মতো। একদিকে পেস বোলাররা নিয়মিতভাবে ১৪০ কিমি গতিতে বল করতে সক্ষম, অন্যদিকে স্পিনাররা প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে দেন। বিশেষ করে মাঝের ওভারে রান আটকানো এবং উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় স্পিনারদের ভূমিকা অমূল্য। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে এই কৌশলগত সুবিধা প্রতিপক্ষকে প্রায়ই চাপে ফেলে। টেস্টে আবার রিভার্স সুইং এবং ধারাবাহিক বাউন্স ব্যবহার করে পেসাররা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে।

ভারতের সাফল্যের পিছনে অন্যতম বড় কারণ হলো খেলোয়াড়দের ধারাবাহিকতা। নিয়মিতভাবে শতরান, পাঁচ উইকেট বা ম্যাচ জেতানো ইনিংস ভারতের ক্রিকেটকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত কয়েক বছরে ভারতীয় খেলোয়াড়রা ব্যাটিং গড়, স্ট্রাইক রেট, বোলিং গড়;সবক্ষেত্রেই বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করছে। তবে শুধু খেলোয়াড়দের প্রতিভা নয়, দলের কৌশলগত চিন্তা ভাবনাও ভারতের ক্রিকেটকে শক্তিশালী করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি, ডাটা অ্যানালিসিস এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিটি ম্যাচে প্রতিপক্ষের দুর্বলতা খুঁজে বের করা হয়। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভারতের খেলার ধরনকে আরও কার্যকর করেছে। প্রতিটি ম্যাচে ভারতীয় দলের প্ল্যানিং এবং এক্সিকিউশন অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলে ধরে।

অন্যদিকে, ভারতের ক্রিকেটে প্রতিভার ভাণ্ডার এতটাই সমৃদ্ধ যে, বেঞ্চ স্ট্রেং থেকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া যায়। প্রথম একাদশে যারা সুযোগ পান না, তারাও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়। ফলে, চোট-আঘাত বা বিশ্রামের কারণে কেউ বাইরে গেলে দলের মান কমে না। এটি ভারতের অন্যতম বড় সুবিধা, যা খুব কম দলের আছে। ভারতীয় ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ও অবকাঠামোও দলের শক্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

লেখকের কলমে হাওড়ার শ্রীরঘুনাথ

বিশেষ প্রতিবেদক

শ্রী রঘুনাথ জীউ'র মন্দির, কুলটিকরী শ্যামপুর, হাওড়া। বোধ হয় ২০১৯ এর শেষের দিকে হাওড়া জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র এর পক্ষ থেকে আমরা গিয়েছিলাম হাওড়ার শ্যামপুর ব্লকের অধীনস্থ কুলটিকরী গ্রামে সমীক্ষর জন্য যাওয়া হয়ে ছিল। সেই গ্রামে রঘুনাথ জীউর দুটি মন্দির রয়েছে, যা প্রামানিক বংশেরই দুটি মন্দির। ৯৮৫ বঙ্গাব্দে স্বর্গীয় দ্যুতিরাম প্রামানিক এই শ্রী রঘুনাথ জীউ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দিরে নিত্য পুজো হয়ে থাকে। তবে বিশেষ পুজানুষ্ঠান হয়ে থাকে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এবং পরের দিন অনুষ্ঠিত হয় নন্দোৎসব। নন্দোৎসবের এখানকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। এই বংশের বয়ঃজেষ্ঠ পঁচানব্বই বছর বয়সী প্রবীন নাগরিক পৃথ্বীরাজ প্রামাণিক -মহাশয়ের কথা অনুযায়ী প্রামাণিক বংশের পূর্ব পুরুষ লোক নাথ প্রামানিক রঘুনাথ -জীউর পূজা শুরু করলেও দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন দ্যুতিরাম প্রামাণিক। মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আনুমানিক ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে। মন্দিরটি পোড়া ইট আর মাকড়া -পাথর দ্বারা নির্মিত। চল্লিশ ফুট দৈর্ঘ্য, চাচারা ও উঁচু গম্বুজ আকৃতির শাপলা বিশিষ্ট আকৃতি রয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালের গাত্রে রামায়নের কাহিনী ও পোড়া মাটির কারুকার্য রয়েছে। এছাড়া মন্দিরের সর্বোচ্চ চূড়ায় একটি পদ্মফুলের কাজ ও একটি পতাকা রয়েছে। এই মন্দির টি স্থানীয় - লোকেদের মুখে বড়ো প্রামাণিকের মন্দির - নামে পরিচিত। স্বর্গীয় দ্যুতিরাম প্রামাণিকের চতুর্থতম উত্তমপুরুষ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক ১১৩৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে কুলটিকরী গ্রামের পূর্বপাড়ায় পঁচিশ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট লক্ষ্মী জনার্দন জীউর মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরটি পঞ্চরত্ন শৈলী আকৃতি যা গৌড়বঙ্গের মন্দিরগুলির আদলে নির্মিত। এই মন্দিরগাত্রে শান্তি শৃঙ্খলার প্রতীক সাদা পায়রা ও পদ্মফুলের ভাস্কর্য রয়েছে। এছাড়া মন্দিরের গাত্রে দশটি ঘট, নারা রকম ফুল, পাতা পদ্মের কাজ এখনো সুন্দরভাবে বর্তমান। মন্দিরের গর্ভগৃহে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি রয়েছে এবং প্রধান চূড়ায় একটি ফটক রয়েছে। মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত একটি পাকা নাটমন্দির ও তার দোতলায় একটি পাকা দালান কোঠা রয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের দেবতা লক্ষ্মী জনার্দন জীউ'র শিলামূর্তিতে স্বর্ণালঙ্কার রয়েছে। এই মন্দিরটি স্থানীয় লোকেদের মুখে ছোট প্রামাণিকের মন্দির হিসেবে পরিচিত।

প্রামাণিক বংশের দুই মন্দিরেই দৈনন্দিন পূজা এখনো হয়ে থাকে। এই ছোটো প্রামাণিকের মন্দিরে নিত্যপুজার ও সেবার জন্য প্রতি বছর বংশের মধ্যে আলাদা আলাদা কর্তাদের কাছে পুজোর পালা পড়ে। তাতে পালাকার দের ভাগে চাল, বাতাসা, দুধ, দই, মিষ্টি, কাঁচা ছোলা, সরষের তেল ও কেরোসিন তেল নিয়মিত থাকে। এছাড়া ডাবের জল, পাঁচপালি খই, পাঁচ গন্ডা বাতাসা, ছোলা ও পাঁচকড়াই দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। মকর সংক্রান্তির দিনে হাঁড়ি চড়ান হয় এবং তাতে আখের গুড়, চাল, ফল ও শাঁকালু দিতে হয়। এই মন্দিরে অন্ন ভোগ দেওয়া হয় না। দেবতার মন্দিরে দেবসেবার জন্য দুই ধরনের লোক রয়েছে। একজন পুরোহিত, যিনি নিত্য পুজো করে থাকেন। অপরজন হলেন 'বাসঘড়ি'। এনার কাজ হল মন্দির দেখাশোনা করা ও পরিষ্কার করা এবং দেবতার পোশাক পরান।

সেন্ট্রাল মেট্রো থেকে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত হবে বিরাট বদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ কলকাতা মেট্রোর বেহাল দশা পরিকাঠামোগত কাজ শুরু করতে চায় রেল। অবশেষে টেন্ডার ডাকল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সুড়ঙ্গ, ট্র্যাক, স্টেশন, ভেন্টিলেশন শ্যাফট সহ যাবতীয় পরিকাঠামোর কাজ হবে। সম্প্রতি RITES তাদের সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেখানেই স্টেশন ভিত্তিক কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশন থেকে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন অবধি এই কাজ হবে। যে সংস্থা টেন্ডার পাবে, তাদের নয় মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। স্টেশনগুলির বেহাল অবস্থা নিয়ে রাইটসের প্রাথমিক রিপোর্ট জমা পড়তেই তড়িঘড়ি টেন্ডার ডেকেছে মেট্রো ভবন। যেখানে সেন্ট্রাল থেকে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম, মেট্রো ট্র্যাক বা রেললাইন, এসি ভালভ- সহ যাবতীয় পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। মেট্রো সূত্রে খবর, রাইটসের তরফে যে রিপোর্ট জমা পড়েছে, সেখানে তিনটি বিষয়কে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক, মেট্রোর লাইন বা ট্র্যাক, দ্বিতীয়টি হল ডি-ওয়ালসহ মাটির নিচে সুড়ঙ্গের বর্তমান অবস্থা, আর তৃতীয়টি হল প্ল্যাটফর্ম এবং পিলার। মেট্রো সূত্রে খবর, মাটির তলায় মেট্রোর লাইন দিয়ে এক একটি রেক ৮০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে চালানো যায়, কিন্তু ভিতরের অবস্থা খুব একটা অনুকূল না হওয়ায় রেকের গতি ৫৫ কিমি প্রতি ঘণ্টার বেশি ওঠানো হয় না। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি জাানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ সংস্থা RITES এর রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করা হবে। বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন স্টেশন ভিত্তিক রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। সেই রিপোর্ট দেখেই কাজ করা হবে। আগামী এক বছরের মধ্যেই এই কাজ শেষ করা হবে। যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখেই কাজ হচ্ছে। পরিকাঠামোগত অবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই এই কাজ হচ্ছে। রাইটসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মাটির নিচে সুড়ঙ্গ থেকে একাধিক প্ল্যাটফর্মের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। মোট খরচ ধরা হয়েছে ৮৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫০ টাকা। সময়সীমা ন'মাস। এই সময়সীমার মধ্যেই সব কাজ শেষ করতে হবে বলে মেট্রোর তরফে টেন্ডারে জানানো হয়েছে।

বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গা, বন্যা পরিস্থিতির নতুন করে উন্নতি হয়নি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ আগস্ট ঃ মালদায় বন্যা পরিস্থিতির নতুন করে অবনতি না হলেও, উন্নতি হয়নি। এখনো চরম বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে, গঙ্গা নদী। বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে মহানন্দা ও ফুলহার নদী। মানিকচকের গোপালপুর, ও বৈষ্ণবনগর এলাকায় গঙ্গা নদীতে মাঝেমধ্যেই ভাঙন দেখা যাচ্ছে। মহানন্দা নদীর জলে ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদা, সহ বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন। এখনো জলবন্দি ইংরেজবাজার পৌর এলাকার বেশ কিছু ওয়ার্ল্ড ও পুরাতন মালদা বেশ কিছু এলাকা। ইতিমধ্যেই আবহাওয়া দপ্তরের জানিয়েছে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কে ভুগছে ইংরেজ বাজার সহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। এই নিয়ে শুরু হয়েছে শাসক ও বিরোধী দলের তরজা।

জাহান্নগর ভান্ডার টিকুরি এলাকার ব্রক্ষানি তলার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ব্রক্ষানি মায়ের পুজো

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৭ আগস্ট ঃ কয়েক শতাব্দী প্রাচীন ব্রক্ষানী মাতার পুজোকে কেন্দ্র করে জমজমাট জাহান্নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভান্ডারটিকুরি স্টেশন সংলগ্ন ব্রক্ষানী তলায় এলাকা। ব্রক্ষানি মাতার এই পুজো গাছ পুজোর মেলা নামেই বেশি পরিচিত। বিগত বেশ কয়েক বছর আগেও দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন গাছ ব্যবসায়ীরা এখানে গাছের পসরা সাজিয়ে বসতেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গাছ কেনার জন্য হাজির হতেন বহু ক্রেতারা, তবে গাছ পূজোর মেলায় কিছুটা ভাটা পড়লেও, সেই ঐতিহ্য এখনো বর্তমান, আগের মতন অত গাছ বিক্রেতারা হাজির না হলেও স্থানীয় এলাকার বেশ কিছু মানুষ গাছের পসরা নিয়ে আজও বসেন। আর আগের রেওয়াজ অনুযায়ী গাছ কিনে নিয়ে যান ক্রেতারা। তবে অন্যান্য বারের তুলনায় এবছর গাছ বিক্রির সংখ্যাটা কিছুটা কম। এদিন রবিবার এমনই জানালেন স্থানীয় এলাকার ব্যবসায়ী প্রসেনজিত সূত্রধর, তার কথায় চারিদিকে জল হয়ে যাবার কারণে, গাছ কিনে নিয়ে বসানোর মতন পরিস্থিতি নেই বলেই সম্ভবত গাছ বিক্রি কম। অন্যদিকে পুজো কমিটির সম্পাদক অরিন্দম ঘোষ তিনি রবিবার বলেন, কথিত আছে পাশ দিয়েই বয়ে চলা চাঁদের বিলে চাঁদ সওদাগরের নৌকা চাঁদের বিলেই ডুবে গিয়েছিল, মনসা দেবীর কোপে পড়ে, আর এরপরই মনসা দেবীকে এই ব্রক্ষাণী তলাতেই পুজো দিয়েছিলেন চাঁদ সওদাগর। আর কয়েক শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোকে কেন্দ্র করে এখনো দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ হাজির হন, বসে গ্রামীণ মেলা। ৭ দিন মেলা থাকলেও, গাছ এবং কাঠের মেলা চলে প্রায় এক মাস। এদিন এই মেলাতে হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, এলাকার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, মেলা কমিটির সভাপতি তথা প্রধান মৃণালনান্তি দেবনাথ, সম্পাদক অরিন্দম ঘোষ আরো অনেকে।

পূজো অনুদান ও ধর্মীয় তোষণ বন্ধের দাবিতে নাস্তিক মঞ্চের প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৭ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষিত পূজো অনুদানের তীব্র বিরোধিতা করে রবিবার নবদ্বীপে পথে নামে নাস্তিক মঞ্চ। পথসভা, পোস্টার কর্মসূচি এবং লিফলেট বিলি করে রাজ্য সরকারের ধর্মীয় তোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্যের প্রায় ৪৫,০০০ পূজা কমিটিকে ১,১০,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত সংবিধানবিরোধী, গণবিরোধী এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী। সংগঠনের অভিযোগ, সরকারি খরচে ধর্মীয় অনুদান দেওয়া একদিকে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের লঙ্ঘন, অন্যদিকে জনগণের মৌলিক অধিকার- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তার খরচ বঞ্চিত করছে। তারা দাবি তোলে, এই অর্থ দিয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে, বিদ্যালয় এবং হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে, কর্মসংস্থান, শিল্প কারখানা তৈরিতে, শিক্ষকদের বকেয়া ভাতা, কর্মচারীদের DA এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে সামাজিক পরিকাঠামো তৈরি করা উচিত। সভায় উপস্থিত নবদ্বীপ শাখার সম্পাদক গণেশ দেবনাথ বলেন- জনগণের টাকায় পূজো-অনুদান দেওয়া আসলে রাজনৈতিক ভোটব্যাঙ্ক রক্ষার কৌশল। সরকারের কাজ ধর্মের প্রমোটারি করা নয়, মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও খাদ্য- এই তিন খাতে ব্যয় না করে ধর্মীয় তোষণে অর্থ নষ্ট করা মানে জনগণকে প্রতারিত করা। রাজ্য সম্পাদক প্রতাপ চন্দ্র দাস মন্তব্য করেন- ধর্মের নামে কোটি কোটি টাকা বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই। রাজ্য সরকার জনগনের করের টাকা জগন্নাথ মন্দির, দুর্গা অঙ্গন নির্মান, পুজোতে অনুদান, পুরোহিত-ইমাম ভাতা দিয়ে সংবিধান বিরোধী কাজ করছে। আমারা এর তীব্র বিরোধিতা করছি এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে। নাস্তিক মঞ্চের পক্ষ থেকে চার দফা দাবি উত্থাপন করা হয়- ১. সব ধরনের ধর্মীয় খাতে সরকারি অনুদান অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ২. সেই অর্থ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তার খাতে বরাদ্দ করতে হবে। ৩. ধর্মীয় অনুদান ও খরচের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে হবে। ৪. সরকারি অর্থের ব্যবহার কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ৫. রাস্তা আটকে গণদুর্ভোগ সৃষ্টি করে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান, এবং উচ্চস্বরে ডি-জে-মাইক বাজানো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে- কারণ এতে শিশু, বৃদ্ধ ও সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। সংগঠন জানিয়েছে, শুধুমাত্র পূজো নয়, মসজিদ, গির্জা বা অন্য যে কোনো ধর্মীয় তোষণমূলক খাতে সরকারি অনুদানও তারা মানতে নারাজ। জনগণের করের অর্থ দিয়ে ধর্মীয় ব্যবসা চলতে দেওয়া হবে না। সভা শেষে নাস্তিক মঞ্চের কর্মীরা ঘোষণা করেন, এ আন্দোলন শুধু নবদ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকবে না, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গণআন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিককে অন্ধ্রপ্রদেশে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ আগস্ট ঃ আবারও একবার ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মুর্শিদাবাদের

ফরাক্কা থানার অন্তর্গত ইমামনগর-নয়নসুখ গ্রামের বাসিন্দা কাদের শেখ (৩০) নামে এক যুবক গত বেশ কয়েক বছর ধরে অন্ধ্রপ্রদেশে রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। মৃত ওই যুবকের পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে, রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করে কাদের যে টাকা রোজগার করেছিলেন তা তিনি যে কন্ট্রাক্টারের অধীনে কাজ করতেন তার কাছেই রাখা ছিল। সেই টাকা ফেরত চাওয়ার জন্য কাদেরকে অন্ধ্রপ্রদেশে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রবিবার অন্ধ্রপ্রদেশের একটি হাসপাতালে কাদেরের দেহের ময়নাতদন্ত হচ্ছে। এরপর পরিবারের লোকেরা দেহটি গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তারা ইতিমধ্যে গোটা ঘটনাটি লিখিত আকারে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের কাছে অভিযোগ হিসেবে দায়ের করেছেন। ফরাক্কা তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, 'কাদের শেখ আমার বিধানসভা এলাকারই একটি গ্রামের বাসিন্দা। আমি শুনেছি অন্ধ্রপ্রদেশে কাজে গিয়ে ওই যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের পরিবারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার কথা হয়েছে। আমরা গোটা বিষয়টি তদারকি করছি। আমার তরফ থেকে মৃত ওই যুবকের দেহ গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' বছর ত্রিশের কাদের শেখ গত বেশ কয়েক বছর ধরেই পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন বলে জানা গেছে। কাদেরের বাড়িতে স্ত্রী তাজলেমা বিবি ছাড়াও রয়েছে তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে। কাদেরের বড় মেয়ের বয়স ১৩ বছর এবং সব থেকে ছোট ছেলের বয়স তিন বছর। পরিবারের আর্থিক হাল ফেরানোর জন্য গত বেশ কয়েক বছর ধরেই সে বছরের বেশিরভাগ সময় অন্ধ্রপ্রদেশে রাজমিস্ত্রির কাজ করতো। মৃত কাদের শেখের দিদি গোলতারা বিবি বলেন, 'অন্ধ্রপ্রদেশে যে ঠিকাদারের অধীনে আমার ভাই কাজ করতো তার কাছে মজুরি বাবদ সে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা পেত। দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও বকেয়া টাকা, ওই ঠিকাদার ভাইকে দিচ্ছিল না।' তিনি জানান, 'গত ২৩ দিন আগে আমার ভাই মুর্শিদাবাদ ছেড়ে অন্ধ্রপ্রদেশে নিজের কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছিল। তার ইচ্ছা ছিল ঠিকাদারের কাছ থেকে বকেয়া থাকা প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে জেলায় ফিরে আসবে এবং বাড়ির কাছে ছোটখাটো কোনও একটা ব্যবসা খুলবে। কিন্তু গতকাল আমরা জানতে পেরেছি অন্ধ্রপ্রদেশে একটি রেল লাইনের ধারে আমার ভাইয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।' গোলতারা বলেন, 'গত ১৪ আগস্ট ভাইয়ের সঙ্গে পরিবারের লোকেদের শেষবারের মতো কথা হয়েছিল। সেই সময় ভাই জানিয়েছিল সে ভালো রয়েছে এবং ঠিকাদারের সঙ্গে বকেয়া থাকা টাকা ফেরত পাওয়া নিয়ে তার আলোচনা চলছে।' তিনি বলেন, 'পরে আমরা জানতে পেরেছি ঠিকাদারের একজন কর্মী আসিফ শেখ আমার ভাইকে ফোন করে একটি জায়গায় দেখা করতে বলে। আমার ভাই সেই সময়ে ঘরে রান্না করছিল বলে সে যেতে রাজি হয়নি। এর কিছুক্ষণ পর আসিফ কয়েকজন লোক নিয়ে এসে আমার ভাইকে একটি গাড়ি করে নিয়ে যায়।' গোলতারা বিবি আরো অভিযোগ করেন, 'এরপর ঠিকাদারের লোকেরা আমার ভাইয়ের হাত পা বেঁধে তাকে বেধড়ক মারধর করে। এবং ঘটনাস্থলেই কাদেরের মৃত্যু হয়। তবে এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা প্রমাণ করার জন্য ঠিকাদার এবং তার লোকজন কাদেরের দেহ রেল লাইনের পাশে রেখে দেয়। পরে তারা বিভিন্ন জায়গায় দাবি করেছে কাদের রেল লাইনে আত্মহত্যা করেছে। তবে আমরা নিশ্চিত আমার ভাইকে যাতে টাকা ফেরত দিতে না হয় সেই কারণেই ঠিকাদার -আসিফ এবং তার দলবল কাদেরকে পিটিয়ে খুন করেছে। আমরা এই ঘটনার ন্যায় বিচার চাইছি।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা 'ইট রাইট স্টেশন' এবং 'ইট রাইট ক্যাম্পাস' উদ্যোগ

মালিগাঁও, ১৭ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ২০২৫ সালের আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আলিপুরদুয়ারের (এপিডিজে) ডিভিসনেল রেল হাসপাতালে একটি ফুড সেফটি ট্রেইনিং এণ্ড সার্টিফিকেশন (FoSTaC) প্রোগ্রাম পরিচালনা করে, যার লক্ষ্য ছিল ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথোরিটি অব ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) এর অধীনে 'ইট রাইট স্টেশন' এবং 'ইট রাইট ক্যাম্পাস' সার্টিফিকেশনের প্রস্তুতি বৃদ্ধি করা। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন FoSTaC প্রশিক্ষক মিস দেবারতি কুণ্ডু এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করেন এফএসএসএআই অডিটর শ্রীমতী কল্পনা প্রজাপতি। ম্যারিকো লিমিটেডের সহায়তায় ইউনিমোডাল ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের আওতাধীন স্টেশনগুলির খাদ্য পরিচালনাকারী, জোনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আলিপুরদুয়ার হাসপাতালের রান্নাঘরের কর্মী এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন ডাঃ জীবেশ কুমার সরকার (এসিএমএস / আলিপুরদুয়ার), ডাঃ সুমিত প্রিয়দর্শী (সিনিয়র ডিএমও / আলিপুরদুয়ার), শ্রী হেমন্ত কুমার কানৌজিয়া (এএইচও / হেডকোয়ার্টার / মালিগাঁও), শ্রী দীপঙ্কর দে (খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক / আলিপুরদুয়ার), শ্রীমতী রীনা পাল (সহকারী নার্সিং আধিকারিক / আলিপুরদুয়ার) এবং শ্রী অলোক নন্দন সিং (এএইচও / আলিপুরদুয়ার)। এফএসএসএআই নির্দেশাবলী অনুসারে প্রাক-অডিট এবং চূড়ান্ত তৃতীয় পক্ষের অডিটের পাশাপাশি 'ইট রাইট স্টেশন' সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করার জন্য FoSTaC প্রশিক্ষণ একটি মূল শর্ত। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ধারাবাহিকভাবে তার সার্টিফাইড স্টেশনগুলির নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করে চলেছে, ২০২৩ সালের জুন মাসে গুয়াহাটি এই জোনে প্রথম স্থান অধিকার করে, এরপরই গত কয়েক বছর ধরে লামডিং, হরিশচন্দ্রপুর, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ জলপাইগুড়ি, রঙিয়া, মরিয়নি, সামসি, কামাখ্যা এবং নিউ তিনসুকিয়া স্থান পেয়েছে।

প্রতিটি সার্টিফিকেশন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা এবং প্রশিক্ষিত খাদ্য সুরক্ষা সুপারভাইজারদের মাধ্যমে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর খাবার সরবরাহকারী স্টেশনগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লক্ষ্য হলো আরও বেশি স্টেশন এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রাঙ্গণকে 'ইট রাইট'-এর আওতায় আনা, যাতে জোন জুড়ে উন্নত যাত্রী পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। 'ইট রাইট স্টেশন' এবং 'ইট রাইট ক্যাম্পাস' কর্মসূচি জাতীয় ইট রাইট ইন্ডিয়া আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি এবং পুষ্টি প্রচার করে। আলিপুরদুয়ারের এই প্রশিক্ষণ উত্তর- পূর্ব ভারতের রেল ব্যবহারকারীদের জন্য বিস্তৃত সম্মতি অর্জন এবং সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির দিকে আরও একটি পদক্ষেপ হিসাবে পরিগণিত।

রেল প্রশাসন পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা উদ্‌যাপন করছে

গোরখপুর, ১৭ আগস্ট ঃ রেল প্রশাসন পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা উদ্‌যাপন করছে। ১৬ আগস্ট থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়েতে পালিত স্বচ্ছতা পখোয়াড়ার দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় দিনে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের লখনউ, বারাণসী এবং ইজ্জতনগর বিভাগের স্টেশন, ট্রেন, আবাসিক কলোনী, ডিপো এবং কারখানাগুলিতে অনেক পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। একই ধারাবাহিকতায়, ১৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে, লখনউ বিভাগের গোরখপুর, বস্তি, খলিলাবাদ, মানকাপুর, গোন্ডা, বাদশাহনগর, আইশবাগ, লখনউ জংশন স্টেশন এবং লখনউ বিভাগের আইশবাগ পলি ক্লিনিক এবং লোকো কলোনিতে একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছিল, যার আওতায় গোরখপুর, গোন্ডা এবং লখনউ জংশন স্টেশনে রেল কর্মীদের পরিচ্ছন্নতার শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল। লখনউ জংশনের গোরখপুর জংশন স্টেশনে 'স্বচ্ছ রেল, সুস্থ ভারত' শীর্ষক একটি পরিচ্ছন্নতা র‍্যালি বের করা হয়েছিল।

'স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত' থিমে স্টেশনে একটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা র‍্যালি বের করা হয় এবং যাত্রী ও বিক্রেতাদের পরিচ্ছন্নতার শপথ গ্রহণ করা হয়। খাবারের স্টল পরিদর্শন করা হয়। মানকাপুর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম, রেলপথ এবং শৌচাগার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করা হয়। বারাণসী বিভাগের আজমগড়, বালিয়া, বারাণসী শহর, গাজীপুর শহর, ভাটনি, ছাপরা, সিওয়ান, দেওরিয়া সদর, মাউ এবং প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশনে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়, যার আওতায় স্টেশনগুলিতে বিপজ্জনক বর্জ্য, ভেজা এবং শুকনো আবর্জনা পৃথক করার জন্য স্টেশন প্রাঙ্গণে পৃথক ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রীদের সচেতন করার জন্য ডাস্টবিনের কাছে সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়। রেলপথ এবং উপনিবেশগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করা হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে উপনিবেশগুলিতে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রীদের কোচ পরিষ্কার রাখার এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর জন্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য স্টেশনে ঘোষণা করা হয়। 'স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত' থিমে একটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা র‍্যালি বের করা হয় যাতে তারা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হয়। ইজ্জতনগর বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন - লালকুঁয়া, কাঠগোদাম, হলদওয়ানি, রুদ্রপুর সিটি, পিলিভিট, তনকপুর, ইজ্জতনগর, বেরেলি সিটি, বাদায়ুন, উঝানি, কাসগঞ্জ, ফতেহগড়, হাথরাস সিটি, ফারুখাবাদ, কনৌজ, রামনগর এবং কাশীপুর রেলওয়ে স্টেশনে বিপজ্জনক বর্জ্য, ভেজা এবং শুকনো আবর্জনা পৃথকীকরণের জন্য স্টেশন প্রাঙ্গণে পৃথক ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যাত্রীদের সচেতন করার জন্য ডাস্টবিনের কাছে সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছিল। রেলপথ এবং কলোনিগুলির নিবিড় পরিস্কার করা হয়েছিল এবং প্রয়োজন অনুসারে কলোনিগুলিতে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যাত্রীদের কোচ পরিস্কার রাখার এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর জন্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য স্টেশনগুলিতে ঘোষণা করা হয়েছিল।

চার তলা থেকে পড়ে মৃত্যু শ্রমিকের, বিক্ষোভ পরিজনদের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৭ আগস্ট ঃ দুর্গাপুরের বিধাননগরে হাডকো মোড় সংলগ্ন একটি নির্মীয়মাণ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের চার তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হলো এক ঠিকা শ্রমিকের। একে কেন্দ্র করে রবিবার বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিজনরা। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মৃতের পরিজনদের বক্তব্য, চারতলা থেকে নীচে পড়ে গেলে তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, নার্সিংহোম ভর্তি নেবে না বলে জানানোয় তাঁকে ফের নিয়ে আসা হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে শনিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। কাজের সময়ে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না বলেও অভিযোগ উঠেছে।

কোটি টাকার নিষিদ্ধ শব্দবাজি, আটক ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ আগস্ট ঃ দুর্গাপুজোর আর বেশি দেরি নেই। বিভিন্ন জায়গায় তুঙ্গে প্রস্তুতি। এর মধ্যেই বড়সড় সাফল্য পেল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। কোটি টাকার নিষিদ্ধ শব্দবাজি আটক হল। ঘটনায় গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি। পুজোর আগে কি তাহলে শহরে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ঢোকা শুরু হয়ে গেল? সেই প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ধূপগুটি থানা এলাকার। গোপন সূত্রে গতকাল, শনিবার রাতে খবর গিয়েছিল। সেই মতো অভিযানে নামেন তদন্তকারীরা। ধূপগুড়ি রোডের উপর একটি পেট্রোলপাম্পে একটি ট্রাককে দাঁড়িয়ে থাকতে গেলে সন্দেহ হয় পুলিশের। ট্রাকের চালককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। তারপরই পুলিশ ট্রাকে তল্লাশি চালায়। হতবাক হন তদন্তকারীরা। দেখা যায়, ট্রাকের ভিতর সার দিয়ে সাজানো আছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। তারপরই ট্রাকের চালক দীনেশ যাদবকে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্রাকটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রাকে প্রায় ৫১ রকমের বাজি ছিল। সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই নিষিদ্ধ শব্দবাজি। ধৃত ব্যক্তি নদীয়ার হরিণঘাটার বিরহীহাট এলাকার বাসিন্দা। ধূপগুড়িতে কার কাছে ওই বিপুল পরিমাণ বাজি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? সেসব জানার জন্য পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। মহালয়ার আগেই ওই বিপুল পরিমাণ বাজি জেলায় মজুতের পরিকল্পনা ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারীদের। ধৃতকে রবিবার আদালতে তোলা হয়েছে বলে খবর।

সুন্দরবনে মৃত্যু ঘটলো একটি পূর্ণ বয়স্ক বাঘের

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১৭ আগস্ট ঃ সুন্দরবনে মৃত্যু ঘটলো এক পূর্ণ বয়স্ক বাঘের। সুন্দরবনের বনি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই দেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। আর বিষয়টি প্রশাসনের নজরে চলে আসতেই উত্তেজনা ছড়ায় বন কর্মীদের মধ্যে। ওই বাঘের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে তা নিয়ে প্রথম দিকে রহস্য তৈরি হলেও পরে অবশ্য জানা যায় বয়স জনিত কারণেই মৃত্যু হয়েছে বাঘটির। প্রথমে সন্দেহ হয় সুন্দরবনের জঙ্গলে চোরাশিকারীরা আবার হয়ত সক্রিয় হয়েছে। তাদের হাতেই মৃত্যু হয়েছে ওই পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গলের। পরে অবশ্য জানা যায় বয়স জনিত কারণে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু হয়েছে। বনদপ্তর সূত্রে জানা যায়, বাঘটির আনুমানিক বয়স হয়েছিল প্রায় ১৪ বছর। জেলা বন দপ্তর সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বন বিভাগের অন্তর্গত রায়দীঘি রেঞ্জের বনি ক্যাম্প সংলগ্ন জঙ্গল থেকে বাঘটির দেহ উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। পরে ওই ক্যাম্পেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বাঘটির দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। আর সেই রিপোর্টেই জানা যায়, বার্ধক্য জনিত কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই পূর্ণবয়স্ক বাঘটির।

রাজ্যে ১৩,৮১৬ বুথ বাড়িয়ে মোট ৯৪,৪৯৭ করার প্রস্তাব, বুধবার সর্বদল বৈঠক ডাকার সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ আগস্ট ঃ নির্বাচন কমিশনের বুথ প্রতি সর্বোচ্চ ভোটার সংখ্যার নিয়ম বদলের জেরে রাজ্যে ১৩ হাজার ৮১৬টি ভোট বুথ বাড়তে চলছে। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের পাঠানো তালিকা অনুযায়ী এই তথ্য সামনে এসেছে। রাজ্যে বর্তমানে ভোট বুথের সংখ্যা ৮০ হাজার ৬৮১। জেলাশাসকদের পাঠানো তালিকা অনুযায়ী বর্তমান বুথ সংখ্যার সঙ্গে বর্ধিত বুথ যোগ হলে রাজ্যে মোট ভোট বুথের সংখ্যা দাঁড়াবে ৯৪ হাজার ৪৯৭। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের এই বুধ বিন্যাসের নয়া তালিকা ইতিমধ্যেই স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠিয়েছে রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। রাজনৈতিক দলগুলির মতামত জানতে সর্বদল বৈঠক ডাকা হবে। রাজনৈতিক দলগুলির পরামর্শ অনুযায়ী জেলাশাসকদের রিপোর্ট ও রাজনৈতিক দলগুলির রিপোর্টের সমন্বয়ে চূড়ান্ত তালিকা নির্ধারিত হবে এবং সেই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে নির্বাচন কমিশনে। তারপর রাজ্যের ভোট বুথের সংখ্যা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি আকারে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের নয়া বুথ বিন্যাস ঘোষণা করবে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী বুধবার রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে সর্বদল বৈঠক বসতে চলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। এতদিন একটি বুথে সর্বাধিক ১৫০০ ভোটার ভোটদান করতে পারতেন। কালীগঞ্জ বিধানসভার উপ নির্বাচন থেকেই নয়া নিয়ম চালু করে নির্বাচন কমিশন। একটি বুথে সর্বাধিক ১২০০ ভোটার ভোট দান করতে পারবেন। কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের পর একই নিয়মে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ভোট বুথে বিন্যাস করা হয়েছে। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সহ যে রাজ্যগুলিতে বিধানসভার নির্বাচন রয়েছে সেখানেও একই নিয়মে ভোট বুথের বিন্যাস হবে। বলা ভালো, দেশজুড়ে সমস্ত নির্বাচনেই এই অভিন্ন নীতি বজায় থাকবে। জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে রাজ্যে ১৩ হাজার ৮৫৩ টি বুথ নতুন করে তৈরির প্রয়োজনীয়তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে রাজ্য জুড়ে ৩৭ টি বুথ সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি ১,২৫৩ টি বুথের পরিকাঠামো নতুনভাবে তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ৭০৩ টি বুথ স্থানান্তরের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে জেলাস্তরের রিপোর্টে। রাজ্যে বর্তমানে ৮০,৬৮১টি বুথ রয়েছে। জেলাশাসকদের প্রস্তাবিত বুথ সংযুক্তিকরণের ফলে রাজ্যে বর্তমানে মোট বুথ সংখ্যা হবে ৯৪ হাজার ৪৯৭। আপাতত, জেলাওয়ারি এই প্রস্তাব রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে। সর্বদল বৈঠক থেকে রাজনৈতিক দলগুলির প্রস্তাব মিললে দুপক্ষের প্রস্তাবকে সংযুক্ত করে রিপোর্ট পাঠানো হবে নির্বাচন কমিশনে। কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। রাজ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বুথ রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, ৮,৮৫৯। প্রস্তাবিত বুথ সংখ্যা হল ১০,৪১০। দ্বিতীয় স্থানে উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে বুথ সংখ্যা ৮,৬৫৮, প্রস্তাবিত বুথ সংখ্যা হল ১০,০৫৪। তৃতীয় স্থানে মুর্শিদাবাদ, বর্তমানে বুথ সংখ্যা ৫,৮৯৫, প্রস্তাবিত বুথ সংখ্যা হল ৭,১৪৬। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে হুগলি ও নদীয়া।

খুলল শিলিগুড়ি-সিকিম লাইফ লাইন জাতীয় সড়ক, স্বস্তি বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ আগস্ট ঃ সাতদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলল শিলিগুড়ি- সিকিম লাইফ লাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ফলে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিমের বাসিন্দাদের। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কোথাও রাস্তা মেরামত হয়েছে। আবার কোথাও নতুন করে ধসে বিধ্বস্ত রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। তবে ধীরগতিতে, সব দিক নজর রেখে চালকদের গাড়ি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন। এই রাস্তা বন্ধ থাকায় পর্যটনে কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে দাবি করা হয়েছে পর্যটন সংস্থার তরফে। পাহাড়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলছিল। দার্জিলিং, কালিম্পং থেকে সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় ধস নামতে শুরু করে। জাতীয় সড়কের একটা দিক বন্ধ করে যান চলাচল চলতে থাকে। মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি-সিকিম সড়ক যোগাযোগের 'এনএইচ লাইন' ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের লিকুভিড়ে ফের ভূমিধস নামে। ২৯ মাইল, মিরিক-সহ একাধিক জায়গায় ধস নামতে দেখা যায়। রাস্তার একটা অংশ ভেঙে তিস্তার গর্ভে চলে গিয়েছিল। এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে। জানানো হয়, ১৫ আগস্ট খুলবে জাতীয় সড়ক। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শুরু হয় রাস্তা তৈরির কাজ। বাণিজ্যের কথা মাথায় রেখেই এই রাস্তা চালু করতে তপর হয় প্রশাসন। রাস্তা চালু হলেও পুরোপুরি স্বস্তি এখনও ফেরেনি বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। কারণ, রাস্তা চালু হলেও বেশ কিছু জায়গায় খুব খারাপ অবস্থা। তাই চালকদের ধীর গতিতে গাড়ি চালানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ওই রাস্তা দিয়ে অতি সতর্কভাবে চলাচল করতে হবে।

সাঁতারে 'বাজি' লড়ে মৃত্যু কিশোরের, শোকের ছায়া এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ আগস্ট ঃ বন্ধুদের সঙ্গে সাঁতারে 'বাজি' লড়ে ঝিলের জলে তলিয়ে শেষপর্যন্ত জীবনযুদ্ধে হার বাঁকড়ার যুবকের, তিন ঘন্টা পর উদ্ধার হলো নিথর দেহ। 'বাজি' রেখে সাঁতার কেটে ঝিল পেরতে গিয়ে প্রাণ যায় ওই যুবকের। ঘটনাটি ঘটে রবিবার দুপুরে হাওড়ার বালিটিকুরি ইএসআই হাসপাতাল সংলগ্ন একটি ঝিলে। প্রায় তিন ঘন্টা ডুবুরি নামিয়ে খোঁজাখুঁজির পর দুপুর দেড়টা নাগাদ উদ্ধার হয় যুবকের নিথর দেহ। হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার জেরে এলাকার চাঞ্চল্য ছায়ে পাে। ঘটনাস্থলে আসে প্রচুর পুলিশ। আসে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, হাওড়ার বাঁকড়া মন্ডলপাড়ায় ওই যুবকের বাড়ি। নাম মহম্মদ সুফিয়ান(২০)। স্থানীয় কারখানায় কাজ করতেন। রবিবার সকালে চার বন্ধু মিলে ঝিলে সাঁতার কাটতে এসেছিলেন। এরমধ্যে দুজনের মধ্যে বাজি হয়। সুফিয়ান সাঁতার জানলেও ঝিলের মাঝখানে হঠাৎই খেই হারিয়ে ফেলে। হাবুডুবু খেতে থাকে। তখন অন্য এক বন্ধু সাঁতার কেটে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও বাঁচানো যায়নি। পরে বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে কয়েকজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান এটি দুর্ঘটনা। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

Office of the Chhaighari Gram Panchayat Daulatabad, Murshidabad. e-N.I.T. No. 03/2025-26

e-N.I.T.-03 is invited through on-line by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 01 to 08 (Eight) nos. works under Chhaighari Gram Panchayat **from 19.08.2025 to 27.08.2025**
N.B.:Details may be obtained from **http://etender.wb.nic.in** & from this office during office hours.

Sd/-
Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

NIT No. :05/MGP/E-Tender/NIT 05/2025-26 Dated-14-08-2025

E-TenderID:- 2025_ZPHD_887809_1 T Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with Platfrom near the Mother Teresa ICDS at Mouza Moushuni Sansad III UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_887809_2** TS Construction of Overslab CC Drain for LWM Purpose near the Shibalay Mandir at Mouza Moushuni Sansad No I UNDER MOUSHUNI GP. 15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_887809_3** TS Construction of Overslab CC Drain for LWM Purpose near the Moushuni Madrasa at Mouza Moushuni Sansad No III UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_887809_4** TS Construction of Oversiab CC Drain for LWM Purpose near the house of Onkar Patra at Mouza Baliara Sansad No XVII UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_887809_5** UT Construction of CC Road near the house of 14 No. Sowal Fider Road to towards West River Side at Mouza Baliara Sansad No XIV UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_887809_6** UT Construction of CC Road near the house of Pratima Paik to Jadav Mandal at Mouza Baliara Sansad No XV UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_887809_7** TS Construction of Overslab CC Drain for LWM Purpose near the house of Jiyad Tulla at Mouza Kusumtala Sansad No XII UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. last date of online bid submission is **23-08-2025**. Details on **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana.South 24 Pgs

খাবার-দাবার

জমে যাক দিনটা স্ন্যাকসে', রইল চটজলদি রেসিপি

স্বাধীনতা দিবস বা যে কোনও উৎসব উপলক্ষে সাজপোশাকে যদি তেরঙ্গার বাহার থাকে, তাহলে খাবার পাতে কেন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হবে না? তিরঙ্গা পরোটা হোক কিংবা স্প্যাগেটি, বেশ

জনপ্রিয়। কিন্তু ছুটির মেজাজে এদিন হেঁশেলে বেশিক্ষণ কাটাতেও ইচ্ছে করে না অনেকের। তাই ঝুটঝামেলা ছাড়াই যদি কোনও সহজ স্ন্যাকসের রেসিপি পাওয়া যায়, তাহলে তো কেল্লাফতেহ!

'তিরাঙ্গা স্যান্ডউইচ' আর ওয়েলকাম ড্রিংকস হিসেবে 'তিরাঙ্গা লস্যি' জমে যাবে। চটজলজি বানাতে পারবেন। খিদেও মিটবে আবার অভিনবভাবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনও হবে। জেনে নিন রেসিপি।

তেরঙ্গা স্যান্ডউইচ

উপকরণ- ৪ স্লাইস পাউরুটি, ১ কাপ মেয়োনিজ, ২ টেবিলচামচ সেজওয়ান স্যস, ১৪ কাপ বাঁধাকপি কুচি, ১৪ কাপ গাঁজর গ্রেট করা, ২ টেবিলচামচ গ্রিন মিঃট চাটনি, ২ টেবিলচামচ বাটার, নুন আঃদাজমতো।

প্রণালী-একটি পাত্রে ১৪ কাপ বাঁধাকপি কুচি, ১৪ কাপ গাঁজর গ্রেট করা, ১ কাপ মেয়োনিজ আর আঃদাজমতো নুন ভাল করে মেশান। এবার এই মিশ্রণটাকে তিনটি আলাদা পাত্রে রাখুন। একটাতে ২ টেবিলচামচ সেজওয়ান স্যস মেশান। আর আরেকটাতে ২ টেবিলচামচ গ্রিন চাটনি মেশান। তিন নম্বর মিশ্রণটাকে সেরকমই রাখুন।

এবার পাউরুটির স্লাইসগুলিতে বাটার লাগান। প্রথম স্লাইসে মিন্ট চাটনি দিন। তারওপর আরেকটা স্লাইস রাখুন। এবার প্লেন মিশ্রণটাকে উপরে দিয়ে দিন। তারউপর সেজওয়ান স্যস দিয়ে এবার আরেকটা পাউরুটির স্লাইস দিন উপর থেকে। এবার মাঝখান থেকে কেটে পরিবেশন করুন। তবে আগে থেকে স্যান্ডউইচ আকৃতির কেটেও এই তিরঙ্গা স্যান্ডউইচ বানাতে পারেন।

তেরঙ্গা লস্যি-

উপকরণ-দুই টেবিলচামচ কেসর সিরাপ (গেরুয়া রঙের জন্য)

তিন কাপ টক দই (সাদা রঙের জন্য)

দুই টেবিলচামচ খুস সিরাপ (সবুজ রঙের জন্য)

এক টেবিলচামচ এলাচ পাওডার

তিন টেবিলচামচ চিনি

প্রণালী-প্রথমে টক দই ভালো করে ফেটিয়ে নিন। তাতে এলাচ পাউডার ও চিনি পরিমান মতো মিশিয়ে দিন। এবার কিছুটা ফেটানো দইয়ের সঙ্গে কেসর সিরাপ মিশিয়ে দিন। তাতেই গেরুয়া রং পেয়ে যাবেন। আর সবুজ রং পেতে বাকি দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিন খুস সিরাপ।

এবার সুন্দর একটি কাচের গ্লাস নিন। তাতে প্রথমে সবুজ রঙের দই দিয়ে এক তৃতীয়াংশ ভরে দিন। তার পর একই পরিমাণে সাদা দই দিয়ে দিন। সবশেষে দেবেন গেরুয়া রঙের টক দই। ব্যস, এক গ্লাসেই তিন রঙের বাহার। এবার উপরের অংশটি একটু সাজানোর পালা। তার জন্য ব্যবহার করুন পেস্তা। এবার কিছুক্ষণের জন্য লস্যির গ্লাসগুলো ফ্রিজে রেখে দিন। যতটা ঠান্ডা খেতে চান সেই অনুযায়ী। হ্যাঁ, খাওয়ার আগে সুন্দর করে ছবি তুলতে ভুলবেন না। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম-সহ অন্যান্য ভার্চুয়াল মিডিয়ামে আপলোড করতে হবে তো! নাকি! হ্যাপি ইন্ডিপেনডেন্স ডে বলে কথা! ছবি তোলার পর আয়েশ করে খাবেন স্বাধীনতা দিবস স্পেশাল এই ' লস্যি'। তবেই তো মজা!

এক লাখি চা তৈরি হচ্ছে বাংলাতেই

চাইলে আপনিও এই চায়ের স্বাদ নিতে পারবেন!

চায়ের দাম এক লক্ষ টাকা কেজি! অবাক লাগছে শুনতে? বাংলার বাজারে এল এমনই এক নতুন গোল্ড টি। সৌজন্যে আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরি চা বাগান। বাংলা এবং বাঙালির সঙ্গে চা ওতপ্রোতভাবে জ।তি। সকাল হোক কিংবা রাত, সবসময়ের সঙ্গী

চা। সেখানে এই রাজ্যেও এবার গোল্ড টি বাজারে নিয়ে আসল আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা বাগান কর্তৃপক্ষ। এই চায়ের দাম রাখা হয়েছে ১ লক্ষ টাকা প্রতি কেজি। বাংলার চা বাগান এই প্রথম গোল্ড টি তৈরি করেছে। যা আগামিদিনে চা-পিপাসু বাঙালির মন জয় করবে বলেই আশা সংস্থার।

জানা গিয়েছে, মাঝেরডাবরি চা-বাগান কর্তৃপক্ষ মুলত দুই ধরনের গোল্ড টি বাজারে এনেছে। একটি রোজ গোল্ড টি এবং অন্যটি মিদাস গোল্ড টি। সংস্থার দাবি, অর্থডক্স চায়ের সঙ্গে ভোজ্য সোনার গুঁড়ো মেশানো হয়েছে। তাই এই চায়ের নাম রাখা হয়েছে ' গোল্ড টি'। অন্যদিকে রোজ গোল্ড টি'তে ব্যবহার করা হয়েছে গোলাপের পাঁপড়ি।

আর সেই কারণে এই চায়ের নাম 'গোল্ড টি' রাখা হয়েছে বলে দাবি চা বাগান কর্তৃপক্ষের। সংস্থার আরও দাবি, বাজারে থাকা স্বাদের থেকে একেবারেই আলাদা এই দুই চায়ের স্বাদ। রয়েছে গুণগত মানও। সংস্থার দাবি, ভোজ্য গোল্ড শরীরে ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। একইসঙ্গে হজম ক্ষমতা বা।াতেও সাহায্য করে। ফলে বাজারে এই চা প্রভাব ফেলবে বলেই আশা।

জানা গিয়েছে, এই দুই ধরনের চায়ের দামই এক লক্ষ টাকা কেজি। ফলে চা কিনতে হাত পুড়বে বলে ভাবছেন তো? এক্ষেত্রে যদিও স্বস্তির বার্তা মাঝেরডাবরি চাবাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধরের। আজ সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি জানান, ক্রেতারা মাত্র ১০ গ্রাম থেকে এই চা কিনতে পারবেন। তবে এবারই নতুন নয়, এর আগেও ফুল মুনলাইট টি, ব্লু টি-সহ ৪২ রকমের চা তৈরি করেছে মাঝেরডাবরি চাবাগান কর্তৃপক্ষ। এবার সেই তালিকায় মাঝেরডাবরির নতুন সংযোজন এই দুই গোল্ড টি। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার বাজারে এই নতুন চা নামানোর কথা ঘোষণা করেন চিন্ময় ধর। তিনি জানিয়েছেন, শুধু বাংলাতেই নয়, আলিপুরদুয়ারের এই চা পাড়ি দিচ্ছে দুবাইতেও। সে দেশে অনুষ্ঠিত হতে চলা ট্রেড ফেয়ারে পাওয়া যাবে। কিন্তু কোথায় কীভাবে তৈরি হচ্ছে এই চা? মাঝের ডাবরি চাবাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর জানিয়েছেন, ভোজ্য সোনার গুো উচ্চ গুণমান সম্পন্ন চা পাতার সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে এই গোল্ড টি। শুধু তাই নয়, মাঝেরডাবরি চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরাই এই চা তৈরি করছেন বলেও দাবি সংস্থার ওই আধিকারিকের। তবে এই চা তৈরির পিছনে আছে দীর্ঘ সময়ের গবেষণা। সংস্থার দাবি, এই চা মাঝেরডাবরি চাবাগান কর্তৃপক্ষের একাধিক স্টলে মিলবে। মিলছে রাজধানী দিল্লিতেও। ইতিমধ্যে সেখানে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়ছেন চিন্ময় ধর। শুধু তাই নয়, আগামিদিনে আলিপুরদুয়ারে বক্সা টাইগার রিজার্ভ জঙ্গল লাগোয়া মাঝেরডাবরি টি লাউঞ্জে বসেও এই চায়ে গলা ভেজাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু এক কাপ গোল্ড টি-র দাম কত প।বে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলেই জানিয়েছেন মাঝেরডাবরি চাবাগান কর্তৃপক্ষ।

প্যালেস্তিনীয়দের উপর নজরদারিতে 'আজুর ক্লাউড' ব্যবহার ইজরায়েলি সেনার!

১৭ আগস্ট ঃ মাইক্রোসফটের ক্লাউড পরিষেবা ' ব্যবহার হয়েছে প্যালেস্তিনীয়দের উপর নজরদারি চালানো হত, এমনকী গাজায় গণহত্যায় কাজে আসত ' ইজরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ইউনিট ৮২০০-র বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে মাইক্রোসফট। লোকাল কলের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মাইক্রোসফটের প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্যালেস্তিনীয়দের কথোপকথন সংরক্ষণ করা হয়েছে। যদিও সত্য নাদেল্লার নেতৃত্বাধীন সংস্থা জানিয়েছে, এই কাজ তাদের নীতির পরিপন্থী এবং তদন্তের ফলাফল জানানো হবে। চলতি বছরের মে মাসে মাইক্রোসফটের অভ্যন্তরীণ তদন্তে বলা হয়, গাজাবাসীর ক্ষতির জন্য আজুর ব্যবহারের প্রমাণ নেই। যদিও সংস্থার শীর্ষ নেতৃত্ব অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা উ।য়ে দেয়নি। কিছু কর্মী হয়তো তাঁদের দেশের সেনার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তথ্য গোপন করেছেন! ইউনিট ৮২০০ প্রকল্পের খুঁটিনাটি জানতেন, এমন বহু মাইক্রোসফট কর্মী ওই সংস্থার প্রাক্তন সদস্য। তদন্তে জানা গিয়েছে, আজুরের একটি পৃথক অংশে গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ কল রেকর্ড জমা করেছিল ইউনিট ৮২০০। এই বিপুল ভাণ্ডার থেকে পাওয়া তথ্য গাজায় হামলার লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যবহার হয়েছে বলে অভিযোগ। ভিড়ের মধ্যে কাউকে টার্গেট করার সময় তাঁর আশেপাশের মানুষের কলও খুঁটিয়ে দেখা হত। প্রথমে এই ব্যবস্থা ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের কথা ভেবে তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে জমা তথ্য ব্যবহার করে প্যালেস্তিনীয়দের ব্ল্যাকমেল করা, আটক করা, এমনকী হত্যার ঘটনাকেও ন্যায্য বলে দেগে দেওয়া হত। ২০২১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ইউনিট ৮২০০-র প্রধান ইয়োসি সারিয়েল এই প্রকল্পের নেতৃত্বে ছিলেন। ফাঁস হওয়া নথি থেকে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের শেষ থেকেই মাইক্রোসফট জানত, ইউনিট ৮২০০ বিপুল পরিমাণ সংবেদনশীল তথ্য আজুরে স্থানান্তর করতে চাইছে। সেই সময় মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেল্লার সঙ্গে সারিয়েলের সাক্ষাৎ হয়। তবে সংস্থার দাবি, ওই সংক্ষিপ্ত বৈঠকে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নিয়ে আলোচনা হয়নি। কী তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে সে বিষয়ে তারা জানত না। যদিও ইজরায়েলে কর্মরত কিছু কর্মী, বিশেষত প্রাক্তন ইউনিট ৮২০০ অফিসাররা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য জানতেন বলে তদন্তে দাবি করা হয়েছে। তথ্য ফাঁস হওয়ার পর মাইক্রোসফটের উপর মানবাধিকার কর্মীদের চাপ আরও বেড়েছে। সংস্থার কর্মীদের নেতৃত্বাধীন সংগঠন ' আজুর ফর অ্যাপার্থেইড' মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে।

ইলিশ না চিংড়ি? পছন্দের পদ, রইল একগুচ্ছ রেসিপি

বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, দেদার খানাপিনা। অনেকেই রেস্তরাঁয় না গিয়ে নিজে হাতে রকমারি পদ রান্না করে উদরপূর্তি করতে ভালোবাসেন। সারপ্রাইজ দিতে হলে এবার আপনিও নিজে রাঁধতে পারেন। বিশেষ করে মাছের পদ নিয়ে ধঃেদ ভোগেন অনেকে। বর্ষাকালে পেটে ডিমওয়ালা ইলিশের লোভ সামলানো দায় ঠিকই, তবে অনেকেই আবার চিংড়ির পথে হাঁটেন। কিন্তু কী রাঁধবেন? কুছ পরোয়া নেহি! জেনে নিন একগুচ্ছ রেসিপি।

গন্ধরাজ ইলিশ

উপকরণ-ইলিশ মাছ, কাঁচা হলুদ বাটা, গন্ধরাজ লেবুর রস, গন্ধরাজ লেবুর খোসা, কাঁচালঙ্কা বাটা , পিঁয়াজ বাটা , আদা বাটা , টকদই , নুন, চিনি, জল, সাদা তেল।

প্রণালী-মাছ পরিষ্কার করে ধুয়ে নুন, অল্প কাঁচা হলুদ বাটা, লেবুর রস, লেবুর খোসা, আদা বাটা দিয়ে মেখে ফ্রিজে মিনিট ২০ রেখে দিন। আঁচে ননস্টিক প্যান বসিয়ে তাতে তেল গরম করে ম্যারিনেট করা মাছটা হালকা ভেজে তুলে নিন। এবার ওই প্যানেই পিঁয়াজ বাটা দিয়ে কষতে থাকুন। কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে এবং পিঁয়াজে রং ধরলে আদা বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, নুন, চিনি দিয়ে কষতে থাকুন। এবার মশলা থেকে তেল ছা।তে শুরু করলে ওর মধ্যে পরিমাণমতো জল দিয়ে .এবং ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। টকদই খুব ভালো করে ফেটিয়ে মাছের উপর ছা।য়ে দিন এবং সেই সঙ্গে লেবুর রস ও লেবুর খোসাও দিন। এবার আঁচ থেকে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন গন্ধরাজ ইলিশ।

কাশ্মীরি ইলিশ

উপকরণ-৪ টে ইলিশ মাছের টুকরো, ১ চামচ পোস্ত বাটা, ১ বড় চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা বাটা, নুন-চিনি (আন্দাজমতো), জিরে গুঁড়ো, হলুদ, সর্ষের তেল।

প্রণালী-একটি বড় কড়াইয়ে তেল গরম করুন। তারপর তেলের মধ্যে নুন, হলুদ মাখানো ইলিশের টুকরো ভাল করে সাঁতলে নিন। সাঁতলে নেওয়া মাছ তুলে নিয়ে সেই কড়াইয়েই কাশ্মীরি লঙ্কা বাটা, জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভাল নেড়ে নিন। কিছুক্ষণ কষতে দিন। কষানো হয়ে গেলে সামান্য জল দিয়ে আন্দাজমতো নুন ও চিনি মিশিয়ে মাছটা ভাল করে ফুটতে দিন। মিনিট সাতেক পর নামিয়ে নিন। চাইলে কাঁচালঙ্কাও দিতে পারেন। তৈরি আপনার কাশ্মীরি ইলিশ। গরম গরম ভাতে দারুণ লাগবে এই ইলিশের রেসিপি।

চিংড়ির মুইঠ্যা

উপকরণ--চিংড়ি মাছ- ৫০০ গ্রাম, আলু সেদ্ধ- ১৫০ গ্রাম, ধনেপাতা কুচি- ২ চামচ, রসুন বাটা- ১ চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো- আধ চামচ, হলুদ গুঁড়ো- আধ চামচ, লেবুর রস- ১ চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা- ১ চামচ, নুন- স্বাদমতো, গ্রেভির জন্য, পেঁয়াজ কুচি- ১ কাপ, রসুন- ৬-৭ কোয়া, আদা টুকরো- আধ ইঞ্চি, কাজু- ৮-১০টি, টম্যাটো- ১টি, গোটা গরমমশলা- পরিমাণমতো, তেজপাতা- ১টি, লঙ্কা গুঁড়ো- ১ চামচ, হলুদ গুঁড়ো- আধ চামচ, ধনে গুঁড়ো- ১ চামচ, নারকেলের দুধ- ১ কাপ, নুন ও চিনি- স্বাদমতো, সর্ষের তেল- ৫ চামচ।

প্রণালী-প্রথমে, চিংড়ি মাছ খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। পরিষ্কার অবশ্যই নজরে রাখুন যেন জল না থাকে। চিংড়িগুলোকে ভাল করে বেটে নিন। এরপর একটি বড় পাত্রে চিংড়ির সঙ্গে আলু সেদ্ধ, ধনেপাতা কুচি, রসুন বাটা, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লেবুর রস, কাঁচালঙ্কা বাটা ও নুন ভাল করে মিশিয়ে নিন। দেখবেন যেন প্রত্যেকটি উপদান ভাল করে মিশিয়ে যায়। এবার একটি কড়াইয়ে সামান্য তেল নিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুচি, রসুন, আদা টুকরো, কাজু ও টম্যাটো দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। এরপর অন্য পাত্রে রেখে মিশ্রণটি ঠান্ডা হয়ে গেলে ভাল করে বেটে নিন। এ বার কড়াইতে তেল গরম করে তাতে তেজপাতা ও গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিয়ে বাটা মশলা দিয়ে দিন। ভাল করে একটু নাড়াচাড়া করে সব রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। তেল ছেড়ে এলে নারকেলের দুধ দিয়ে ভাল করে নাড়াতে থাকুন। এ বার বেটে রাখা চিংড়ি মাছের মিশ্রণ বড়ার মতো গড়ে নিয়ে ঝোলে ছেড়ে দিন। মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে ফুটতে দিন। গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। ব্যস তৈরি চিংড়ি মাছের মুইঠ্যা। ভাতের সঙ্গে দারুণ লাগবে এই চিংড়ি মুইঠ্যা।

কচুপাতা চিংড়ি ভাপা

উপকরণ-কচুপাতা- ১০টি, সর্ষের তেল- ২০০ গ্রাম, সর্ষে বাটা- ৩ টেবিল চামচ, কাজুবাদাম- ২ টেবিল চামচ, পোস্ত বাটা- ৪ টেবিল চামচ, নারকেল কোরা- এক কাপ, কাঁচালঙ্কা- ৫টি, নুন ও চিনি- স্বাদমতো, হলুদ গুঁড়ো- ২ চা চামচ, পাতিলেবু- ১টি।

প্রণালী-কচুপাতা ধুয়ে কুচি করে কেটে নুন-লেবু মেশানো গরম জলে হালকা ভাপিয়ে নিতে হবে, যাতে গলা চুলকানোর ভয় না থাকে। এবার কচুপাতাগুলি ছেঁকে জল ফেলে দিন। কা।ইতে আবারও তেল গরম করে নিন। এবার চিংড়ি মাছে নুন-হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। এরপর কাঁচালঙ্কা বাটা, কাজুবাদাম বাটা, পোস্ত বাটা এবং সর্ষে বাটা দিয়ে চিংড়ি সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। স্বাদমতো নুন, চিনি দিয়ে নারকেল কোরা মিশিয়ে দিন। নামানোর মিনিট দুয়েক আগে ভাপিয়ে রাখা কচুপাতা কুচি দিয়ে দিতে হবে। গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে এক চামচ সর্ষের তেল ছড়িয়ে রান্নাটি ঢেকে রাখুন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন কচুপাতা চিংড়ি।

জন্মাষ্টমীতে গোপালের মিষ্টিমুখ হোক মথুরার প্যাঁড়া আর তালের মালপোয়ায়

জন্মাষ্টমী মানেই হেঁশেল থেকে ভেসে আসা তালের বড়া কিংবা এলাচ-সহযোগে মিষ্টান্নের গন্ধ। বাড়িময় ম-ম করা মিষ্টির সুবাস। কিন্তু এবার যদি একটু কম মিষ্টিতে মিষ্টি বানাতে চান, তাহলে ঝটপট জেনে নিন দুটি রেসিপি। আর এবার না হয় গোপু সোনাকে তালের বড়ার পরিবর্তে তালের মালপোয়াই নিবেদন করুন। সঙ্গে রইল মথুরা স্পেশাল প্যাঁড়ার রেসিপিও।

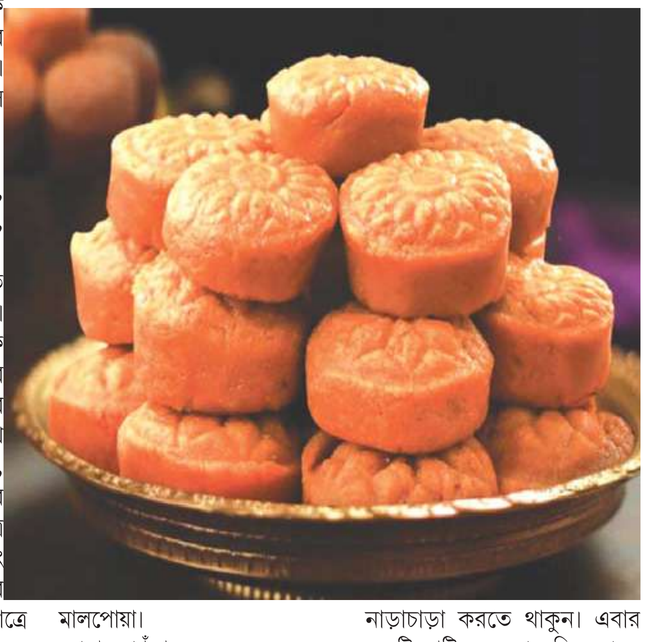

তালের মালপোয়া

উপকরণ-পরিমাণমতো ময়দা, চিনি, সুজি, এলাচ গুঁড়ো, দুধ, তাল।

প্রণালী-প্রথমেই পরিমাণমতো তালের কাথ তৈরি করে নিন। মনে রাখবেন, যেদিনকে বানাবেন, সেদিনকেই তালের কাথ তৈরি করুন। এ ব্যাপারে আগে থেকে তালের কাথ বানিয়ে রাখবেন না। কারণ, ফ্রিজে থাকলে তালের তাজাভাব নষ্ট হয়ে যাবে। একটি পাত্রে ময়দা, চিনি, সুজি এবং এলাচগুঁড়ো নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর একটি পাত্রে দুধ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। দুধ ফুটে ঘন হয়ে গেলে, ওভেন থেকে দুধ নামিয়ে তাতে ময়দা, চিনি, সুজির মিশ্রণ দিয়ে দিন। এবার বড়চামচ দিয়ে সেই মিশ্রণ ভাল করে নাড়িয়ে নিন। এবার সেই মিশ্রণে তালের কাথ দিয়ে আবারও ভাল করে ফেটিয়ে নিন। লক্ষ্য রাখুন যেন তালের কাথ ভাল করে মিশে যায়। অন্য আরেকটি কড়াইতে গরম জলের মধ্যে চিনি দিয়ে রস তৈরি করুন। বড়মাপের কড়াইতে তেল দিয়ে গরম করুন। ময়দা, সুজি, চিনি, দুধ আর তালের ঘন করে রাখা মিশ্রণ একটি হাতায় করে মালপোয়ার পরিমাণ মতো তেলের মধ্যে দিতে থাকুন। মালপোয়া লাল করে ভাজা হয়ে গেলে সেগুলি তুলে অন্য কড়াইতে রাখা চিনির রসের মধ্যে দিয়ে ডুবিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ চিনির রসের মধ্যে ডুবে থাকার পর পরিবেশন করুন তালের মালপোয়া।

মথুরার প্যাঁড়া

মথুরার প্যাঁড়া তৈরি করতে চিনির কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ এই মিষ্টি ডায়াবেটিস রোগীদের রসনাতৃপ্তিতেই তৈরি করা হয়। প্যাঁড়া তৈরির জন্য প্রয়োজন ক্ষীরের। কীভাবে বানাবেন? ঝটপট জেনে নিন।

ক্ষীর হাতে নিয়ে ভালো করে ঘষতে থাকুন। তেল ছাড়লে বুঝবেন ক্ষীরের গুণগত মান সত্যিই ভালো। সঙ্গে প্রয়োজন দুধ, ছোট এলাচের গুঁড়ো, প্রয়োজনমতো সুগার ফ্রি, কাজুবাদাম, পেস্তা, কেশর এবং গোলাপ জল। একটি কড়াই নিন। স্টিল, অ্যালুমিনিয়ামের পরিবর্তে তা ননস্টিক হলেই ভালো। এবার তাতে ক্ষীর দিয়ে. দিন। হালকা আঁচে তা নাড়াচাড়া করতে থাকুন। ক্ষীরের ভিতর একটু করে দুধ ঢালতে থাকুন। যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্ষীর নরম হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ তা নাড়াচাড়া করতে থাকুন। এবার একটি বাটিতে কেশর নিন। গরম দুধে কেশর নাড়াচাড়া করে নিন। কড়াইতে গরম ক্ষীরের মধ্যে কেশর দিন। সঙ্গে দিন প্রয়োজনমতো সুগার ফ্রি। ভালো করে নাড়তে থাকুন। এবার ওই মিশ্রণে ছোট এলাচের গুঁড়ো দিন। অল্প কাজু বাদাম, পেস্তা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। এবার গ্যাস বন্ধ করে গরম ক্ষীরের মিশ্রণটিকে অন্য পাত্র ঢেলে নিন। ক্ষীর ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর একে একে প্যাঁড়ার আকারে তৈরি করে নিন। উপরে একটা করে কাজু এবং পেস্তা দিয়ে সাজাতে পারেন।

Name Change

I, Mohammad Murshed Ali (Old Name) S/O– Mohammad Giasuddin Momin resident of Vill- Alipur , Po- Alipur , Ps-Kaliachak , Dist-malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Murshed Ali to Md Murshed Ali and henceforth I shall be known as Md Murshed Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Md Murshed Ali & Mohammad Murshed Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Ahammed Hossain (Old Name) S/O– resident of S/O–Ehesan Sekh residing at Vill- Mominabad, PO-Kanfala , PS-Nabagram , Murshidabad, West Bengal 742181 do hereby declared that I have changed my name from Ahammed Hossain to Ahammad Sekh and henceforth I shall be known as Ahammad Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Lalbagh court on 21/07/2025. My name Ahammad Sekh & Ahammed Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Jamrul Sk (Old Name) S/O–Nijamuddin Sk residing at Biswanathpur , Sabaldaha, PS-Khargram , Murshidabad, West Bengal 742157 do hereby declared that I have changed my name from Jamrul Sk to Jamirul Sk and henceforth I shall be known as Jamirul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/08/2025. My name Jamirul Sk & Jamrul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Sekendar Seikh (Old Name) S/O–Moktar Sk residing at Halsanapara ,Chowrigachha, PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742405 do hereby declared that I have changed my name from Sekendar Seikh to Sekendar Sk and henceforth I shall be known as Sekendar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/08/2025. My name Sekendar Sk & Sekendar Seikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Rahamat Ali S/O Setabuddin Sk, Date of birth 12.02.1994 residing at Village-Janardanpur, P.O. Sadar Nashipur, P.S. Lalgola, District Murshidabad, Pin-742151 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name Rahamat Ali instead of Md Rahamat Ali and my father's actual name Setabuddin Sk instead of Md Setabur Rahaman which is wrongly recorded in my Driving Licence(No. WB-5720140084306), vide an affidavit sworn before the Ld. Sub Divisional Executive Magistrate 1st Class at Berhampore, Murshidabad on dated 13/08/2025. Md Rahamat Ali S/o Md Setabur Rahaman and Rahamat Ali S/O Setabuddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Mudassar Hossain S/O Md Fajlur Rahaman Date of birth 23.01.1996 residing at Village-Puthia Jamtala, P.O. Barjumla, P.S. Raghunathganj, District Murshidabad, Pin-742148 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Md Fajlur Rahaman instead of Fajlur Rahaman which is wrongly recorded in my Driving Licence(No. WB-5720160214556), vide an affidavit sworn before the Ld. Sub Divisional Executive Magistrate 1st Class at Berhampore, Murshidabad on dated 13/08/2025. Fajlur Rahaman and Md Fajlur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, SREEJA DAS (Old Name) W/O SOUVAN MAJUMDER Residing at 44A/1, Ganguly Bagan East Road, P.S.-Patuli, District - Kolkata, Pin - 700084 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SREEJA D MAJUMDER (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 14-08-2025. SREEJA DAS (Old Name) and SREEJA D MAJUMDER (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mojammel Mondal (Old Name) S/o Late Moslem Mondal Residing at Vill - Keotsha, P.o - Buruj, P.s - Baduria, District - North 24 Parganas, Pin - 743401, West Bengal India have changed my name and shall henceforth be known as Mozammel Haque (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 14-08-2025. Mojammel Mondal (Old Name) and Mozammel Haque (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Hafijur Rahaman (Old Name) S/o Ahammed Ali Sanpui Residing at Vill - Goalbari, P.o - Pithapukur, P.s - Polerhat, District - South 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal India have changed my name and shall henceforth be known as Hafijur Rahaman Sanpui (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 14-08-2025. Hafijur Rahaman (Old Name) and Hafijur Rahaman Sanpui (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, JESMIN KHATUN (Old Name) W/O SK MAHASIN Residing at Abadpara Berela, P.S.-Pandua, District - Hooghly, Pin - 712134 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as JESMINA KHATUN (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 14-08-2025. JESMIN KHATUN (Old Name) and JESMINA KHATUN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sabera Bibi (Old Name) W/o Akhtar Ali Khan Residing at Nabhasan Dakshin Para, P.o - Kustia, P.s - Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 743330, West Bengal India have changed my name and shall henceforth be known as Sabera Khan Sheikh (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Baruipur vide affidavit no 5713 Date 06-08-2025. Sabera Bibi (Old Name) and Sabera Khan Sheikh (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, SEKH NAZMUL HASAN(Old Name) son of, Sekh.Noor Alam ,residing at Bankra Badamtala and sanapara,P.O – Bankra,P.S – Domjur,District-Howrah,PIN – 711403,West Bengal .have changed my name and shall henceforth be known as SK NAJMUL HASAN (New Name) son of SK.Noor Alam as declared before the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah dated 13/08/2025. SEKH NAZMUL HASAN (Old Name) and SK NAJMUL HASAN (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Atier Rahaman Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Majid Biswas ঠিকানা Barachupria, Chupria, Hanskhali, District-Nadia,Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 14-08-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Atiyar Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Atiyar Biswas (নতুন নাম) ও Atier Rahaman Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Md Mokim Ansari son of Late Ulfat Ansari, residing at Paschim Para, Bidhannagar Municipal Corporation, Eco Park, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700157, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mokim Ansari as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/08/2025. Md Mokim Ansari and Mokim Ansari both are same and one identical person.

Name Change

I, Manorajnan Saha son of Nitai Pada Saha, residing at S V Road, 1st Bye Lane, Birati, Dist: North 24 Parganas, Kolkata – 700051, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Manoranjan Saha as declared before the Notary Public at Kolkata dated 14/08/2025. Manorajnan Saha and Manoranjan Saha both are same and one identical person.

আলাস্কায় পুতিনের মাথার উপর উড়ল বি-২ বোমারু বিমান

১৭ আগস্ট ঃ টানা তিন ঘণ্টার বৈঠকেও মেলেনি সমাধান সূত্র। কাটেনি যুদ্ধের জট। তবে এক ' পাওয়ারে'র সামনে আরেক ' পাওয়ারে'র শক্তি প্রদর্শনের সাক্ষী থাকল বিশ্ব। আলাস্কার জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বোমারু বিমানে স্বাগত জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দুই নেতার সাক্ষাতের সময়ে আকাশে উড়ল বি-২ স্টেলথ বম্বার। সঙ্গে ছিল চারটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানও। জানা গিয়েছে, বৈঠকের আগে দু'টি বি-২ বম্বার আনা হয়। আলাস্কার কাছেই আইলসন ঘাঁটি থেকে আসে এফ-৩৫। এলমেনডর্ফ ঘাঁটিতে দাঁড়ানো এফ-২২ র‍্যাপ্টর যুদ্ধবিমান সারি দিয়ে লাল গালিচার পাশে সাজানো ছিল। নেতারা সেই পথেই হেঁটে যান।

যদিও ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে এই শক্তি প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন কি না, সেই বিষয়ে পেন্টাগন কোনও মন্তব্য করেনি। ট্রাম্প বারবার বি-২ বোমারু বিমানের প্রশংসা করেছেন। তিনি একে অসাধারণ যন্ত্র বলেছেন। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করেছেন এই বিমানের নতুন ও উন্নত মডেলের আনা হবে। এক দশক পর প্রথমবার আমেরিকার মাটিতে পা রাখলেন পুতিন। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কে যে শৈত্য চলছে, সেই তুলনায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় পুতিনকে। লাল গালিচায় হেঁটে আসেন তিনি। হাততালি দিলেন ট্রাম্প। দুই নেতা একসঙ্গে আকাশের দিকে তাকালেন, ঠিক তখনই মাথার উপর দিয়ে গর্জন করে উড়ে গেল বি-২।এরপরেই ' সন্ধানে' লেখা ব্যানারের সামনে শুরু হয় বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক। শীর্ষ বৈঠক আয়োজনে আড়ম্বর থাকলেও ইউক্রেন ইস্যুতে আলোচনা ফলপ্রসু হয়নি। পুতিনকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি সাধারণ মানুষ হত্যা বন্ধ করবেন? বাঁকা হাসিতে সেই প্রসঙ্গে এ।িয়ে যান পুতিন। ইঙ্গিতে জানান, তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। তাঁকে ' এগিয়ে আসেন ট্রাম্প। দুই নেতা এগিয়ে যান গাড়ির দিকে। বৈঠক শেষে পুতিন সাংবাদিকদের বলেন, ইউক্রেনে শান্তি আনতে হলে রাশিযার উদ্বেগের কারণ মেটাতে হবে। তার ইঙ্গিত ছিল জেলেনস্কির সরকারের অপসারণের দিকে। পুতিন আহ্বান জানিয়েছেন পরের বৈঠক মস্কোতে হতে পারে। উত্তরে ট্রাম্প বলেন, এটা মজার প্রস্তাব। আমি মনে করি এটা সম্ভব।

বঙাইগাঁওয়ে বিল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ

বঙাইগাঁও (অসম), ১৭ আগস্ট ঃ বঙাইগাঁও জেলার অন্তর্গত যোগীঘোপা থানান্তর্গত বালাপাড়ার ভালাকুণ্ডি বিল থেকে পুলিশ আজ রবিবার উদ্ধার করেছে নিখোঁজ যুবক রফিকুল ইসলামের মৃতদেহ। যোগীঘোপা থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, চেদামারী গ্রামের বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম শুক্রবার রাতে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তার পর সে আর বাড়ি ফেরেনি। আজ সকালে স্থানীয়রা বিলের জলে ভাসমান মৃতদেহটি দেখে থানায় খবর দেন।

খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় মৃত্যুদেহটি উদ্ধার করে তার ময়নাতদন্তের জন্য বঙাইগাঁও সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি রফিকুল ইসলামের কী পরিস্থিতিতে মৃত্যু হয়েছে, ইত্যাদি নানা বিষয়ের তথ্য জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ, জানান তদন্তকারী অফিসার।

মায়াপুর ইসকন মন্দিরে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হল তিন দিন ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও নন্দ উৎসব অনুষ্ঠান

দেবাশিস কংশবণিক, মায়াপুর, ১৭ আগস্ট ঃ মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হল মন্দির নগরী মায়াপুর ও চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী নন্দ মহোৎসব। মায়াপুর ইসকন মন্দিরে রবিবার ব্যাস পুজো ও নন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হল তিন দিন ব্যাপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষ্যে দেশি বিদেশি অসংখ্য ভক্তের আগমন ঘটেছে নবদ্বীপ এবং মায়াপুরে। শনিবার সকাল থেকে তিল ধারনের জায়গা ছিলোনা মায়াপুর ইসকন মন্দিরে। যা অব্যাহত ছিল রবিবার পর্যন্ত হাজার হাজার দেশি- বিদেশি ভক্ত সমাগমে জমজমাট হয়ে ওঠে মায়াপুর চন্দ্রদয় মন্দির। জানা যায়, তখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। নিষ্কণ্টক সিংহাসনে আসীন রাজ চক্রবর্তী যুধিষ্ঠির! তাঁর বড় বাসনা, যাঁর জন্য এত কিছু, সেই সখা কৃষ্ণের জন্মদিন সাড়ম্বরে যাপন করা। কিন্তু যার জন্মদিন তিনি রাজি নন।

পঞ্চপাণ্ডবের প্রবল আগ্রহে শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ অনুমতি দিলেন। সঙ্গে জুড়লেন শর্ত, কী ভাবে তাঁর জন্মোৎসব পালন হবে, সে পরিকল্পনা তিনি নিজেই সাজিয়ে দেবেন। ভক্তজনের বিশ্বাস সেই থেকেই নাকি জন্মাষ্টমী পালনের শুরু। শনিবার সকাল থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষ্যে মেতে ওঠে চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ এবং মন্দির নগরী মায়াপুর। মহাকাব্যের মহানায়কের জন্মদিনকে ঘিরে মথুরা থেকে মায়াপুর, নন্দালয় থেকে নবদ্বীপ এক উৎসবের সুতোয় বাঁধা পড়েছে। অবতারবাদে বিশ্বাসী এই দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তমের আকর্ষণ অমোঘ। তিনি মহাকাব্যের নায়ক। অথচ, জন্মাষ্টমী মোটেই তাঁর সেই মহাযাত্রাকোচিত ব্যাপ্তির পালন নয়। বরং বাৎসল্য রসের অবিরল ধারায় ভিজতে ভিজতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই রাতে বাড়ির আদরের ছোট্ট শিশু হয়ে ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। রণকৌশল, রণহিংসা, বীরত্বগাঁথা, জয়-পরাজয়ের কুরুক্ষেত্র থেকে বহু দূরে দাঁড়িয়ে দেবতা এ রাতে প্রিয় হয়ে ওঠেন। দেবতাসুলভ সম্ভ্রমের দূরত্বে নয় ভক্তের কাছে তিনি স্নেহ আর প্রেমে ধরা পড়েন। যে পরিকল্পনার রূপকার তিনি স্বয়ং। মন্দির নগরী মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে সত্যিই তখন বৃষ্টিধারার মতো বিগ্রহের উপর ঝরে পড়তে থাকে গোলাপ, জুঁই, বেলি, কামিনী, চাঁপা ফুলের পাঁপড়ি। কয়েক কুইন্টাল ফুলের পাঁপড়ির নীচে চাপা পড়ে বিগ্রহ ঢাকা পড়ে যায়। তার আগে 'সারা দিনমান' মন্দিরে মন্দিরে কৃষ্ণকথা, পাঠ, কীর্তন। দেশি ও বিদেশি ভক্তদের ভিড়ে মন্দির প্রাঙ্গণ একেবারে জনজোয়ার। ইস্কন চন্দ্রোদয় মন্দিরে জন্মাষ্টমীতে অন্যতম আকর্ষণ ওই পুষ্পবৃষ্টি! দূর থেকে মহাভিষেক- সহ পুষ্পবৃষ্টি দেখার জন্য মূল মন্দিরের বাইরে বসছে জায়েন্ট স্ক্রিন। তবে নবদ্বীপ তুলনায় অনেক সন্তর্পণে পালন করছে উৎসব। এখানে কোনও উৎসবই মহাপ্রভুকে বাদ দিয়ে হয় না। তাই এখানে জন্মাষ্টমীর উৎসব সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের নয়। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেবিত শ্রী শ্রী ধামেশ্বর মহাপ্রভুর বিগ্রহকে শ্রীকৃষ্ণ বেশে সজ্জিত করে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয় মহাপ্রভু মন্দিরে। একই প্রথা প্রাচীন মায়াপুরের চৈতন্য জন্মস্থান আশ্রম, শ্রী শ্রী বলদেব জিউ মন্দির এবং হরিসভা মন্দিরে। মায়াপুর ইস্কন চন্দ্রোদয় মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানিয়েছেন, এবছর স্থানীয় ভক্ত এবং বহিরাগত মিলিয়ে লক্ষাধিক ভক্ত শনিবার রাতে রবিবার দিনভর উপস্থিত ছিলেন। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে মায়াপুরে আসা ভক্তদের কোথাও দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। ইতিমধ্যে অতিথিশালায় জায়গা নেই। কয়েকশো গাড়িতে ভরে গেছে পার্কিং লট। গোটা ইস্কন সেজেছে আলোকমালায়। জন্মাষ্টমীর সঙ্গে তালের বড়ার সম্পর্ক গভীর হলেও নবদ্বীপ বা মায়াপুরের জন্মাষ্টমী শুধুমাত্র তালের বড়ায় সীমাবদ্ধ থাকে না। পায়েস, মালপোয়া, ক্ষীর, রাবড়ি নানারকম বিশেষ খাবার সাজানো হয় জন্মদিনের ভোগের থালা। নবদ্বীপ মহাপ্রভু মন্দিরে এদিন অভিষেকে তাঁকে দেওয়া হয় ক্ষীরের মালপোয়া। প্রাচীন মায়াপুর জন্মস্থান মন্দিরে আবার তালের বড়ার সঙ্গে দেওয়া হয় তালের ক্ষীর। ঘরের গরুর দুধ থেকে ক্ষীর তৈরি করে তার সঙ্গে তালের মাড়ি মিশিয়ে তৈরি হয় ওই তাল ক্ষীর।

ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ ও নতুন আশার আলো

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ আগস্ট ঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এদিন ভারত দীর্ঘকালীন ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। শত শত বিপ্লবীর লড়াই, সংগ্রাম ও আত্মবলিদান এর ফলে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা তাঁদের স্বপ্নের স্বাধীনতা নয়। যেখানে ন্যায় আর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমান ভারতে চরম দারিদ্র্যে দিন কাটাচ্ছে প্রায় ১৩ কোটি মানুষ। বিশ্ব ক্ষুধা সূচক ও বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে ভারতের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির ইঙ্গিত স্পষ্ট করে দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের এই রিপোর্টে বলা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এক কথায় অসম্ভব। ভারতের অবস্থা এতটাই করুণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতে বেড়ে চলেছে গরীব মানুষের সংখ্যাও। বিশ্বজুড়ে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা এক কথায় থমকে গেছে। বর্তমান অবস্থায় চরম দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে আরো বেশ কয়েক দশক লেগে যাবে। দারিদ্র সীমার নীচে থাকা মানুষকে দারিদ্রের খাঁচা থেকে মুক্তি দিতে এক শতাব্দীরও বেশি সময় লাগবে। অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগ, তপস্যা এবং নিষ্ঠার ফলে বাস্তবায়িত হয় স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণ। দেশের মানুষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। বিশ্বে স্বাধীন দেশের মর্যাদা আমরা পেয়েছি। কিন্তু এখনও দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো এখনও প্রবেশ করেনি। দেশে কৃষির উন্নতি ঘটলেও কৃষকের কোনো উন্নতি ঘটেনি। তারা অনাহারে এখনও দিন কাটায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা চালিয়ে গেলেও দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের চিন্তা করার মত সময় তারা পাননি। তারা সব সময় দলীয় স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ভারতবর্ষ কিন্তু ত্যাগের আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে সে আদর্শ নিশ্চিহ্ন। শোষিত মানুষ এখনও স্বাধীনতার অর্থ বুঝতে পারেনি। মানুষের মধ্যে এখনও দেশপ্রেমের জাগরণ ঘটেনি। দেশকে যাঁরা স্বাধীন করলেন তাঁরা তাদের যোগ্য সম্মান পাননি। ধীরে ধীরে দেশ সম্পর্কে উদাসীন, স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী মানুষেরা দেশের শাসনভার করায়ত্ত করেছে। আজ স্বাধীনতা দিবসে ভারতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য হীন বা দলীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য শপথ গ্রহণ করা উচিত। তবেই দেশ থেকে দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও অসাম্যের অভিশাপ চিরতরে দূর হবে। ফুটে উঠবে নতুন আশার আলো। স্বাধীনতা লাভের ৭৯ বছরে আমাদের দেশ সবে মাত্র কৈশোরে প্রবেশ করেছে। দেশটাকে নতুন করে গড়তে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN : L70101WB1983PLC036161
Regd. Office :
7, P.K.Tagore Street, Kolkata - 700006

NOTICE

Pursuant to Section 91 of the Companies Act,2013 and the applicable Clauses of the Listing Agreement, Notice is hereby given that the register of members and the share transfer register of the Company will remain closed, for the purpose of Share Transfer, from the 6th day of September, 2025 to 12th day of September, 2025 (both days inclusive).

By Order of the Board
Sd/-
(Vinita Harlalka)
Director
Place : Kolkata
Date :16.08.2025
DIN: 00612517

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মীর রহস্য মৃত্যু, অফিসেই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ আগস্ট ঃ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মীর রহস্য মৃত্যু। অফিসেই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। ঘটনায় রহস্য ঘোরাফেরা করছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জলপাইগুড়ি হাকিমপাড়ায় থাকা একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কর্মরত এক কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গেছে, মৃতের নাম রাহুল ঝাঁ (২৮)। শনিবার রাতে ওই সেন্টারের একটি কক্ষে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন ওই কর্মী। তাঁদের দাবি, এই মানসিক চাপেই যুবককে চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে। তাই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি তুলেছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই কর্মীর মৃত্যুর খবর পেয়ে রাতেই মৃত কর্মীর পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ দেখান। এনিয়ে সাংবাদিকরা কেন্দ্রটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে, দেখা যায় গেটে তালা ঝুলছে। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশের পক্ষ থেকে সেন্টার সিল করে দিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কিন্তু কেন এমন পথ বেছে নিলেন ওই কর্মী, সেই বিষয়টি জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। পাশাপাশি মৃত কর্মী সত্যি মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কিনা, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও পরিবারের অভিযোগ, মানসিক নির্যাতনের চাপ সহ্য করতে না পেরে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি। তারপরেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা।

তৃণমূল যুব নেতা খুন কান্ডে অবশেষে গ্রেপ্তার এক সার্ফ শুটার

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৭ আগস্ট ঃ রবিবার ভোররাতে বাংলা বিহার সীমান্ত থেকে পুন্ডিবাড়ী থানার পুলিশ বিনয় রায় (৩৫) নামে একজন শার্ফ শুটারকে গ্রেপ্তার করল। রবিবার কোচবিহারে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানালেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণ গোপাল মীনা। গ্রেপ্তার হওয়া বিনয় রায়ের বাড়ি কোচবিহারের বানেশ্বর সংলগ্ন সিদ্ধেশ্বরী এলাকায়। যদিও দীর্ঘ সাত বছর যাবত তিনি শিলিগুড়িতে থাকতেন বললে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ডোডেয়ার হাটের ঘটনায় মৃত তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে অমর রায়ের মাথায় দুটি গুলি করা হয় এবং পেটে দুটি গুলি করা হয় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় এবং আরেকজন আহত যিনি হন তার স্থায়ী একটা গুলি করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন এই ঘটনায় আরো অনেকে যুক্ত রয়েছে। বিনয় রায় এবং একটি টিম করে এই ঘটনার ঘটিয়েছেন। গ্রেফতার হওয়া বিনোদ রায়ের কাছ থেকে চার রাউন্ড গুলি এবং একটি নাইন এমএম পিস্তল উদ্ধার হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরো জানান গ্রেপ্তার হওয়া বিনয় রায় এর আগে বিভিন্ন মামলায় তার মধ্যে রয়েছে পোকশো ছিনতাইসহ একাধিক ঘটনায় জড়িত ছিলেন। যদিও তিনি বলেন মৃত অমর রায় এবং বিনয় রায় এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটি ঝামেলা চলছিল তবে কি কারণেই ঝামেলা তা তদন্তের পরেই জানা যাবে। যদিও এর পিছনে কোন রাজনৈতিক বিষয় রয়েছে কিনা এ প্রশ্নেও তিনি বলেন তদন্তের পর সস জানা যাবে। রবিবার তাকে আদালতের তলা হলে আদালত আট দিনের পুলিশি হেফাজাতের নির্দেশ দেন। এই গ্রেফতারের পর অমর রায়ের মা তথা তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান বলেন সাত দিন বাদে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তবে যে মূল খুনি তাকে গ্রেফতার করতে হবে। পুলিশের উপর আমার আস্থা রয়েছে যদি পুলিশ মূল করিও দোষীকে গ্রেপ্তার করতে না পারে তাহলে পরবর্তীতে আমার যা পদক্ষেপ নেওয়ার নেব।

মৃত দুই কিশোর

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৭ আগস্ট ঃ মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ঝাড়গ্রামের সত্যবানপোল্লি এলাকায়। রবিবার দুপুরে বৃন্দাবনপুরের একটি জলাশয়ে স্নান করতে গিয়ে প্রাণ হারাল দুই কিশোর। মৃতদের নাম অমি দাস (১৩) ও অংকন মাহাতো (১৫)। দু'জনেই ঝাড়গ্রামের সত্যবানপোল্লির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দুপুরে দুই কিশোর জলাশয়ে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। পাশের ধানজমিতে কাজ করছিলেন কয়েকজন চাষি। তাঁরা ঘটনাটি দেখে দ্রুত ছুটে এসে অমি ও অংকনকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দুই কিশোরকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। হঠাৎ এই মৃত্যুর খবরে গোটা সত্যবানপল্লি এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

জেরিয়াট্রিক মেডিসিনে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি কোর্স শুরু

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৭ আগস্ট ঃ আগামী দুই বছরের মধ্যেই জেডিয়াট্রিক মেডিসিনে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি কোর্স শুরু করার পরিকল্পনা নিল শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এই বিষয়ে কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের নেতৃত্বে দশজন বিশিষ্ট চিকিৎসককে নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব, পাঠক্রম ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের কথা ঘোষণা করেন কলেজ সভাপতি মলয় পীট। সম্প্রতি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মানবিক পদক্ষেপ - 'শুশ্রূষা' র উদ্বোধন করে তিনি এই কথা ঘোষণা করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ এস পি মিত্র, প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ গৌতম নারায়ণ সরকার, একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর ডাঃ অয়ন গোস্বামী, অনান্য সিনিয়র চিকিৎসক সহ কলেজের কর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা। সমাজে অসংখ্য পরিবার আছে, যারা নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে মুমূর্ষু প্রিয়জনকে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারেন না। এই সমস্যা নিরসনে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নিয়ে এসেছে এক মানবিক প্রতিশ্রুতি - ১০০ বেডের বিশেষ ওয়ার্ডঃ শুশ্রূষা। এখানে মুমূর্ষ রোগীরা অত্যন্ত সুলভ খরচে পাবেন উন্নতমানের সুচিকিৎসা। রাজ্যে, সম্ভবত, প্রথম কোন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমন মানবিক পদক্ষেপ। আমাদের অঙ্গীকার- জীবনের শেষ দিনগুলোতেও কেউ যেন চিকিৎসার অভাবে বঞ্চিত না হন। কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়, স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক মুক্তিরও প্রতীক। চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারও সেই স্বাধীনতারই একটি অঙ্গ। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের সমাজে এখনও বহু মানুষ আছেন, যারা নানা প্রতিকূলতার কারণে তাদের অসুস্থ প্রিয়জনকে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারেন না। এই বাস্তবতাকে অনুভব করেই শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আজ শুরু করলো এক মানবিক পদক্ষেপ-'শুশ্রূষা'। ১০০ বেডের এই বিশেষ ওয়ার্ডে আমাদের সমাজের মুমূর্ষু নাগরিকরা অত্যন্ত সুলভে পাবেন চিকিৎসা, ওষুধ, খাবার ও প্রয়োজনীয় সব পরিষেবা। এটি শুধু একটি চিকিৎসা উদ্যোগ নয়, এটি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, তাদের আশা ফিরিয়ে দেওয়ার এক প্রতিশ্রুতি, বলে জানান এক আধিকারিক। কলেজের সভাপতি মলয় পীট বলেন, আমাদের ডাক্তারবাবুদের থেকে জেনেছি যে বয়স্ক নাগরিকদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তার কোর্স আলাদা। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী দুই-এক বছরের মধ্যে আমরা আমাদের মেডিকেল কলেজে এই জেরিয়াট্রিক মেডিসিন কোর্সের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি শুরু করবো। আমাদের কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ গৌতম নারায়ণ সরকারের নেতৃত্বে দশজন ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি তৈরী হবে। তারা এর রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ নেবেন। কোর্স তৈরি, ন্যাশানাল মেডিকেল কাউন্সিলের কাছে প্রস্তাব দেওয়া, তাদের অনুমতি নেওয়ার জন্য যা যা দরকার সবটাই করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে জেরিয়াট্রিক মেডিসিন (Geriatric medicine) হলো ওষুধের একটি বিশেষ শাখা যা বয়স্কদের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কাজ করে। মূলতঃ বয়স্ক নাগরিকদের শারীরিক, মানসিক, কার্যকরী এবং সামাজিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর প্রতিরোধ, নির্ণয় এবং চিকিৎসার ওপর জোর দেয়। জেরিয়াট্রিক মেডিসিন কেবল রোগ নিরাময় নয়, বরং একজন বয়স্ক মানুষের সামগ্রিক সুস্থতা এবং নীরোগ জীবন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। বর্তমানে আমাদের দেশে জেরিয়াট্রিক মেডিসিনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স শুধুমাত্র ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে করা যায়। অন্যদিকে এই বিষয়ের এমডি কোর্স বা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি কোর্স হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যেমন, মাদ্রাস মেডিকেল কলেজ, ক্রিস্টান মেডিকেল কলেজ ভেলোর এবং All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) থেকে করা যায়। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই কোর্স শুরু হলে শুধু যে বয়স্ক নাগরিকরা বা এমবিবিএস পড়ুয়ারা উপকৃত হবে তাই নয়, আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চলের স্বাস্থ্য-শিক্ষা পরিষেবায় এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হবে।

আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আবহমান গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের কাঠের ঢেঁকি আজ বিলুপ্তির পথে

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৭ আগস্ট ঃ আবহমান গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের কাঠের ঢেঁকি আজ বিলুপ্তির পথে! একসময় ঢেঁকির ধুপুর-ধাপুর শব্দে মুখরিত হত জনপদ। ঢেঁকিছাঁটা চালের গুঁড়োর পিঠের গন্ধে মন জুড়িয়ে যেত সকলের। ঢেঁকির উপর দাঁড়িয়ে দুই পা দিয়ে লয়ে লয়ে চাল ভাঙত বাড়ির মেয়ে-বউরা। কেউ হেসে গল্প বলত, কারও আবার মুখে শোনা যেত টুকরো টুকরো লোকগান। কিন্তু এখন সেই সব অতীত। ঢেঁকির সেই শব্দ আর শোনা যায় না। কাঠের ঢেঁকি এখন গ্রামীণ জনপদে বিলুপ্তি প্রায়। আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এখন এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। মনসা পুজোর পিঠে তৈরিতে পুরুলিয়ার গ্রাম বাংলায় একসময় ঢেঁকি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। পুজো এলেই বাড়িতে বাড়িতে তৈরি হত নানা রকমের পিঠে। আর সেই পিঠের চাল গুঁড়ো হত এই কাঠের ঢেঁকিতে। জেলার প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে যেন উৎসবের এক অপরিহার্য অংশ ছিল এই ঢেঁকি। কালের বিবর্তনে এখন মেশিন আসার পর এই ঢেঁকির ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে শহর থেকে গ্রামে।

মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করতে তৈরি করা হয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি, ব্যবহার হচ্ছে নানা রকম প্রযুক্তি। এখন মেশিনের মাধ্যমেই চালের গুঁড়ো করে পুজোর পিঠে তৈরি করছেন গ্রাম বাংলার গৃহবধূরা। অথচ একসময় ঢেঁকি ছিল গ্রামীণ জনপদে চালের গুঁড়ো তৈরি করার একমাত্র মাধ্যম। যা এখন গ্রামীণ জনপদে বিলুপ্ত হতে বসেছে। বর্তমানে পুরুলিয়ার গ্রামে পুরনো এই ঐতিহ্যের কাঠের ঢেঁকি টিকিয়ে রেখেছেন কিছু মানুষজন। গ্রামের গৃহবধূ বলেন, বহু বছর ধরে আমরা এই ঢেঁকির মাধ্যমেই চালের গুঁড়ো করে পিঠে তৈরি করে আসছি। আধুনিক প্রযুক্তি যতই আসুক না কেন এই ঢেঁকিছাঁটা চালের গুঁড়োর পিঠের স্বাদই আলাদা। অধিকাংশ জায়গাতেই অবশ্য এখন ঢেঁকি পড়ে থাকে বাড়ির উঠোনের এক কোণে, ধুলোমাখা অবহেলিত হয়ে। মেশিন এসে নিয়েছে তার জায়গা।

মানিকচকের ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করলেন দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ আগস্ট ঃ মালদার মানিকচকের ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করলেন দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। পরিদর্শনের পর বন্যা পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারকেই দুষলেন। জানা গেছে,বিগত একমাস আগে মানিকচকের ভূতনীতে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দে নব নির্মিত বাঁধ ভেঙে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। ফুলহারের জলে প্লাবিত হয় গোটা ভূতনীর বিভিন্ন এলাকা। এই খবর পেয়ে শনিবার ভূতনীর বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন। দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। তিনি স্থানীয় মানিকচক ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব। সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন। সাংসদকে কাছে পেয়ে ভূতনীবাসীর একাংশ বাঁধের কাজের মান ও বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সাংসদের কাছে বিস্তর অভিযোগ তুলে ধরেন সাংসদের কাছে। সমস্ত কিছু দেখে-শুনে সাংসদ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ করে বলেন, ভূতনীবাসীর এই দুর্গতির জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারই দায়ী। তাই ভূতনীকে বাঁচাতে দুই সরকারকেই এগিয়ে আসা উচিত।

HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED
(CIN : L70101WB1983PLC036161)
Registered Office : 7, P.K.TAGORE STREET, KOLKATA-700006
Email : shranchi@yahoo.com

NOTICE OF THE 42nd ANNUAL GENERAL MEETING AND VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (**"AGM"**) of the Members of **Hallmark Properties & Traders Limited** (**"the Company"**) is scheduled to be held on **Friday, 12th day of September,2025** at 11:00 AM by physical presence of members at the registered office of the Company, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, to transact the business as set out in the Notice of 42nd Annual General Meeting.

In compliance with the respective Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-25 has been sent through electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company.

The Notice of the AGM and the Annual Report 2024-25 are also available on the Company's website at **www.hallmarkpropertiesandtraders.com**, website of the Stock Exchange i.e. CSE Limited at **www.CSE-india.com**.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including any amendment Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes on there solutions setforth in the Notice by physical presence.

The details pursuant to provisions of Companies Act, 2013 and Rules are given hereunder:

a. Members, whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Company as on the cut-off date, shall only be entitled to vote as the case may be at the Annual General Meeting.
b. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e.3rd day of September,2025 may obtain the copy of the information as to the AGM by sending e-mail intimating Folio No. at the registered email id - **shranchi@yahoo.com** & website **investors@hallmarkpropertiesandtraders.com**.
c. Members will attend the 42nd AGM by physical presence.
d. The instructions for participating in AGM the members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses can cast their vote through physical presence.
e. In case of any queries, the members may email & send a request to **shranchi@yahoo.com**. In case of any grievances connected with AGM, Akshay Harlalka, be contacted its registered address of the Company at 7, P. K. TAGORE STREET, KOLKATA - 700006.

For Hallmark Properties and Traders Limited
Sd/-
Vinita Harlalka
(Director)
DIN:00612517
Place : Kolkata
Date : 16.08.2025

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

BANK OF INDIA
BOWBAZAR BRANCH
167C B.B. GANGULY STREET, KOLKATA 700012

পরিশিষ্ট -IV [বিধি-৮(১) দেখুন]

অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যদিও

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ৩০.০৫.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যাতে **ঋণগ্রহীতা শ্রী বিকাশ কুমার সিং পুত্র ধনঞ্জয় সিং এবং জামিনদার শ্রী রোহিত কুমার সিং**কে নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ ১৬৫০৮৭৬.১১১- + প্রযোজ্য UCI (ষোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশত ছিয়াত্তর পয়সা +UCI) নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **২০২৫ সালের ১৩ আগস্ট**, ২০০২ সালের আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং নিয়ম ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে ১৬৫০৮৭৬.১১ /- টাকা** এবং তার উপর সুদের চার্জ আদায় করা হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) এর বিধান অনুযায়ী, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়সীমার মধ্যে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

ক. সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং অংশে রয়েছে সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, ৪র্থ তলায় অবস্থিত, ফ্ল্যাট নং ৪ ডি G+4 (Five), পৌরসভা প্রাঙ্গণ নং ৩৬ /১৮, বি রোড, বামুঙ্গাছি, ডাকঘর-সালকিয়া, থানা-লিলুয়া, হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ৭, জেলা হাওড়া, পিন কোড- ৭১১১০৬, পশ্চিমবঙ্গ, এল.আর. দাগ নং ৩৩৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৭৮, ১৬৭৯, ৭৫ এবং ১৮৪০, জে.এল. নং ১০।

খ. মোট ভবন সীমানাঃ

মোট সম্পত্তির সীমানা- উত্তরে- ৩৬(পি) এবং ৩৬ /৬, 'বি' রোড দ্বারা। দক্ষিণে- ৩৬ / ১, 'বি' রোড দ্বারা। পূর্বে- ৩৬ /৪ এবং ৩৬/১৮/ ১ নম্বর 'বি' রোড। পশ্চিমে- ড্রেন এবং সাধারণ পথ।

সমতলের সীমানা- উত্তরেঃ আকাশে খোলা। দক্ষিণেঃ সিঁড়ি, ফ্ল্যাট নং ৪এ, লিফট। পূর্বেঃ ফ্ল্যাট নং ৪সি। পশ্চিমেঃ আকাশে খোলা।

তারিখঃ ১৩ |৮ |২০২৫
স্থানঃ কলকাতা
স্বা /- চিফ ম্যানেজার এবং অথোরাইজড অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বৌ বাজার শাখা

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় দেওয়ানী আদালত বরিত কক্ষ, জলপাইগুড়ি।

টাইটেল স্যুট নং ২০৩। ২০২২

শ্রী প্রিয়ব্রত ঘোষ --- বাদী।
-বনাম
শ্রী কৃষ্ণ দেবনাথ এবং অন্যান্য ---- বিবাদীগন।

বিজ্ঞপ্তি
প্রতি,

শ্রী সুজন কর্মকার, পিতা শ্রী রামপ্রসাদ কর্মকার, খালপাড়া, শিলিগুড়ি, পোঃ শিলিগুড়ি বাজার থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০১, আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকদ্দমার বাদী, শ্রী প্রিয়ব্রত ঘোষ, পিতা মৃত তেজেশ চন্দ্র ঘোষ, সাকিন এফ- ১-১২১-২, কমলবাজি মোহন গার্ডেন ব্রজরাজ, পোঃ + থানা- নরেন্দ্রপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৬৬। আপনার বিরুদ্ধে অত্র আদালতে নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া উক্ত নং মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন। আপনার কাছে মোকদ্দমার সমননোটিশ বারংবার আদালত যোগে এবং ডাকবিভাগ মাধ্যমে দেওয়া স্বত্বেও আপনি মোকদ্দমার সমন নিতে বিরত থাকিতেছেন তথা আদালতে হাজির না হওয়ায় অত্র মাননীয়া আদালত মোকদ্দমার বিষয়ে সংবাদপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করিবার আদেশ দেন।

আপনাকে আরও জানানো যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আপনি তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিট মধ্যে স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মাধ্যমে অত্র আদলতে হাজির থাকিয়া আপনার বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে এক-তরফা শুনানী হইবে।

[A] SCHEDULE PROPERTY ABOVE REFERRED TO

District Jalpaiguri, Mouza - Balaigach, P.S. Bhaktinagar, Majhiyali Gram Panchayet, J.L. No. -20, Pargana-Baikunthapur, Sheet No. 2, West Bengal. All that piece and parcel of Agricultural land measuring more or less 67 [sixty seven] Decimals lying and situated at Mouza Balaigach, R.S. Plot Nos. 824 and 826 recorded in Khatian No. 57/1, Sheet No. 2. All that piece and parcel of land measuring 10.23 acres is being recorded as follows:- R.S. Plot No. 795, L.R. Plot No. 1134 area in acres-0.95, R.S. Plot no. 796, L.R. Plot No. 1178 area in acres 0.14, R.S. Plot No. 797 L.R. Plot No. 1179 area in acres 0.19, R.S. Plot No. 799 L.R. Plot No. 1176 area in acres 0.48, R.S. Plot No. 800 L.R. Plot No. 1136 area in acres 0.83, R.S. Plot No. 800/1228 L.R. Plot No. 1165, 1171 AND 1172 area in acres 1.42, R.S. Plot No. 800/1229 L.R. Plot No. 1191, area in acres-0.45, R.S. Plot No. 825 L.R. Plot No. 1194 area in acres 0.17, R.S. Plot No. 823 L.R. Plot No. 1188 area in acres 1.42, R.S. Plot Nos. 822, 827 and 828 L.R. Plot No. 1183, 1184 AND 1185 area in acres- 1.42 and R.S. Plot No. 821 L.R. Plot No. 1182 area in acres 0.32; Total 10.23. The aforesaid land is being recorded in R.S. Khatian No. 57/1 and 57/2. All that piece and parcel of land measuring 1023 acre is being recorded as follows:- R.S. Plot No. 800 area in land in acres 2.40, R.S. Plot No.
805 area in land in acres 0.09, R.S. Plot No. 806 area in land in acres 0.11, R.S. Plot No. 807 area in land in acres 0.22 acres, R.S. Plot No. 808 area in land in acres 0.29 acres, R.S. Plot No. 809 area in land in acres 0.34 acres, R.S. Plot No. 810 area in land in acres 0.15 acres, R.S. Plot No. 811 area in land in acres 0.24 acres, R.S. Plot No. 812 area in land in acres 0.13 acres, R.S. Plot No. 814 area in land in acres 0.15 acres, R.S. Plot No. 816 area in land in acres 0.56 acres, R.S. Plot No. 817 area in land in acres 0.50 acres, R.S. Plot No. 826 area in land in acres 1.15 acres, R.S. Plot No. 798 area in land in acres 2.39 acres, R.S. Plot No. 819 area in land in acres 0.06 acres, R.S. Plot No. 824/1229 area in land in acres 0.45 acres; The aforesaid land is being recorded in R.S. Khatian No 57, 57/1 and 57/2.

[B] SCHEDULE GENERAL POWNER OF ATTORNEY

General power of atorney executed by plaintiff in favour of Principal Defendant no. 1 namely, KRISHNA DEBNATH and the Principal Defendant No. 2 namely, BAPI BHOWMICK, vide Deed No. 6525 for the year 2015, which deed has been registered on 01/12/2015 at the Ofice of A.R.A. - III, Kolkata in respect of the property i.e. "ALL THAT piece and parcel of Agricultural land measuring more or less 67 [sixty seven) Decimals lying and situated at Mouza - Balaigach, R.S. Plot Nos. 824 and 826 recorded in Khatian No. 57/1, J.L. No. 20, Sheet No. 2, Police Station -Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, Pin-734007. Under the limit of Majhiyali Gram Panchayet.

[C] SCHEDULE GENERAL POWNER OF ATTORNEY

General power of atorney executed by plaintiff in favour of Principal Defendant no. 3 namely, SUKHDEV NIVRUTTI JADHAV, vide Deed no. 3803 for the year 2016, which deed has been registered on 23/6/2016 at the Ofice of A.R.A III, Kolkata in respect of the property i.e. ALL THAT piece and parcel of land measuring 10.23 acres is being recorded as follows: R.S. Plot No. 795, L.R. Plot No. 1134 area in acres 0.95, R.S. Plot No. 796 area L.R. Plot No. 1178 area in acres 0.14, R.S. Plot No. 797 area L.R. Plot No. 1179 area in acres 0.19, R.S. Plot No. 799 area L.R. Plot No. 1176 area in acres 0.48, R.S. Plot No. 800 area L.R. Plot No. 1136 area in acres 0.83, R.S. Plot No. 800/1228 L.R. Plot No. 1172 area in acres 1.42, R.S. Plot No. 800/1229 L.R. Plot No. 1191 area in acres 0.45, R.S. Plot No. 825 L.R. Plot No. 1194 area in acres 0.17, R.S. Plot No. 822, 827 and 828 L.R. Plot No. 1183, 1184 and 1185 area in acres 3.86, R.S. Plot No. 823 L.R. Plot No. 1188 area in acres 1.42 acres and R.S. PLOT No. 821 L.R. Plot No. 1182 area in acres 0.32; total 10.23 acres. The aforesaid land is being recorded in R.S. Khatian No. 57/1 and 57/2, situated within Mouza Balaigachh, comprising in Sheed No. 2 (two), Pargana Baikunthapur, J.L. No. 20, within the jurisdiction of P.S. Bhaktinagar, within the limits of Majhiyali Gram Panchayet Area, Additional District Sub-Registry Ofice Bhaktinagar, Block -Rajganj, District-Jalpaiguri, in the State of West Bengal.

[D] SCHEDULE GENERAL POWNER OF ATTORNEY

General power of atorney executed by plaintiff in favour of Principal Defendant no. 3 namely, SUKHDEV NIVRUTTI JADHAV, vide Deed no. 3804 for the year 2016, which deed has been registered on 23/6/2016 at the Ofice of A.R.A III, Kolkata in respect of the property i.e. ALL THAT piece and parcel of land measuring 10.23 acres is being recorded as follows: R.S. Plot No. 800 area in land in acres-2.40 is being recorded as follows:- R.S. Plot No. 805 area in land in acres 0.09 acres, R.S. Plot No.
806 land in acres 0.11, R.S. Plot No. 807 area in acres 0.22. R.S. Plot No. 808 area in acres 0.29, R.S. Plot No. 809 area in acres 0.34, R.S. Plot No. 810 area in acres 0.15, R.S. Plot No. 811 area in acres 0.24, R.S. Plot No. 812 area in acres 0.13, R.S. Plot No. 814 area in acres 0.15, R.S. Plot No. 816 area in acres 0.56, R.S. Plot No. 817 area in acres 0.50, R.S. Plot No. 826 area in acres 1.15, R.S. Plot No. 798 area in acres 2.39 R.S. Plot No. 819 area in acres 0.06, R.S. Plot No. 824/1229 area in acres 0.45. The aforesaid land is being recorded in R.S. Khatian No. 57, 57/1 and 57/2; situated within Mouza Balaigachh comprised in Sheet No. 2[two], Pargana Baikunthapur, J.L. No. 20 within jurisdiction of P.S. Bhaktinagar within the limits of Majhiyali Gram Panchayet Area, Additional District Sub Registry Ofice - Bhaktinagar, Block - Rajganj, District - Jalpaiguri, in the State of West Bengal.

[E] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 3978 for the year 2016 registered on 01/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintif as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 6 namely SMT. GAURI AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711 2016, Pages from 76785 to 76804, at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, District-Jalpaiguri, West Bengal.

[F] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 3982 for the year 2016 registered on 08/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintif as his constituted atorney in favour of the Principal Defendant no. 5 namely SRI SAJJAN KUMAR AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 76552 to 76570, at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, District Jalpaiguri, West Bengal.

[G] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 3983 for the year 2016 registered on 08/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintif as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 4 namely SRI AMIT AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 76765 to 76784, at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[H] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale (Conveyance] vide Deed No. 3985 for the year 2016 registered on 08/7/2016 at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintif as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 4 namely SRI AMIT AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 76496 to 76514, at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

IT SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 4146 for the year 2016 registered on 13/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintif as his constituted atorney in favour of the Principal Defendant no. 5 namely SRI SAJJAN KUMAR AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 79007 to 79026, at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[JJ SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 2044 for the year 2016 registered on 05/10/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 1 and 2 namely, KRISHNA DEBNATH and BAPI BHOWMICK on behalf of the Plaintif as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 7 namely SRI MUKUND JINDAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 35111 to 35131, at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[K] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Siliguri, Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 1529 for the year 2022 registered on 29/7/2022 at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 namely, SUKHADEV NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintif as his constituted atorney in favour of the Principal Defendant no. 8 namely SINGLA HIGHRISE BUILDER LLP. A Limited Liability Partnership Firm, Ofice at Paramount Hospital, Mangal Pandey Road, P.O. and P.S. District Darjeeling, West Bengal, Pin 734005. Represented by its Director SRI NAITIK SINGLA, Son of Sri Naresh Kumar Singla, residing at M. P. Road, Khalpara, Siliguri, P.O. and P.S. - Siliguri, District - Dajreeling, West Bengal, Pin-734005] which deed of registration has been recorded in Volume No. 0705 2022, Pages from 35589 to 35614, at the Office of A.D.S.R., Rajganj, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[L]SCHEDULE DEED FOR REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY VIDE DEED NO, 6525 FOR THE YEAR 2015

The Deed of Revocation of power of Atorney executed by the Plaintif vide Deed No. 545 for the year 2022 registered on 07/7/2022 at the Ofice of A.R.A. - III, Kolkata, recorded in Book No. IV, VOLUME No. 19032022, Pages from 22454 to 22464. The revocation has been made in respect of General Power of Attorney vide Deed No. 6525 for the year 2015.

[M] SCHEDULE DEED FOR REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY VIDE DEED NO. 3803 FOR THE YEAR 2016

The Deed of Revocation of power of Atorney executed by the Plaintif vide Deed No. 546 for the year 2022 registered on 07/7/2022 at the Ofice of A.R.A. - III, Kolkata, recorded in Book No. IV, VOLUME No. 19032022, Pages from 22465 to 22475. The revocation has been made in respect of General Power of Attorney vide Deed No. 3803 for the year 2016.

[N] SCHEDULE DEED FOR REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY VIDE DEED NO. 3804 FOR THE YEAR 2016

The Deed of Revocation of power of Atorney executed by the Plaintif vide Deed No. 547 for the year 2022 registered on 07/7/2022 at the Ofice of A.R.A. - III, Kolkata, recorded in Book No. IV. VOLUME No. 19032022, Pages from 22476 to 22486. The revocation has been made in respect of General Power of Attorney vide Deed No. 3804 for the year 2016.

[0] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Conveyance being 1602 for the year 2022 registered at the Office of A.D.S.R. Rajganj, on 22/8/ 2022, which has been executed by the defendant no. 7 namely, SRI MUKUND JINDAL in favour of the purchasers namely, SMT, RATNA NANDY DAS, Wife of Sri Tapan Nandi, Daughter of Biswanath Das, resident of Vivekananda Colony, Sikharpur, P.O. Prasanannanagar, P.S. Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735133; JAMIR HOSSAIN Son of Ramajid Ali, residing at Payachari, VTC Panikauri, P.O. Payachari, P.S Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735135; MOHAMMAD ASHIRUL, Son of Nabjal Mahammad, residing at Motagachh, P.O. Manuaganj, P.S. Rajganj, District Jalpaiguri, Pin735135, TARUN ROY, Son Pahar Roy, residing at Balaigachh, P.O. Manuaganj, P.S. Rajganj, District Jalpaiguri, Pin735135; SANJOY ROY, Son of Ramesh Roy, residing at Dadhi Gachh, Manuaganj, P.O. Manuaganj, P.S. -Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735135; AJOY ROY, Son of Bhuluya Roy, residing at Dadhi Gachh, Manuaganj, P.O. Manuaganj, P.S. Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin-735135; which Deed of registration has been recorded in Book No. I, Volume No. 07052022, Pages from 37142 to 37161, at the Office of A.D.S.R., Rajganj, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[P]SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Conveyance being 1804 for the year 2022 registered at the Office of A.D.S.R. Rajganj, on 21/9/ 2022, which has been executed by SMT, RATNA DAS alias RATNA NANDY DAS, Wife of Sri Tapan Nandi, Daughter of Biswanath Das, resident of Vivekananda Colony, Sikharpur, P.O. Prasanannanagar, P.S. - Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735133; JAMIR HOSSAIN Son of Ramajid Ali, residing at Payachari, VTC Panikauri, P.O. Payachari, P.S. Rajganj, District -Jalpaiguri, Pin 735135; MOHAMMAD ASHIRUL, Son of Nabjal Mahammad, residing at Motagachh, P.O.Manuaganj, P.S. Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin-735135, TARUN ROY, Son Pahar Roy, residing at Balaigachh, P.O. Manuaganj, P.S. Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735135; SANJOY ROY, Son of Ramesh Roy, residing at Dadhi Gachh, Manuaganj, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735135; AJOY ROY, Son of Bhuluya Roy, residing at Dadhi Gachh, Manuaganj, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin -735135; in favour of purchasers namely, NAJIMUL HOSEN Son of Bakul Hosen, residing at Boxiganj, Chotohaldibari, P.O. and P.S. Haldibari, District Coochbehar, Pin 735122, SAHER ANCHARI, Son of Jamir Hossain, residing at Payachari, VTC Panikauri, P.O. Payachari, P.S. Rajganj, District Jalpaiguri, Pin-735135; RAKESH MD., Son of Israil Md. residing at Motagachh, Majhiali, Manuaganj, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, at the Ofice of A.D.S.R., District - Jalpaiguri, Pin-735135; which Deed of registration has been recorded in Book No. 1, Volume No. 0705-2022, Pages from 41658 to Rajganj, District - Jalpaiguri, West Bengal. 1

[Q]SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Saf Kobala Dolil being 2420 for the year 2022 registered at the Ofice of D.S.R. Rajganj, on 23/ 8/2022, which has been executed by the Defendant no. 7 namely, SRI MUKUND JINDAL in favour of purchaser namely, executeUL HOSEN Son of Bakul Hosen, residing at Boxiganj, Chotohaldibari, P.O. and P.S. - Haldibari, District - Coochbehar, Pin-735122; which Deed of registration has been recorded in Book No. 1, Volume No. 0702 - 2022, Pages from 50779 to 50794, at the Ofice of D.S.R., Jalpaiguri, District - Jalpaiguri, West Bengal.

Given under my hand and the seal of this Court this the day of '2025.

অদ্য ইং...............তারিখে আদালতের সীল- মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

আদেশানুসারে,
সেরিস্তাদার
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন
জলপাইগুড়ি

চুরি গিয়েছিল পদ্মশ্রী,সিআইডি তদন্তে বুলার পদক ফিরল ঘরে

১৭আগস্টঃ পদ্মশ্রী প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাঁতারু বুলা চৌধুরীর উত্তরপাড়ার বাড়িতে ঘটে চুরির ঘটনা। চুরি যায় তাঁর বহু বছরের সঞ্চিত পদক, পদ্মশ্রী ব্যাজ, সাফে জেতা ৬টি সোনার মেডেল, তেনজিং নোরগে পুরস্কার-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার। গত বৃহস্পতিবার রাতে হিন্দমোটরের দেবাইপুকুর এলাকার ওই বাড়িতে চোরেরা পিছনের দরজা ভেঙে ঢোকে বলে অভিযোগ। ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। শুক্রবার সকালে বাড়িতে এসে তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান বুলা দেবী। শূন্য ট্রফি-ক্যাবিনেট দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। সংবাদমাধ্যমের সামনে কাতর আবেদন করেন, আমার মেডেলগুলো এনে দিন, ওগুলো আমার জীবনের সঞ্চয়। রাজ্য জুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে তদন্তে নামে স্থানীয় .পুলিশ ও সিআইডি। লাগাতার তল্লাশি ও তদন্তের পর ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার হয় সমস্ত চুরি যাওয়া পুরস্কার। উদ্ধার হয়েছে পদ্মশ্রী ব্যাজ সহ অন্যান্য ট্রফি ও মেডেল। গ্রেফতার করা হয়েছে এক অভিযুক্তকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি পূর্বপরিচিত এবং বাড়ির গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। তদন্তে উঠে আসছে আরো কিছু তথ্য, যা যাচাই করে দেখা হচ্ছে। বুলা চৌধুরী জানিয়েছেন, পুরস্কারগুলো ফিরে পেয়েছি, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে।

নরওয়ের প্রথম ডিভিশনের ক্লাবের দায়িত্বে স্ট্যাহরে

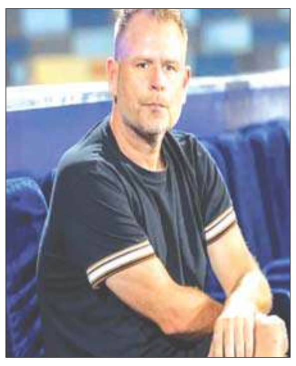

১৭আগস্টঃ গত সিজনের শুরুতে মিকেল স্ট্যাহরের হাতে দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। সেই সময় তাঁর পছন্দ অনুযায়ী খেলোয়াড়দের চূড়ান্ত করেছিল ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলের দ্বিতীয় ম্যাচে জয় আসলেও পরবর্তীতে একের পর এক ম্যাচে ধাক্কা খেয়েছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। যারফলে সুপার সিক্সের দৌড় থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল কেরালা। যা সেই সময় ভালোভাবে নেয়নি সমর্থকরা। যারফলে সিজনের মাঝামাঝি সময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল আইএসএলের এই দল। এই সুইডিশ কোচ সহ তাঁর সকল সাপোর্টিং স্টাফেদের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করেছিল প্রথম ডিভিশন লিগের এই ফুটবল দল। পরবর্তীতে টমাস টচর্জ এবং থেক্কাথারা পুরুষোথামণের হাত ধরেই ধীরে ধীরে জয়ের সরণিতে ফিরতে শুরু করেছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। পরবর্তীতে সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও ছিটকে যেতে হয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে। সেই হতাশা কাটিয়ে এবারের এই নতুন সিজনে ঘুরে দাঁড়ানোই প্রধান চ্যালেঞ্জ নোয়া সাদাউদের কাছে। তার মধ্যেই এবার প্রথম ডিভিশন লিগের আয়োজন ঘিরে দেখা দিয়েছে ব্যাপক অনিশ্চয়তা। তবে এসবের মাঝেই স্ট্যাহরেকে নিয়ে উঠে আসলো নয়। উল্লেখ্য, গত সিজনে কেরালা ব্লাস্টার্সের দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছিল একাধিক ফুটবল ক্লাব। অবশেষে স্বল্পমেয়াদি চুক্তিতে তাঁকে দলের দায়িত্ব তুলে দিল নরওয়ের প্রথম ডিভিশনের দল স্ট্যাবেক ফুটবল ক্লাব। গত শুক্রবার এই সুইডিশ কোচকে দলে টানার কথা জানানো হয়েছে এই ক্লাবের তরফে। আপাতত চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ থাকলেও পরবর্তীতে দলের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে সেটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে ম্যানেজমেন্ট। গত মরসুমে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর এবার এই নতুন দলের হয়ে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার লক্ষ্য থাকবে মিকেল স্ট্যাহরের। বর্তমানে সেই দেশের ফুটবল লিগের একেবারে তলানিতে রয়েছে এই স্ট্যাবেক দল। সেখান থেকে দলকে নতুন দিশা দেখতে পারেন কিনা এখন সেটাই দেখার বিষয়। শোনা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে ও হয়তো তাঁর পুরনো সাপোর্টিং স্টাফেদের দেখা যেতে পারে দলের দায়িত্বে।

লোধা আইন নাকি নতুন ক্রীড়া বিল? কোন নিয়মে বিসিসিআইয়ের নির্বাচন?

১৭আগস্টঃ লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও পাস হয়ে যাওয়ার পর জাতীয় ক্রীড়া বিল এখন আইন হওয়ার পথে। একবার সেটা হয়ে গেলে দেশের সমস্ত ক্রীড়া সংস্থা তার আওতায় চলে আসবে। ক্রী।। বিলের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সমস্ত ক্রীড়া সংস্থাকে চলতে হবে। যার মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও রয়েছে। তবে গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে আসন্ন বোর্ড নির্বাচন। আগামী সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সপ্তাহে যা হওয়ার কথা। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করেছে জাতীয় ক্রীড়া বিল। এত দিন লোধা আইনে চলেছে ভারতীয় বোর্ড। কিন্তু জাতীয় ক্রীড়া বিল এলে তার আইন অনুযায়ী চলতে হবে। তাই এ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, বোর্ড নির্বাচন নিয়ে কী করবে? লোধা আইন অনুসারে তা আপাতত সম্পন্ন করে অপেক্ষা করবে জাতীয় ক্রীড়া বিল প্রয়োগ হওয়ার? তারপর আবার নির্বাচন করবে? নাকি ক্রীড়া বিল আইন হওয়ার পর একেবারে নির্বাচন করবে? বোর্ডমহলের খবর, আপাতত লোধা আইন অনুযায়ী নির্বাচন করার দিকে ঝুঁকে রয়েছে বোর্ড। তবে মন্ত্রকের সঙ্গেও সমান্তরাল ভাবে কথা চালাচ্ছেন বোর্ড কর্তারা। যদি মন্ত্রকের থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে যায় বোর্ড, তা হলে লোধা আইনেই নির্বাচন সম্পন্ন করে ফেলবে। পরে ক্রীড়া বিল আইন হিসেবে প্রয়োগ হলে তখন আবার নির্বাচন হবে। তবে মন্ত্রক যদি অপেক্ষা করতে বলে, তা হলে সব সমীকরণ আবার বদলে যাবে। অতএব, কিছুটা হলেও ধোঁয়াশা রয়েছে। ধোঁয়াশা অবশ্য আরও আছে। যেমন, ক্রীড়া বিল প্রয়োগ হওয়ার পর পুনরায় নির্বাচন হলে, লোধা নিয়ম অনুযায়ী যাঁরা এখন পদাধিকারী নির্বাচিত হবেন, তাঁদের মেয়াদ কত দিনের হবে? কারণ ক্রীড়া আইন অনুযায়ী নির্বাচনের সময় লোধা মতে নির্বাচিত যাঁরা, তাঁদের কাউকে কাউকে তো সরেও যেতে হতে পারে। তা হলে? দ্বিতীয় ধোঁয়াশা, পদাধিকারী হওয়ার আইন নিয়ে।ক্রীড়া বিলে বলা রয়েছে, জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার পদাধিকারী হতে গেলে তিনটে শর্তের যে কোনও একটা পূরণ করলেই চলবে। এক, প্রার্থীকে স্পোর্টসপার্সন অফ আউটস্ট্যান্ডিং মেরিট হতে হবে। দুই, এক্সিকিউটিভ কমিটিতে প্রার্থীকে একটা টার্ম (চার বছর) পূর্ণ করতে হবে। তিন, প্রার্থীকে তাঁর সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত সংস্থায় প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি জেনারেল কিংবা কোষাধ্যক্ষ হতে হবে। প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য সংস্থার ক্ষেত্রে তাহলে কী হবে?

দিয়ামান্তাকোসের জোড়া গোলে ডুরান্ড ডার্বি জয়ী ইস্টবেঙ্গল

১৭ ঃ রবিবার সন্ধ্যায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলতে নেমেছে দুই প্রধান। যেখানে লড়াই করছে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষে আপাতত একটি গোলের ব্যবধানে এগিয়ে ছিল লাল-হলুদ শিবির। ম্যাচের ৩৮ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন গ্রীক ফরোয়ার্ড দিমিত্রিওস দিয়ামান্তাকোস। এই গোল নিঃসন্দেহে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস বাড়াবে দলের সকল ফুটবলারদের।উল্লেখ্য, এদিন ম্যাচের প্রথম থেকেই আত্মবিশ্বাসী মনোভাব নিয়ে খেলতে দেখা গিয়েছে দলের ফুটবলারদের। ম্যাচের ৩ মিনিটে মিগুয়েলের বাড়ানো পাস থেকে গোলপোস্ট লক্ষ্য করে শট নেন এডমুন্ড লালরিন্ডিকা। তবে বল বাঁচাতে শরীর ভাসিয়ে দেন বিশাল কাইথ। তারপর ১০ মিনিটে ডান প্রান্ত হয়ে এডমুন্ড আক্রমণে গেলেও, তাঁকে বাধা দেন টেকচাম অভিষেক সিং। ১১ মিনিটে আনোয়ার কাড়তে গিয়ে সংঘর্ষ হয় সাহালের সঙ্গে। সেখান থেকে ফ্রি কিক পায় মোহনবাগান। তবে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি। ডুরান্ড ডার্বিতে দুই স্প্যানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই। সেমিফাইনালে উঠতে মরিয়া মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দুই শিবিরই। চোটের জন্য মোহনবাগান পায় নি মনবীর সিং ও কিয়ান নাসিরিকে। ইস্টবেঙ্গলে নেই মহম্মদ রশিদ। এই আবহেই কলকাতার দুই প্রধানের লড়াই যুবভারতীতে। শেষে দুই-এক গোলের ব্যবধদানে যে হল ম্যাচ।

এশিয়া কাপ থেকে বাদ বাবর-রিজওয়ানরা

১৭আগস্টঃ এশিয়া কাপের জন্য ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। দলে জায়গা পাননি বাবর আজম এবং মহম্মদ রিজওয়ান। এশিয়া কাপে পাক দলকে নেতৃত্ব দেবেন সলমন আলি আঘা। তাঁর নেতৃত্বেই এশিয়া কাপের আগে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। সেই সিরিজের বাকি দুই দল আফগানিস্তান এবং আরব আমিরশাহী। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভরাডুবির পর জল্পনা ছিল বাদ প।তে চলেছেন দুই প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর এবং রিজওয়ান। বাস্তবে সেটাই হল। পাক নির্বাচকরা এই দুই সিনিয়র ক্রিকেটারদের উপর আস্থা রাখতে পারলেন না। সুযোগ পেয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি এবং হ্যারিস রউফ। দলে রয়েছেন ফখর জামান, খুশদিল শাহ, মহম্মদ হ্যারিসের মতো ক্রিকেটাররা। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার কাছে টানা আট ম্যাচে পরাস্ত হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর পাকিস্তানের কাছে টি-টোয়েন্টিতে ১-২ ব্যবধানে সিরিজ হারে তারা। সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পকেটে পুরেছিলেন রিজওয়ানরা। কিন্তু পরের ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়ান হোপরা। আর শেষ ম্যাচে রীতিমতো নাকানিচোবানি খেয়ে মাত্র ৯২ রানে অলআউট হয়ে লজ্জার নজির গড়ে পাকিস্তান। স্বাভাবিকভাবেই বাবরদের এমন হতশ্রী খেলায় চূড়ান্ত হতাশ সমর্থকরা। নেটদুনিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। অনেকেই এই হারকে ‘ লজ্জা’ বলেও কটাক্ষ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে বাদ পড়তে হল দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে।

ম্যাঞ্চেস্টার পন্থকে দেখে শিক্ষা, ভারতীয় ক্রিকেটে চালু হচ্ছে ‘SIR’ গুরুতর চোটে মিলবে পরিবর্ত

১৭আগস্টঃ ভারতীয় ক্রিকেটে নয়া নিয়ম। এবার থেকে খেলা চলাকালীন কোনও ক্রিকেটার গুরুতর চোট পেলে তাঁর পরিবর্ত নামানো যাবে। আর সেই পরিবর্ত শুধু ফিল্ডিং নয়, ব্যাটিং এবং বোলিংও করতে পারবেন। আসন্ন লাল বলের মরশুমেই নয়া নিয়ম চালু হচ্ছে। ভাঙা পা নিয়েও ফের ময়দানে। অদম্য, অকুতোভয়ী মানসিকতার উদাহরণ তৈরি করেছেন ঋষভ পন্থ। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে পা ভেঙে গেলেও ফের ব্যাট করতে নামতে হয়েছে তাঁকে। আবার পরে ভাঙা কাঁধ নিয়ে ব্যাট করতে নেমে সাহসিকতার নজির গ।ছেন ইংল্যান্ডের ক্রিস ওকসও। কিন্তু পন্থ বা ওকসের ঝুঁকি নিয়ে খেলার দরকারই প।ত না, যদি আইসিসি গুরুতর চোটের ক্ষেত্রে পরিবর্তের সুযোগ দিত। কিন্তু আইসিসির তেমন নিয়ম নেই। আইসিসির নিয়মের গেরো বলছে চোট পেয়ে কোনও ব্যাটার যদি ব্যাট করতে না পারেন তাহলে অন্য কাউকে পরিবর্ত ব্যাটার হিসাবে নামানো যাবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম কনকাশন সাব। পন্থের ঘটনার পর বদলি প্লেয়ারের নিয়ম বদলানোর কথা ভাবছে আইসিসি। তবে আইসিসি যেটা ভাবনা চিন্তার স্তরে রেখেছে, সেটাই কার্যকর করে ফেলছে বিসিসিআই। আগামী লালবলের মরশুম থেকেই ঘরোয়া ক্রিকেটে শুরু হচ্ছে সিরিয়াস ইনজুরি রিপ্লেসমেন্ট। বোর্ড জানিয়েছে, কোনও ক্রিকেটার যদি ম্যাচ চলাকালীন গুরুতর চোট পান তখন তাঁর পরিবর্তে অন্য ক্রিকেটার নামাতে পারবে তাঁর দল। সেই ক্রিকেটার ব্যাট, বল ফিল্ডিং সব করতে পারবেন। তবে একাধিক শর্ত আরোপ করা হয়েছে। একমাত্র ম্যাচ রেফারির যদি মনে হয়, কোনও ক্রিকেটারের চোট গুরুতর তবেই ওই রিপ্লেসমেন্টের অনুমতি দেবেন তিনি। আবার ক্রিকেটার যদি ম্যাচ চলাকালীন মাঠে চোট পান তবেই ওই পরিবর্তের অনুমতি দেওয়া হবে। অনুশীলনে বা অন্য কোনওভাবে চোট পেলে পরিবর্ত পাওয়া যাবে না। বিসিসিআই ঘরোয়া ক্রিকেটে লাল বলের মরশুমে এই নিয়ম চালু করছে। তবে সাদা বলের ক্রিকেটে অর্থা মুস্তাক আলি বা বিজয় হাজারে ট্রফিতে এখনই এই নিয়ম চালু হবে না। সম্ভবত আইপিএলেও এই নিয়ম চালু হবে না।

ভারতীয় শিবিরে সুখবর! এশিয়া কাপে খেলতে চান বুমরাহ, ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ সূর্যকুমারও

১৭আগস্ট ঃ ইংল্যান্ড সিরিজে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের সমস্যা ভুগিয়েছে তাঁকে। লিডস, লর্ডস ও ম্যাঞ্চেস্টারে খেলেছেন জশপ্রীত বুমরাহ। বেছে বেছে ম্যাচ খেলা নিয়ে তাঁকে প্রবল সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে। কিন্তু এবার ভারতীয় পেসার জানিয়ে দিয়েছেন, গোটা এশিয়া কাপে খেলতে চান। দল বাছাইয়ের সময় যেন তাঁর কথা মাথায় রাখা হয়। অন্যদিকে, সূর্যকুমার যাদবও ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করেছেন। জানা গিয়েছে, দল নির্বাচনের সময় তিনি বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন। এশিয়া কাপের আগে এই দু’টি খবর নিঃ সন্দেহে সুখবর। মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট রয়েছে এশিয়া কাপের দল নির্বাচন। প্রশ্ন হল, বুমরাহর এই ইচ্ছাপ্রকাশের পর তিনি কি এশিয়া কাপের দলে থাকবেন? এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, বুমরাহ ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, এশিয়া কাপে ওকে পাওয়া যাবে। নির্বাচক কমিটি আগামী সপ্তাহে বৈঠকে বসে এ বিষয়ে আলোচনা করবে।

ইংল্যান্ড সিরিজে বুমরাহ তিনটি

টেস্টে ১১৯.৪ ওভার বোলিং করেছেন। ১৪ উইকেটও নিয়েছিলেন তিনি। যার মধ্যে দু’বার ছিল পাঁচ উইকেট। ম্যাঞ্চেস্টারে শেষ টেস্ট থেকে এশিয়া কাপ শুরু হওয়া পর্যন্ত ৪০ দিন সময় পাচ্ছেন তিনি। মাসাধিককাল সময় থাকায় পর্যাপ্ত বিশ্রামও পেয়েছেন। সেই কারণে বুমরাহ পুরোপুরি ফিট থাকবেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তাছাড়া টি-টোয়েন্টিতে মাত্র চার ওভার বল করতে হয়। এর ফলে শরীরে অতিরিক্ত চাপ পড়ার সম্ভাবনা কম। হয়তো সেই কারণেই এশিয়া কাপে খেলতে চাইছেন বুমরাহ।অন্যদিকে, সূর্যের ফিটনেস নিয়ে চিন্তায় ছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে দেওয়া ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করেছেন তিনি। চলতি বছর জুনে জার্মানিতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কের। স্পোর্টস হার্নিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ‘ জার্মানির মিউনিখের একটি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। বিসিসিআইয়ের সূত্র মতে, ভারতকে নেতৃত্ব দিতে আর কোনও সমস্যা নেই তাঁর। রিহ্যাব করার পর ওকে ফিট ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনী বৈঠকে ও থাকবে। এখন দেখার, মঙ্গলবার এশিয়া কাপের জন্য কেমন দল বেছে নেন নির্বাচকরা।

প্রথমবার ডুরান্ড কাপ খেলতে এসেই সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবার

ডায়মন্ড হারবার ঃ ২ (কিমা)
জামশেদপুর ঃ ০

১৭আগস্টঃ ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে চমকে দিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। আইএসএলের দল জামশেদপুর এফসি’কে ২-০ গোলে হারিয়ে দিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছল কিবু ভিকুনার দল। আই লিগের দল হিসাবে প্রথমবার ডুরান্ড কাপ খেলতে এসেই শেষ চারে পৌঁছে গিয়েছে কলকাতার দলটি। জামশেদপুরে গিয়ে জামশেদপুরকে হারল তারা। নিঃসন্দেহে এই কৃতিত্ব অতুলনীয়। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পারেননি আক্রমণভাগের নির্ভরযোগ্য বিদেশি ক্লেটন সিলভেইরা। যদিও তাঁর না থাকায় বিশেষ অসুবিধা হয়নি ডায়মন্ড হারবারের। বিপক্ষ দলের ঘরের মাঠে গিয়ে রীতিমতো হিরের দ্যুতি ছড়িয়ে জয় ছিনিয়ে আনলেন লুকা মায়সেনরা। প্রথম মিনিট থেকেই ম্যাচের দখল নিয়ে নেয় ডায়মন্ড হারবার। ৩ মিনিটেই সাইরুয়াত কিমার গোলে এগিয়ে যায় কিবু ভিকুনার দল। এক্ষেত্রে তারিফ করতেই হবে জবি জাস্টিনকে। তাঁর

দূরপাল্লার শক্তিশালী থ্রো এই গোলটির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এরপর বেশ কয়েকবার সুযোগ পেলেও গোল করতে পারেনি দুই দলই। ডিফেন্স মজবুত রেখে এই সময় ‘ঘর সাজিয়েছিলেন কিবু। ৪১ মিনিটে কিমার গোল থেকে ব্যবধান বড়ায় ডায়মন্ড হারবার। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে ব্যবধান কমানোর সুযোগ পেয়েও ব্যর্থ হয় জামশেদপুর। মনে রাখতে হবে, সদ্য দল ছেড়েছেন দীর্ঘদিন জামশেদপুর এফসি’র দায়িত্ব সামলানো কোচ খালিদ জামিল। ভারতীয় দলের কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। সেই কারণে খালিদকে ছাড়াই মাঠে নেমেছিলেন নিশু কুমার, প্রণয় হালদাররা। দ্বিতীয়ার্ধে তেড়েফুঁড়ে ওঠেন তাঁরা। আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে খেললেও ব্যবধান কমাতে পারেনি জামশেদপুর। দুরন্ত ডিফেন্স এবং দস্তানা হাতে মিরশাদের যুগলবন্দিতে ২-০ গোলে জামশেদপুরকে পরাস্ত করে ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে উঠল ডায়মন্ড হারবার এফসি।

সারা বিশ্বের মুসলিমরা যেন’,পাকিস্তানের মানসিকতাকে তুলোধোনা ইরফানের

১৭আগস্টঃ লেজেন্ডস লিগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে চাননি। এবার প।শি দেশকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানালেন ইরফান পাঠান। তাঁর কথায়, পাকিস্তান নিজেকে গোটা বিশ্বের মুসলিমদের অভিভাবক বলে মনে করে। সেই ধারণা থেকে বেরিয়ে পাকিস্তানের উচিত নিজেদের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা। প্রাক্তন অলরাউন্ডারের মতে, পাকিস্তানের এহেন মানসিকতার প্রমাণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আসলে জানো, পাকিস্তানিরা ভাবে যে সারা বিশ্বে যত মুসলিম রয়েছে, তাদের সকলের দায়িত্ব নিয়েছে পাকিস্তান। এটা ওদের একেবারে ভুল ধারণা। এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, ভাই একটু থামো। প্রথমে নিজেদের দিকে একটু নজর দাও। নিজেদের সমস্যা মেটাও। ইরফানের মতে, গোটা বিশ্বের মুসলিমদের প্রতি পাকিস্তানের মানসিকতা ঠিক কেমন, সেটা তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করেছেন।

উল্লেখ্য, ক্রিকেট কেরিয়ারে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দারুণ সফল ইরফান। ২০০৭ টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে পাকবধের অন্যতম নায়ক ছিলেন তিনি। পাক ক্রিকেটের অন্যতম সেরা তারকা শাহিদ আফ্রিদিকে ১১বার আউট করেছেন। তাই অতীতে ইরফানকে ‘ পাঠান’ বলে কটাক্ষ করেছেন আফ্রিদি। এমনকী পাক নাগরিকরা ইরফানকে প্রশ্ন করেছেন, মুসলিম হয়ে কেন ভারতের হয়ে খেলছেন? সবমিলিয়ে, পাকিস্তানের তরফে একাধিক কটাক্ষ হজম করতে হয়েছে ইরফানকে। প্রসঙ্গত, পহেলগাঁও হামলার পর লেজেন্ডস লিগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে চায়নি ভারত। অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয়দের দলে ছিলেন শিখর ধাওয়ান, স্টুয়ার্ট বিনি, বরুণ অ্যারন, ইরফান পাঠান, ইউসুফ পাঠান, হরভজন সিং, অম্বাতি রায়ডু, ইউসুফ পাঠান, রবিন উথাপ্পারা। অন্যান্য ক্রিকেটারদের সঙ্গে ইরফানও আয়োজকদের চিঠি লিখে জানান, পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে তিনি আগ্রহী নন। এবার পাকিস্তানকে তুমুল কটাক্ষ করলেন তিনি।

দুই দশক পর ক্লাব কোচিং থেকে ‘অবসর’-সিদ্ধান্ত মুনায়েমের

১৭আগস্টঃ দরজায় কড়া নাড়ছে ময়দানি ক্লাব ক্রিকেটের নতুন মরশুম। দল গোছানোর কাজ অনেকটাই করে ফেলেছে ছোট থেকে বড় প্রায় সব ক্লাবই। যে কাজে অন্যতম প্রধান ভূমিকা থাকত দলের হেডকোচের। গত দু’দশক যে কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে এসেছেন আবদুল মুনায়েম। এবার করছেন না। হয়তো ভবিষ্যতে আর করবেনও না। কারণ প্রায় দু’দশক পর ক্লাব কোচিং থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুনায়েম। ময়দানের পোড়খাওয়া এই ক্রিকেট কোচ এবার আর কোনও ক্লাবের দায়িত্ব নেননি। বলছিলেন, অন্তত চল্লিশ বছর আমি ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে। প্রথমে কুড়ি বছর প্লেয়ার হিসাবে। পরের কুড়ি বছর কোচ হিসাবে। এবারই প্রথম, যে শীতকালে আমার তেমন কাজ থাকবে না। হয়তো ময়দানে ম্যাচ দেখব। কোচিং ছাড়ছেন। তবে ক্রিকেট থেকে দূরে যাচ্ছেন না মুনায়ম। ভবিষ্য প্রজন্মের ক্রিকেটারদের তুলে আনার কাজে আরও সময় দিতে চান। একটি অ্যাকাডেমির পূর্ণাঙ্গ দায়িত্বে রয়েছেন। শ্যামবাজারের আরও একটি নামী অ্যাকাডেমিতে উঠতি প্রতিভাদের কোচ হিসাবে দেখা যেতে চলেছে তাঁকে। কিন্তু হঠাৎ কেন ময়দানের ক্লাব কোচিং ছাড়ছেন মুনায়েম? বলছিলেন, দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাব কোচিং করাচ্ছি। এখন আর মানসিকভাবে কানেক্ট করতে পারি না। তাছাড়া আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মী। অফিসেও চাপ বেড়েছে। তাই এবার আর কোনও ক্লাবের দায়িত্ব নিলাম না। একটা-দু’টো ক্লাব বলেছিল।

বেড়েছিল চুক্তি! এডগার মেন্ডেজকে রিলিজ করল বেঙ্গালুরু

১৭আগস্টঃ শেষ সিজনে যথেষ্ট দাপুটে ফুটবল খেলেছিল বেঙ্গালুরু এফসি । সেবার চ্যাম্পিয় হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ডুরান্ড কাপে অংশগ্রহণ করলেও সেটা সম্ভব হয়নি। মোহনবাগানের কাছে আটকে গিয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর ছিল কর্নাটকের এই ফুটবল ক্লাব। সেইমতো টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে তাঁরা পরাজিত করেছিল কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলকে। যা নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল সকলের। পরবর্তীতে একের পর এক ম্যাচে দাপুটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল জেরার্ড জারাগোজার ছেলেরা। যারফলে অতি সহজেই দল স্থান করে নিয়েছিল সুপার সিক্সে। পরবর্তীতে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ও ছিল সুনীল ছেত্রীদের দাপট। জারাগোজার ছেলেদের দাপট। তাই সেবার ডুরান্ডের সেমিফাইনালের হতাশা কাটিয়ে. নতুন করে ট্রফি জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল সমর্থকরা। তবে সেই ম্যাজিক কাজ করেনি ফাইনালে। ট্রফি জয়ের এই ম্যাচে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিপক্ষে একটা সময় এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেছিল জোসে মোলিনার ছেলেরা। সেই হতাশা কাটিয়ে এবারের এই নতুন সিজনে সাফল্য পাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে দল সাজাতে শুরু করেছিল জিন্দালের বেঙ্গালুরু। সেইমতো নতুন করে ঘর

গোছাতে শুরু করেছিল আইএসএল জয়ীরা। এক্ষেত্রে গত কয়েক মাস আগেই দাপুটে পারফরম্যান্সের দরুণ এডগার মেন্ডেজের সঙ্গে আরও একটি মরসুমের চুক্তি বাড়িয়ে নিয়েছিল বেঙ্গালুরু এফসি। তাঁর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনেকটাই শক্তিশালী করে তুলতে পারে দলের উইংকে। সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এবার তাঁকেই রিলিজ করে দিল ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। শনিবার নিজেদের সোশ্যাল সাইটে তা নিশ্চিত করেছে কর্নাটকের এই ফুটবল ক্লাব। সেখানে এই ফুটবলারের ছবি আপলোড করে লেখা হয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি এবং এডগার মেন্ডেজ পারস্পরিকভাবে আলাদা হতে সম্মত হয়েছে। ক্লাবে অবদানের জন্য বিএফসি পরিবার স্প্যানিয়ার্ডকে ধন্যবাদ জানায় এবং ভবিষ্যতের জন্য তার শুভকামনা জানায়।এমন সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে হতাশ করেছে সকলে। আসলে গত কয়েক মাস ধরেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগ আয়োজন ঘিরে দেখা দিয়েছে ব্যাপক জটিলতা। আয়োজক সংস্থা তথা এফএসডিএলের সঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এমআরএ নবীকরণকে কেন্দ্র করে এখনও রয়ে গিয়েছে ধোঁয়াশা। যারফলে আগামী সিজনে আদৌও এই টুর্নামেন্ট আর আয়োজিত হবে কিনা আর হলেও সেটি দুইটি লেগে হবে কিনা সেই সম্পর্কে এখনও কোনও সঠিক ধারনা মেলেনি। যার ফলস্বরূপ হয়তো এমন সিদ্ধান্তের পথে হাঁটতে বাধ্য হয়েছে বেঙ্গালুরু শিবির।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com